



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
February 2018

০১-০২-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই ঈশ্বরীয় পাঠশালা হল, 'গড ফাদারলী ওয়ার্ল্ড ইউনিভারসিটি' - এখানে মনুষ্য থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিষয়টার প্রতি যখন পাক্ষা নিশ্চয়তা আসবে, একমাত্র তখনই তোমারা এই পাঠ মনে-প্রাণে গ্রহণে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার জন্য এই সময়ে তোমরা কি এমন চেষ্টা বা পুরুষার্থ করে থাকো ?

উত্তর :- ক্রিমিন্যাল কু-দৃষ্টিকে শ্রদ্ধার-দৃষ্টি আর তার সাথে সাথে মিষ্ট স্বভাব হওয়ার পুরুষার্থ। সত্যযুগে একের প্রতি অপরের সবারই দৃষ্টি থাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ। দৃষ্টি পরিবর্তনের জন্য সেখানে কোনও প্রয়াস করতেও হয় না। কিন্তু এখানে এখন সবারই পতিত শরীর, পতিত দুনিয়ায় তোমরা বাবার বাচ্চারা সবাই আত্মারূপী ভাই-ভাই - এই নিশ্চয়তা এনে দৃষ্টিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ করার পুরুষার্থ করছো।

প্রশ্ন :- ভক্তদের কোন কথায় "বাবা সর্বব্যাপী"- তা অসত্য প্রমাণিত হয় ?

উত্তর :- যখন ভক্তরা নিজেরাই বলে যে, বাবা আপনি যখন আসবেন - তখন আপনার প্রতি সম্পূর্ণ রূপে সমর্পিত হব ওঁনাকে আহ্বান করতেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তখন উনি এখানে অনুপস্থিত।

ওঁম্ শান্তি! ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের কাছে জানতে চাইছেন, আত্মারূপী বাচ্চারা তারা তাদের স্বধর্মে অর্থাৎ আত্মিক স্থিতিতেই কি বসে আছে ? বাচ্চারা একথা তো জানেই, অসীম বেহদের কেবল এই একজনই বাবা, যাকে সুপ্রীম রুহ বা পরম-আত্মা বলা হয়। পরমাত্মা তো বটেই, (অর্থাৎ যার অস্তিত্ব আছে) যেহেতু উনি পরম-পিতা। অর্থাৎ পরম-পিতার নামই পরমাত্মা। এই কথার অর্থ কেবল তোমরা বি.কে. বাচ্চারাই সঠিক ভাবে বুঝতে পার। ৫-হাজার বর্ষ পূর্বেও এই জ্ঞানের পাঠ তোমরা বি.কে.-রা সবাই তা শুনেছিলে। তোমরা এও জানো যে, আত্মা অতি ক্ষুদ্র, যার রূপ অতি সূক্ষ্ম। আমাদের এই চর্মচক্ষু দ্বারা যাকে অবলোকন করা যায় না। এমন কোনও মানুষই নেই যে আত্মাকে দেখেছে। তবে হ্যাঁ, আত্মা অবশ্যই দৃষ্টি-গোচর হয়- কিন্তু তা দিব্য-দৃষ্টি দ্বারা। আর তা ঘটে কেবলমাত্র ড্রামার চিত্রপট অনুসারেই। ভক্তি-মার্গেও এই চর্ম-চক্ষুতে আত্মার সাক্ষ্যাৎকার কারও হয় না। যে দিব্য-দৃষ্টি লাভ করে, সে চৈতন্য স্বরূপে তাকে দেখতে পারে। দিব্য-দৃষ্টি অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপে দেখা। জ্ঞানের দ্বারাই আত্মার সেই চক্ষু অর্থাৎ প্রকৃত চোখ উন্মীলিত হয়। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে এত করে বোঝাচ্ছেন, লোকেরা যে এত অনেক ভক্তি করে, তা কেবলমাত্র অন্ধ-ভক্তি। যেমন, মীরার যখন দর্শন প্রাপ্তি ঘটল, আনন্দে আত্মহারা হয়ে নৃত্য করতে লাগল। যদিও সেই সময়কালে বৈকুণ্ঠ বা স্বর্গ-রাজ্য ছিল না দুনিয়ায়। মীরার এই ঘটনা বর্তমান সময় থেকে সবেমাত্র ৫০০ বা ৬০০ বছর আগের ঘটনা মাত্র। অতীতের ঘটনা-সমূহ দিব্য-দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করা যায়। হনুমান, গণেশ ইত্যাদি-দের চিত্রগুলির প্রতি খুব ভক্তি-ভাব এনে ভক্তি করতে করতে এমন ভাব এসে যায় যে, তাতে যেন ভক্ত নিজেই লয় হয়েই যায়। যদিও তাতে তাদের দিব্য-দর্শন হয়, কিন্তু এর দ্বারা কারও মুক্তি হয় না মোটেই। 'মুক্তি' আর 'জীবন-মুক্তি'-র দিশা সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার।

ভারতে ভক্তি-মার্গের অনেক অনেক মন্দির আছে। কোনও কোনও মন্দিরে আবার শিবলিঙ্গও রাখা হয়। কোনটা ছোট - কোনটা বড় আকারের বানানো হয় সেই শিবলিঙ্গ। কিন্তু তোমরা (বি.কে.-রা) এখন তা বুঝতে পারছো, তোমারা প্রকৃতিতে যেমন 'আত্মা', উনিও তেমনি 'পরম-আত্মা'। উভয়েরই আকার ও আকৃতি একই সমান। লোকেরা তো বলেই থাকে, আমরা নিজেরা সবাই ভাই-ভাই। অতএব আত্মারা সবাই ভাই-ভাই। সব আত্মাদেরই এক ও একমাত্র বাবা, যিনি অসীম বেহদের বাবা - তিনি পরমাত্মা। তাই দুনিয়ায় যত সব আত্মা আছে, তারা সবাই ভাই-ভাই, যদিও তারা তাদের যার যার নিজের কর্ম-কর্তব্যের পাট করে। এসব জ্ঞান-মার্গের কথায় অনেক কিছু বোঝার ব্যাপার আছে, যা একমাত্র এই বাবা তা ব্যাখ্যা করতে পারেন। উনি যাদেরকে বোঝান, তারাও আবার অন্যদেরকে তা বোঝাতে পারেন। সর্বপ্রথম এক ও একমাত্র নিরাকার পরমাত্মা বাবা তার বাচ্চাদের তা বোঝান। কিন্তু ওনার উদ্দেশ্যেই লোকেরা বলে থাকে, উনি সর্বব্যাপী, ইট-পাথর, নুড়ী-বালি, সর্বত্রই ওনার উপস্থিতি। একথা তো মোটেই ঠিক নয় - তাই না ? একদিকে তারা যেমন বলে "বাবা, তুমি ধরায় এলেই, আমরা কেবল তোমার প্রতিই সমর্পিত হয়ে থাকবো, তখন কিন্তু এমন কথা বলে না যে, বাবা তুমি সর্বব্যাপী। বলে থাকে যে, তুমি এলেই আমরা তোমার প্রতিই সমর্পিত হয়ে যাবো। এর অর্থ তো তবে এটাই দাঁড়াল যে, উনি (বাবা) এখানে উপস্থিত নন - তাই না ? আবার এমনও বলে, একমাত্র তুমিই আমার সব, আর কেউ নেই যে আমার। তবে তো অবশ্যই এমন বাবাকে স্মরণে রাখতেই হবে - তাই না ? বাবা স্বয়ং এখানে বসে ওনার বাচ্চাদেরকে তা বোঝাতে থাকেন। একেই বলা হয় 'ঈশ্বরীয়-জ্ঞান' বা 'আধ্যাত্মিক জ্ঞান'। এর অনেক কীর্তন-গাঁথা করেও তো লোকেরা গায়- আত্মারা বহুকাল পৃথক রয়েছে তাদের পরমপিতা পরমাত্মার আশ্রয়হীন হয়ে যুক্তিসহ এই কথাগুলির অর্থও বুঝিয়ে বলতে হবে তাদেরকে। তোমরাই সেই আত্মারা, যারা বহুকাল ধরে তোমাদের পিতা পরমাত্মার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছো।

তোমরা বি.কে.-রা এখন বাবার কাছে এসেছো সেই রাজযোগের পাঠ শিখতে। আর সে নিমিত্তেই এই বাবা নিজেও হয়ে যায় তার বাচ্চাদের সেবাধারী। যেমন অতি নামী-দামী, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরোও তাদের স্বাক্ষর করার সময় পত্রের নীচে লিখে থাকে, আপনার বিশ্বস্ত বা আস্থাভাজন। বাবা তো তার সব বাচ্চাদেরই সেবাধারী। বাবা স্বয়ং তা বাচ্চাদের জানান- "বাচ্চারা, তোমাদের সেবার নিমিত্তেই তো আমি। তোমরাও তো আমাকে সন্মান জানিয়ে কত আগ্রহভরে কাতর হয়ে ডাকতে থাকো - "ভগবান এসো, এসে আমাদের এই পতিত দশা থেকে পবিত্র বানাও।" পবিত্র দুনিয়ায় যেতে গেলে নিজেকেও যে পবিত্র হতেই হবে। যেহেতু সেখানকার সবকিছুই পবিত্র। এসব কথা অনুধাবন করা ও বোঝার বিষয়ও বটে। বাকী যা কিছু সেসব তো কেবলই শোনা কথা মাত্র। আর এই ঈশ্বরীয় পাঠশালা হলো- 'গড্ ফাদারলী ওয়ার্ল্ড ইউনিভারসিটি'। এখানে বাচ্চাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি থাকে ? - মনুষ্য থেকে দেবতা হবার। বাচ্চাদেরও নিশ্চয়তার সাথে সেই প্রত্যয় ও বিশ্বাস আছে, তাদেরকে তা হতেই হবে। আর যার মনে সে নিশ্চয়তা আসে না, সে অযথা এখানে এসে বসবেই বা কেন ? যেমন নিশ্চয়তা থাকলেই তো ব্যারিস্টার, সার্জন -এর পাঠ পড়ে তা হবার জন্য। আর যদি তেমন কোনও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যই না থাকে তো, তারা তখন আর আসবেই না এখানে। তোমরা বাচ্চারাও তেমনি জানো যে, তোমরা মনুষ্য থেকে দেবতা অর্থাৎ নর থেকে নারায়ণ হতে যাচ্ছে। এটাই প্রকৃত সত্য, নর থেকে নারায়ণ হবার ব্রতকথা। তবুও সত্য-নারায়ণ কথাকে কেন যে ধর্মীয় কাহিনী হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয় ? যেহেতু অনেকদিন পূর্বে, প্রায় ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে এই জ্ঞানের

পাঠ নিয়েছিলে তোমরা। তাই অতীতের বাস্তব ঘটনাকেই লোকেরা কাহিনীর রূপ দিয়ে দিয়েছে। এই জ্ঞানটাই তো প্রকৃত শিক্ষা যার দ্বারা সাধারণ থেকে লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়া যায়।

নতুন দুনিয়া রচিত হয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে আর পুরোনো দুনিয়া সাধারণ মানুষদের জন্য। দেবতাদের মধ্যে যে দৈবী-গুণ থাকে, সাধারণ মানুষদের তা থাকে না। তাই তো মানুষেরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে গুণ-কীর্তন করে এই বলে যে- "তোমরা সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী।" আর নিজেদের উদ্দেশ্যে বলে- "আমরা পাপী, নীচ, বিকারী।" কিন্তু দেবতাদের উপস্থিতির সময়কাল কখন? -লোকেরা তখন অবশ্যই জবাব দেবে- "তা তো সত্যযুগে।" কলিযুগের কথা কখনই বলবে না কেউ। আজকাল মনুষ্যেরা তমোবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ায়, বাবার (শ্রী) উপাধিকেও তারা নিজেরা নিজেদের উপাধি বলে চালায়। কিন্তু, বাস্তবে তো আত্মাদের শ্রেষ্ঠ বানাবার কারিগর এক ও একমাত্র শ্রী শ্রী বাবা। যদিও দেবতাদের মহিমা সম্পূর্ণ পৃথক।

বর্তমান সময়কালটা হলো কলিযুগ। সন্ন্যাসী অর্থে বাবা জানাচ্ছেন - এক প্রকার সন্ন্যাসী হলো এই দুনিয়ার অর্থাৎ হদের, অন্য প্রকার হলো এই জাগতিক দুনিয়ার বাইরে অসীম-বেহদের। জাগতিক দুনিয়ার সন্ন্যাসীরা তো বলেই থাকে যে, তারা ঘর-দুয়ার, পরিবার-পরিজন ইত্যাদি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা, এখন সেইসব সন্ন্যাসীরাই লাখপতি সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বসে আছে। সন্ন্যাসের অর্থ হলো- সুখ-ভোগকে ত্যাগ করা। আর তোমরা বি.কে. বাচ্চার হলে বেহদের সন্ন্যাসী, যেহেতু তোমরা জান যে, এই পুরোনো দুনিয়া এখন শেষ হবার মুখে। এখানকার যা কিছু সবই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে- যার কারণে এসব থেকে বৈরাগ্য। জাগতিক সন্ন্যাসীরা পরিবার, ঘর-দুয়ার ছেড়ে চলে গিয়েও আবার শহরে ফিরে আসে। তারা আর পাহাড়ের গুহা ইত্যাদিতে থাকে না। এখন তারা কুটীর নির্মাণ করে, যদিও তাতেও তো তারা অনেক খরচ করে। বাস্তবে কুটীর তৈরী করলে তো তেমন খরচ হবার কথা নয়, আসলে তারা বড়-বড় মহল বানিয়ে সেখানেই বসবাস করে। যেহেতু আজকাল সবাই তমোপ্রধান হয়ে পড়েছে যে। তার উপরে এটা এখন কলিযুগ। সত্যযুগী দেবতাদের তেমন কোনও চিত্রকলা ইত্যাদি না থাকাতে প্রকৃত সত্যযুগের ধ্যান-ধারণাও গুপ্ত হয়ে গেছে। তাই তোমাদের এখন তা জানানো হচ্ছে, কিভাবে মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিবর্তিত হওয়া যায়। কল্পের অর্দ্ধ-কল্প তো ভক্তি-মার্গের গাল-গল্পো। যা শুনতে শুনতে উত্তরতী কলায় সবারই কেবল অধোগতিই হতে থাকে। প্রতি ৫-হাজার বর্ষ বাদে বাদে এই অবিনাশী ড্রামা হবহ্ব একই পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। তাই বাবা বি.কে.বাচ্চাদের তা বুঝিয়েও বলেন, কোনও ভক্তকেই এমন কিছু বলার প্রয়োজন নেই যে, এই ভক্তি-মার্গ তুমি এখন ছেড়ে দাও। তার মধ্যে জ্ঞানের প্রবেশ ঘটলে, আপনা থেকেই তার সেই ভক্তি ছেড়ে যাবে। তারা নিজেরাই তখন বুঝতে পারবে, প্রকৃত অর্থে তাদের পরিচয়- তারা আত্মা মাত্র। অতএব বেহদের বাবা পরমাত্মার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা অবশ্যই পেতে চাইবে তারাও। অতএব সর্বাগ্রে সেই বেহদের বাবা পরমাত্মার পরিচয় জানাতে হবে তাদেরকে। আর তা জানতে পারলে, তারপরেই তাদের এই হদের বাবার প্রতি মোহ দূর হয়ে যাবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই তখন তাদের বুদ্ধির যোগ পরমাত্মার সাথেই লেগে থাকবে। বাবা স্বয়ং যেখানে বলছেন -শরীর নির্বাহের কারণে যে যার কর্ম-কর্তব্য করার সাথে সাথেই বুদ্ধির যোগ এক ও একমাত্র বাবাকেই স্মরণে রাখতে হবে। কোনও দেহধারীই যেন স্মরণে না আসে।

প্রচলিত তীর্থ-যাত্রা তো জাগতিক যাত্রা। কিন্তু তোমাদের বি.কে.-দের যোগ-যাত্রা হলো রুহানী-যাত্রা। যার জন্য কোনও প্রকার ধাক্কা বা হোঁচট খাবার ভয় নেই। আর ভক্তি-মার্গ তো হলো রাত। তাই তাতে কেবল ধাক্কা আর হোঁচট। কিন্তু এই জ্ঞান-মার্গে ধাক্কার কোনও প্রশ্নই নেই। এমনকি পরমাত্মাকে স্মরণ করার জন্য নির্জনে কোথাও বসে তাকে স্মরণ করতে হবে, এমনটাও নয়। ভক্তি-মার্গে যেমন কৃষ্ণ ভক্তরা চলতে ফিরতে কৃষ্ণকে স্মরণ করে, তেমনি তোমরাও তো পরমাত্মাকে স্মরণ করতে পার - তাই না ? যেহেতু অন্তরের মণি-কোঠায় এমন বাবার স্থান যে পাকা হয়ে থাকে বাচ্চাদের। একবার যা উপলব্ধি হয়ে যায় তা তো স্বাভাবিক ভাবেই স্মরণে থেকেই যায়। তবুও কি তোমরা ঘরে বসেই শিববাবাকে স্মরণ করতে পারবে না ? যা একেবারেই নতুন ধরনের কথা। কৃষ্ণকে স্মরণ করা, সে তো অনেক পুরোনো পদ্ধতি। আসলে, শিববাবাকে কেউ জানে না সেভাবে - ওনার নাম বা রূপ কি প্রকারের অথবা সর্বব্যাপী কথার প্রকৃত অর্থটাই বা কি ? কারও তা জানা থাকলে অন্ততঃ তা জানাও আমাদের। বাচ্চারা, তোমরা তো জানতে পেরেছ, প্রকৃত অর্থে তোমরা আত্মা, তোমাদের প্রকৃত পিতা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। আত্মাকে কোনও ভাবেই পরমাত্মা আখ্যা দেওয়া যায় না। ইংরাজীতে আত্মাকে সোল বা প্রাণ বলা হয়। এমন একজন মানুষও নেই যে সে তার পারলৌকিক বাবাকে জানে। অথচ, সেই বাবাই যে জ্ঞানের সাগর। একমাত্র ওনার কাছেই সেই জ্ঞান থাকে, যে জ্ঞানের দ্বারা মনুষ্যকেও দেবতায় পরিণত করা যায়। বাবা জানাচ্ছেন - প্রত্যহই তিনি নানা অপ্রকাশিত গভীর রহস্যের কথা জানান তার বাচ্চাদেরকে। কিন্তু মুখ্য কথা হলো বাবাকে স্মরণ করা। তবুও সেই স্মরণ করাটাকেই মানুষ ভুলে যায় বারে বারে। তাই তো বাবা রোজই জানায়, বাচ্চারা নিজেদেরকে আত্মা মনে রেখে এইভাবে বাবা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে থাকো : আমি আত্মা, বিন্দু-স্বরূপ। যেমন বলা হয়ে থাকে, দুই ভ্রুকুটির মধ্যখানে চকচকে এক আশ্চর্য ক্ষুদ্র একটি তারা। আত্মা শরীর ছেড়ে বেড়িয়ে গেলে, এই চর্মচোখে তাকে দেখা যায় না। শুধু বলা যায় আত্মা এক শরীর থেকে বেড়িয়ে অন্য এক শরীরে গিয়ে প্রবেশ করল। বাচ্চারা, তোমরা তা জেনেছো, আমাদের আত্মারা বার বার পুনঃজন্ম নিতে নিতে এখন তা কেমন অপবিত্র হয়ে গেছে। শুরুতে তোমাদের এইসব আত্মারাই কত পবিত্র ছিল। তখন তোমাদের গৃহস্থ-ধর্মও তেমনই পবিত্র ছিল। আর এখন তো তোমাদের শরীর এবং আত্মা উভয়ই অপবিত্র হয়ে আছে। যখন উভয়ই পবিত্র পবিত্র ছিল, তখন তারা পূজ্য ছিল, এখন তারাই দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলে- দেবতারা কত পবিত্র ছিলো যেখানে এখনকার লোকেরা কত অপবিত্র। সত্য-যুগের দেবতারা শরীর ও আত্মা উভয় দিকেই পবিত্র আর এই দুনিয়ায় উভয় দিকই অপবিত্র। তবে তা কি দাঁড়াল ? - সত্য-যুগের দেবতারা শুরুতে পবিত্রই ছিল, যা পরে অপবিত্রে পরিণত হলো নাকি শুরুর জন্ম থেকেই তারা অপবিত্র ছিল ? বাবা বসে সেকথাই বোঝাচ্ছেন বাচ্চাদেরকে। বাচ্চারা, শুরুতে তোমরা আত্মারা এতই পবিত্র ছিলে যে পূজ্য ছিলে। তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে কালচক্রে ধীরে ধীরে অপবিত্র হতে হতে পূজ্য থেকে পূজারী অবস্থায় এলে। এসব ওয়াল্ড হিস্ট্রী ও জিয়োগ্রাফী তোমরা বাচ্চারা বেশ ভালই জানো। তোমরা তো এও জানো, কে কখন কোন সময়কালে কেমন ভাবে রাজত্ব করেছিলেন এবং সেই রাজ্য-ভাগ্য কিভাবেই বা তারা পেয়েছিলেন। এসবের ইতিহাস একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই জানো, যা অন্যেরা তা জানেই না। এই তোমরাও আগে অবশ্য তা জানতে না, যা এখন জানতে পেরেছো। যেহেতু আগে তোমরাও জড় পথরের মতন নির্বোধ ছিলে। রচয়িতা আর তার রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কোনও জ্ঞানই ছিল না। যেহেতু তখন নাস্তিক ছিলে। কিন্তু এখন আস্তিক হওয়াতে তোমরা তা জেনে কতই না খুশীতে আছো।

বাচ্চারা, তোমরা এখানে এসেছো দৈব-গুণধারী দেবতা হবার জন্য। তাই এখন তোমাদেরকে খুবই মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে যে। যেহেতু তোমরা সবাই একই বাবার সন্তান তাই তোমাদের নিজেদের মধ্যে একমাত্র ভাই-বোনের সম্পর্ক। অতএব একের প্রতি অন্যের কোনও প্রকারের কু-দৃষ্টি হওয়া উচিত নয় মোটেই। তোমাদের এই সময়েই তার কঠোর প্রচেষ্টা বা পুরুষার্থ করতে হয়। মানুষের দৃষ্টি-ইন্দ্রিয় 'চোখ'-ই সব চাইতে বেশী অপরাধ প্রবণ। শেষের অর্দ্ধ-কল্প থেকে তা অপরাধ প্রবণ অসম্ভ্য হতে থাকে, আর প্রথম অর্দ্ধ-কল্প থাকে সত্য ও উন্নত। যেমন সত্যযুগের দেবতাদের চোখের দৃষ্টি থাকে সৌম্য-শিষ্ট ভাব। কিন্তু এখনকার লোকদের দৃষ্টি লক্ষ্য করে দেখ, তাদের দৃষ্টিতেই কেমন যেন কু-ভাব। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে বসিয়ে তোমরা জন্মান্তর সূরদাসের কাহিনীও শোনাতে পারো। বাবা জানাচ্ছেন, তাই তো ওনাকে আসতেই হয়, কারও (ব্রহ্মা) পতিত শরীরে এই পতিত দুনিয়াতেই। যারা পতিত অবস্থায় আছে তাদেরকে পবিত্র বানাবার জন্য।

বাচ্চারা, তোমরা তো জেনেছো, কৃষ্ণ আর রাধা দুজনে ছিলেন পৃথক পৃথক রাজস্বের। তারা যার যার নিজের রাজ্যের রাজকুমার ও রাজকুমারী ছিল। তাদের স্বয়ংবরের পর তারাই লক্ষ্মী-নারায়ণ হিসাবে পরিচিত হন - যাদের রাজস্বের এত গুণ-কীর্তন। 'সংবৎ'-এর সূচনাও সেই সময় থেকেই শুরু হয়। অষ্টাদশী লোকেরা তো বলে থাকে সত্যযুগের আয়ু লাখ-লাখ বছর। কিন্তু বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন, সত্যযুগের আয়ু ১২৫০ বছর। এবার দেখ, হিসেবে কত রাত-দিনের তফাৎ। কল্পের শুরুর অর্দ্ধ-কল্প ব্রহ্মার দিন, সেই সময়কালে জ্ঞানের দ্বারা হয় সুখের প্রাপ্তি আর শেষের অর্দ্ধ-কল্প ব্রহ্মার রাত, অর্থাৎ ভক্তির যুগ যা দুঃখের সময়। বাবা স্বয়ং বাচ্চাদেরকে সামনে বসিয়ে এসব বোঝাতে থাকেন। এর সাথে তিনি আরও বলেন- ওহে আমার মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা নিজেদেরকে কেবলমাত্র আত্মা-স্বরূপ, কেবলমাত্র এমনই ভাবতে থাকো। যেহেতু এটাই তোমাদের স্বধর্ম। অতএব এতেই অবস্থান করো আর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। একমাত্র উনিই যে পতিত-পাবন। তাই ওনাকে স্মরণ করতে করতেই তোমরাও পবিত্র হয়ে যাবে। তোমার অন্তিম ভাবনাই তোমার ভবিষ্য দিশা নির্ধারণক। এই বাবা স্বয়ং স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। তাই তিনি বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন- তোমরা বি.কে.বাচ্চারাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক ছিলে। কিন্তু এখন যেহেতু তোমাদের এমন পতিত অবস্থা, তাই সেখানে যাবার উপযুক্ত নয়। অগতঃ পবিত্র হয়ে উপযুক্ত তো হতেই হবে তোমাদেরকেই। বাবা তো কল্পে মাত্র একবারই আসেন। ঈশ্বর কেবল এই একজনই, আবার দুনিয়াও তো একটাই। অথচ মানুষ মত অনেক। কত ধরণের কথা-বার্তা। যত মত - তত পথ - তত ধরণের গল্প কাহিনী। কিন্তু সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে তো কেবলমাত্র একটাই মত - অদ্বৈত মত। চিত্রে দেখ, তারপর কল্প-বৃক্ষের বিস্তারের সাথে সাথে মতের বিভেদ মত-মতান্তর আসতে থাকে। এখন তো সেই বৃক্ষের আরও কত বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু, সত্যযুগে তো একটাই রাজ্য থাকে - স্বর্গ-রাজ্য। যেখানে কেবলমাত্র একটাই মত। এখন অবশ্য তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারছো, একদা তোমরাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক ছিলে। এই ভারতবর্ষই তখন সর্ব ক্ষেত্রেই সর্ব-উন্নত ছিল। সেখানে অকালে কারও কখনও মৃত্যু হয় না। কিন্তু দেখ, এখানে এখন তো তোমার সামনে বসেই কারও মৃত্যু হতে পারে। চতুর্দিকেই চলছে এমনই মৃত্যুর মিছিল। সেখানে তোমাদের গড়-আয়ুও অনেক বেশী। তাই এখন তোমরা ঈশ্বরের সাথে যোগযুক্ত হয়ে এই মানুষ জন্ম থেকে দেবতায় পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। তোমরা বি.কে.বাচ্চারা হলে যোগেশ্বর-যোগেশ্বরী, যা আগামীতে হতে যাচ্ছে রাজ-রাজেশ্বরী, আর বর্তমানে যা আছে জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী। তবে কিভাবে তোমরা সেই রাজ-রাজেশ্বরী হবে ? -তা তো জানিয়েই দিলেন স্বয়ং ঈশ্বর। তোমরা এও জেনেছো তাদেরকেও (লক্ষ্মী-নারায়ণকে) সেই রাজযোগ

কে শিখিয়েছিলেন। -স্বয়ং ঈশ্বর। তাদের সেই রাজত্ব চলে পরম্পরায় ২১ পুরুষ ধরে। সেখানে মাত্র এক জন্মের দান-পুণ্যই রাজ্য হতে পারে। তারপর তার মৃত্যু হলেই সব শেষ। এখানে অকাল-মৃত্যু তো যে কারওরই হতে পারে। সত্যযুগে কিন্তু এমন নিয়ম নেই। তাই সেখানে এমন কথাও কেউ বলে না, কাল তাকে গ্রাস করে নিল। সেই আত্মারা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। অনেকটা যেন সাপের খোলস পাল্টাবার মতন অবস্থা। সেখানে কেবলই খুশী আর খুশী। দুঃখের নাম-গন্ধও পর্যন্ত নেই। বাচ্চারা তোমরা সেই সুখধামের মালিক হবার জন্যই এখন এই পুরুষার্থ করে চলেছো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণে ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়ায় থেকেই অসীম বেহদের সন্ন্যাস নিতে হবে। শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম-কর্তব্য করার সাথে সাথে ঈশ্বরীয় স্মরণের-যাত্রাতেও থাকতে হবে।

২) পুরুষার্থের দ্বারা চোখের দৃষ্টিকে সভ্য-ভব্য বানাতে হবে অবশ্যই। বুদ্ধিতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে স্থির রেখে নিজেকে খুব মিষ্টি স্বভাবের বানাতে হবে।

বরদান :- শুভ সংকল্পের যন্ত্র দ্বারা মৌনতার শক্তি প্রয়োগ করতে পারা আত্মা হয়ে সিদ্ধি স্বরূপ হও

বিস্তার :- মৌনতা শক্তির বিশেষ যন্ত্র "শুভ-সংকল্প"। এই সংকল্প শক্তির যন্ত্র দ্বারা, যা চাইবে সেটাই সিদ্ধি স্বরূপ নজরে আসবে। এর প্রয়োগ সর্বাগ্রে নিজের উপর করো। শরীরের রোগের উপর প্রয়োগ করে দেখ, তাতে শক্তির শক্তি দ্বারা কর্মবন্ধন রূপে, মিষ্টি সম্বন্ধে বদলে যাবে। কর্মভোগ হলো কর্মের কঠিন বন্ধন, মৌনতার শক্তির ফলে তাও এমন হয়ে যায়না , যেন জলের উপর দাগ কাটার মতন অনুভব হবে। অতএব শরীরের উপর, মনের উপর, সংস্কারের উপর মৌনতা শক্তির প্রয়োগ করো আর নিজে সিদ্ধি স্বরূপ হও।

স্নোগান :- কুল-দীপক হয়ে নিজ-স্মৃতির জ্যোতি দ্বারা ব্রাহ্মণ-কুলের নাম উজ্জ্বল করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- কোনো বস্তুর প্রতি আসক্তি রাখবেনা, দেহ সহ সব কিছুতে সম্পূর্ণ বেগর বা ভিক্ষুক হতে হবে, শিবপুরী ও কৃষ্ণপুরীকে স্মরণ করতে হবে"

প্রশ্ন:- গরিব নিবাজ অর্থাৎ দীনের নাথ বাবা গরিব বাচ্চাদেরও কোন্ বিষয়ে নিজ সম বানান ?

উত্তর :- বাবা বলেন যেমন আমি হলাম উদার দয়াল হৃদয় , তোমাদের তুচ্ছ বস্তু নিয়ে বাদশাহী প্রদান করি , তেমনই যদিও তোমরা বাচ্চারা গরিব কিন্তু উদার হৃদয়বান হও। কম খরচে এই গডলি ইউনিভার্সিটি খোলো , এতে কোনো খরচ নেই । ৩-৪ জনও যদি এই ইউনিভার্সিটি থেকে ভালো ফল পেয়ে যায় তাহলে তো যিনি খুলেছেন তার অসীম ভাগ্য। শুধুমাত্র সুপুত্র হয়ে থাকতে হবে। কখনও কাম, ক্রোধের বশে বশীভূত হয়ে সদগুরুর নিন্দা করবে না ।

ওম শান্তি । বাপদাদা এবং মাম্মা। মাম্মারা দুই জন -- দাদী ও মাতা। ইনি হলেন তোমাদের বড় মা । কিন্তু বাচ্চাদের লালন পালনের জন্যে জগৎ অস্বা হলেন নিমিত্ত। শিববাবা হলেন বহরুপী , অনেক রকমের খেলা করেন। অনুষ্ঠান পালন হয় না! যখন বিবাহের পূর্বে আশীর্বাদ হয় তখন অনুষ্ঠান পালন করা হয় এবং বিবাহের সময়ে পাত্র পাত্রী দুইজনই পুরানো বস্ত্র ধারণ করে, তেল লাগানো হয় । এইসব নিয়ম তো এখনকারই। তোমাদের বাবা বোঝান যে সম্পূর্ণ ভিক্ষুক হতে হবে। কিছুই থাকবেনা। তবে সর্ব প্রাপ্তি হবে। দেহ সহ কিছুই থাকবেনা। বুদ্ধি যোগ সদা শিব পুরী , বিষ্ণু পুরীর দিকে যুক্ত রাখতে হবে , অন্য কোনো বস্তুর প্রতি যেন আসক্তি না থাকে। পবিত্রও হতে হবে। দেখো মীরার কত গায়ন আছে! লোক লজ্জা হারিয়েছে। শুধুমাত্র পবিত্রতার কারণে কত নাম হয়েছে। তাঁর তো জ্ঞান অমৃতও পান করা হয়নি। শুধু কৃষ্ণের সঙ্গে প্রীতি ছিল। কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্যে বিষ ত্যাগ করেছিলেন। যেমন স্ত্রী , স্বামীর প্রতি সতী হয় । এখন এমন তো নয় মীরা স্মরণ করতে করতে কৃষ্ণপুরীতে গেছেন। সেই সময় কৃষ্ণপুরী ছিলনা। মীরা ৫-৭ শত বছর পূর্বে ছিলেন। খুব তীব্র ভক্তি করতেন , তাই কোনো ভালো ভক্তের বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেছেন হয়তো। ওনার নামের প্রচার অনেক। মীরা ভক্তি করতেন। তোমরা সবাই হলে জ্ঞান মীরা। তোমরা এসেছ সূর্যবংশী , চন্দ্রবংশী মহারানী হতে। যদিও প্রথমে অশিক্ষিতরা , শিক্ষিতদের সামনে বোঝা বয় , কিন্তু মহারানী তো হবেই তাইনা। যদি শৈশব ভুলে হাত ছেড়ে দাও তবে কখনই মহারানী হবেনা আর প্রজাতেও কম পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে। বৈকুণ্ঠ আসবে কিন্তু কম পদ মর্যাদা পাবে। বাবা বুঝিয়েছেন -- ভক্তদের জিজ্ঞাসা করা উচিত তোমরা কি চাও ? কৃষ্ণের ভক্তি কেন কর ? নিশ্চয়ই কৃষ্ণের রাজধানীতে যেতে চাও। কিন্তু সেখানে যাবে কিভাবে ? অনেক মানুষ বলে আমাদের শান্তি চাই। কিন্তু অশান্তি তো সম্পূর্ণ দুনিয়ায় তাইনা । একজন শান্তি প্রাপ্ত করলে কি হবে আমরা তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে সদা সুখী করি। দেবতারা এই ভারতেই সদা সুখী ছিল। এখন সেই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এখানেতো রয়েছে মায়ার রাজত্ব , শান্তি প্রাপ্ত হবেনা। শান্তির জন্যে আলাদা স্থান আছে, সুখের জন্যে আলাদা । সুখধামে সবাই সুখী হয়। কেউ একজনও দুঃখী হয়না এবং দুঃখধামে কেউ সুখী হয়না। যথা রাজা রানী তথা প্রজা সবাই দুঃখী। সুখধামে পশু পাখি রাও দুঃখ পায়না। শান্তির দুনিয়াটাই হয় আলাদা, যাকে নির্বাণ ধাম বলা হয়। বলে অমুকে নির্বাণ ধাম গেছে। কিন্তু কেউ যায়নি। যদি নিজেই চলে যায় তবে কি করে যাবে ? সবাই হল দুঃখী , কত যুদ্ধ অশান্তি আছে। তারা বলে আমাদের দেশ থেকে হিন্দুরা বেরিয়ে যাক, ওরা বলে অমুকেরা বেরিয়ে

যাক। একে অপরকে সহ্য করতে পারেনা। এবারে বাবাও দেখেন অনেক ধর্ম হয়ে হয়েছে তাই যুদ্ধ হয় , সেইজন্যে বাবা সব ধর্মকে বের করে দেন। বাবা বলেন যেসব ধর্মজনেরা রয়েছে , সবাইকে আমরা দেহের ধর্ম থেকে বের করে দেব। সত্যযুগে কেবল একটি দেবতা ধর্ম থাকে। এইসব জ্ঞান বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। হাতে চিত্র নিয়ে বানপ্রস্থিদের বোঝান উচিত। মন্দিরেও যাওয়া উচিত। তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত শংকরের সামনে শিবকে দেখানো হয় তাহলে শিব হলেন শংকরের চেয়ে সর্বোচ্চ , তাইনা। যদি শঙ্কর হলেন ভগবানের রূপ তবে ওনার সামনে শিবলিঙ্গ রাখার কি দরকার । সন্ন্যাসীরা নিজেদের ব্রহ্ম জ্ঞানী , তত্ত্ব জ্ঞানী বলে পরিচয় দেয়। শিবের কথা তো তাদের জানা নেই। তত্ত্ব হল নিবাস স্থান। তারা আবার ব্রহ্ম ও তত্ত্ব কে এক ভাবেনা। আচ্ছা , তারা যদি ব্রহ্ম জ্ঞানী , তত্ত্ব জ্ঞানী হয় তবে নিজেদের শিব কেন বলে? তারা তো ভাবে শিব এবং ব্রহ্ম দুইটি এক। এবারে ব্রহ্ম হল থাকার জায়গা। মানুষ তো খুব বিভ্রান্ত হয়েছে। বাচ্চারা তোমাদের এখন খুব বুদ্ধিমান হতে হবে। তোমরা সন্ন্যাসীদেরও বোঝাতে পারো। তাদের মধ্যে থেকেও সে বেরিয়ে আসবে যে আসলে দেবতা ধর্মের হবে, তারা চট করে জ্ঞান বুঝে নেবে। কেউ যদি ৩-৪ জন্ম ধরে কনভার্ট হয়ে থাকবে তবে সহজে নিজ ধর্ম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেনা , নতুন তাজা গিয়ে থাকলেও ঝটপট বেরিয়ে আসবে। বাবার প্রতি টান থাকে তাইনা। বাবা হলেন চুস্ক। আত্মারা হল সূঁচ। এখন সব সূঁচের উপর কাট অর্থাৎ মরচে পড়েছে। মরচে ধরা সূঁচ উপরে যাবে কিভাবে। পাখাও ভেঙে গেছে। মরচে ধরা বস্তু কেরোসিন তেলে ডোবানো হয়। বাবাও এই জ্ঞান অমৃতে ডুবিয়ে সবার মরচে বের করে দিচ্ছেন। তারপর আমরা প্রকৃত স্বর্ণে সত্যিকারের সোনা পরিণত হব। তোমরা এখন পাথরনাথ থেকে পারসনাথে পরিণত হও। ভারত পারস পুরী ছিল। এখন দেখো সোনার দাম কত বেড়েছে। সেখানে দাম কম থাকবে। সুতরাং যে ভারত এখন পাথর পুরী হয়েছে সেই আবার পারস পুরীতে পরিণত হবে। আমাদের বুদ্ধিতে এই চক্র চলায়মান থাকে। সারা দিন চক্র বুদ্ধি তে ঘুরবে তবেই চক্রবর্তী রাজা রানী হবে। দুনিয়ায় এইসব কথা কেউ জানেনা। তোমরা জানো সত্যযুগে যারা রাজত্ব করেছে , তাদের ৮৪ জন্ম হয়। ত্রেতা যুগী দের একটু কম হয়। কোথায় ৮৪ জন্ম , কোথায় ৮৪ লক্ষ বলা হয়েছে । তবে তো কল্পের আয়ুও অনেক হওয়া উচিত , যে এত জন্ম হবে। এইসব হল গল্পো। সবসময় প্রথমে চিত্র সামনে রাখা উচিত। টাকা পয়সা তোমরা কখনও চাইবেনা। তোমাদের কাজ হল তাদের দেওয়া। তারা কিছু দিতে চাইলে নিজের থেকে দেবে। কেউ দাম জিজ্ঞাসা করলে বল বাবা হলেন গরিব নিবাজ। গরীবদের জন্যে ফ্রী বিতরণ হচ্ছে। তবে ধনী ব্যক্তির যত দেবে তত বেশি প্রিন্ট করা হবে। টাকা পয়সা আমরা নিজের কাজে লাগাইনা। যা প্রাপ্ত হয় জনতার সেবায় লাগানো হয়। ধনী জন-ই ধর্মশালা ইত্যাদি নির্মাণ করে। এখানে গরিব ব্যক্তি সেন্টার খুলতে পারে , এতে কোনো খরচা নেই। কেউ যদি বলে সেন্টার খুলব বা গডলি ইউনিভার্সিটি খুলব । এমন গডলি ইউনিভার্সিটি থেকে যদি ৩-৪ জনও ভালো ফল প্রাপ্ত করে তাহলে অসীম সৌভাগ্য , তাদের যারা খুলেছেন। এই বিষয়ে উদার হৃদয়বান হতে হবে। বাবার কত উদার হৃদয় দয়াল হৃদয়। তুচ্ছ বস্তু নিয়ে বাদশাহী দিচ্ছেন। সুপুত্র বাচ্চারাই বাবার সার্ভিস করতে পারে। কুপুত্র কি করবে। কুপুত্রকে বাবা বর্সা দেবেন না। তোমাদের সদগুরুকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। কাম অথবা ক্রোধের বশে বশীভূত হলে বলা হবে সদগুরুর নিন্দা করা হয়েছে , তাগোলে পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবেনা। খুব সামলে চলতে হবে। বাবা বলেন বিষ রূপী বর্সা তো পিতা ও স্বামীর থেকে প্রাপ্ত করেছে। এখন পারলৌকিক পিতা ও স্বামী অমৃতের বর্সা তোমাদের দিচ্ছেন।

তোমরা সকল ধর্মের লোকেদের রচয়িতা ও রচনার নলেজ বলতে পারো। তিনি (রচয়িতা) তো থাকেন শান্তিধামে। ঔনাকে স্মরণ করলে তোমরা শান্তির বর্ষা প্রাপ্ত কর। বর্ষা প্রাপ্তির সঙ্গে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে এবং তোমরা ঔনার কাছে পৌঁছে যাবে। এই জ্ঞান হল সব ধর্মের লোকজনদের জন্যে । এই কথাটি একেবারে নতুন। শাস্ত্র হল ভক্তিমার্গের। পদে পদে ধাক্কা, ব্রাহ্মণ ভোজন , তীর্থ যাত্রা। এখানে তো একটি জ্ঞানের দ্বারাই ভবসাগর পার হয়ে যায় অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। তাহলে মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা স্বর্গে যাচ্ছ। যারা বিষ পান করছে তারা অবশ্যই বিঘ্ন আনবে কারণ সম্পূর্ণ দুনিয়া হল প্রতারণা পূর্ণ । দেখ ভারতে পবিত্রতা নেই তাই ধাক্কা খায়। হাঙ্গামা করে , ধর্মঘট করে। গভর্নমেন্টকে বিরক্ত করে দেয়। গভর্নমেন্ট ক্লিয়ার বলে দেয় এত খরচ অর্থে ধন একত্র হবে কিভাবে ? তখন তারা বলে তোমরা মজা করে ধন নষ্ট কর। ধন একত্র কর , আমাদের দোষটা কি ? আমাদের বেতন চাই। ধর্মঘট করে কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। এইসব হবেই। কোথাও সবজি পাওয়া যাবে না কোথাও দুধ , সব জায়গায় খিটপিট হবে। এইসব হাঙ্গামা হয়েই শান্তি হবে। বিনাশের এবং তারপরে বিষ্ণুপুরীর সাক্ষাৎকার তো অর্জুনকেও করানো হয়েছিল তাইনা। তোমাদেরও এখন সাক্ষাৎকার হচ্ছে। দেখ কোথাও বৃষ্টি না হলে তখন যন্তু করা হয়। কোথাও অনেক অশান্তি হলে শান্তির জন্য যন্তু করা হয়। কিন্তু শান্তিপূর্ণ তো একমাত্র ভগবান। তিনি যখন আসবেন তখন শান্তি দান করবেন। দাতা হলেন তিনি একজন। দেখ তোমরা হলে কত প্রিয় সন্তান। অনেক জন্মের পরে শেষ সময়ে মিলিত হয়েছ। তাই এখন পূর্ণ সৌভাগ্য নাও। বাচ্চাদের মিষ্টি বাচ্চা বলা হয় , মিষ্টি খাওয়ানো হয়। সেসব হল দৈহিক মিষ্টি, এই হল রুহানী মিষ্টি, যা রুহানী বাবা খাওয়ান। দেহী অভিমানী হয়ে থাকা , খুব কঠিন লক্ষ্য। এতেই পরিশ্রম লাগে। বাবা বলেন ৮ ঘন্টা দেহি অভিমানী হয়ে থাকো তারপর না হয় শরীর নির্বাহের জন্যে কর্ম কর। রাত্রে জাগো তাহলে খুব ভালো ভাবে যোগ লাগবে। এইসব তো উপার্জন কিনা। হে নিদ্রাকে পরাজিতকারী বাচ্চারা , আমি পিতা আমায় শ্বাসে প্রশ্বাসে স্মরণ কর। বিচার সাগর মন্থন কর। রাত দিন যত যোগে থাকবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে আর যত জ্ঞানের স্মরণ করবে তত উপার্জন হবে। যদিও সার্ভিস তো অনেক আছে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে বাবা বলবেন বসে থাকো , আরাম কর , এতে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। বাবা লোক লজ্জার কোনো খেয়াল করেছেন কি ? আরে বাদশাহী প্রাপ্ত করতে এইসব কে ঠোকর মারো। তবে হ্যাঁ, প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট রয়েছে। প্রত্যেকের কর্ম বন্ধন আলাদা আলাদা আছে। ধন আছে তো অলৌকিক সার্ভিসে সেই ধন সফল কর। বাচ্চারা এই কথা তো বুঝতে পারো যে এই জ্ঞানের মার্গে বিঘ্ন নিশ্চয়ই আসবে কারণ পবিত্রতার প্রশ্ন রয়েছে। যে জন ধর্ম স্থাপন করতে আসে তাদের পবিত্রে পরিণত করতে হয়। এই সময় তো সব মানুষ-ই অপবিত্র। বিঘ্ন রচনা করবে অনেক , মিথ্যা কলঙ্ক দেবে। এইসব কথায় ভয় পাবেনা। যা কিছু হয়ে যাক ভয় পাবেনা। ৫ হাজার বছর পূর্বেও এই কলঙ্ক লেগেছিল। এখনও লাগবে। মিথ্যা অবাস্তব কথাও বলবে। কেউ ঠিক মত রেস্পন্ড না পেলেও হাঙ্গামা করবে। ধীরে ধীরে সল্যাসী উদাসী ইত্যাদি সব ধর্মের লোকজন আসবে। সবাইকে বাবার নলেজ নিতেই হবে। এইসব চিত্র গুলি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। কখনও ক্রোধের বশে বাদ বিবাদ করবেনা। যদিও কেউ নিন্দা করে তবুও ক্রোধ অনুভব করবেনা। বাচ্চাদের রিফ্রেশ হয়ে সার্ভিস করতে হবে। দিন প্রতিদিন নিয়ম কায়দা সব ঠিক হতে থাকবে। দুনিয়ার নিয়ম কায়দা তো খারাপ হতে থাকবে কারণ সেসব তো তম প্রধান হবে। আমরা তো সত প্রধান হই। আচ্ছা।

তোমরা বাচ্চারা হলে রাজশ্বশি। তোমরা বলবে আমরা এখন তপস্যা করছি -- বাণপ্রস্থে যাওয়ার জন্যে। এমন উত্তর দেওয়ার মতন বুদ্ধি কোনো মানুষের নেই। তারা তো বাণপ্রস্থ কথার অর্থ জানে না। তোমরা বলবে আমরা হলাম রাজ যোগী। জীবন মুক্তির জন্যে তপস্যা করছি। শেখাচ্ছেন পারলৌকিক পরম পিতা পরমাত্মা, জ্ঞানের সাগর। এমন এমন কথা মাতা গণ যদি বসে বোঝায় তবে তো আশ্চর্যে পড়ে যাবে। বলো, আমাদের পারলৌকিক পরম পিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। ভবিষ্যতে উঁচু পদ মর্যাদা প্রদান করার জন্যে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কেউ নিন্দা করলেও আমাদের যেন ক্রোধ অনুভব না হয়। কারো সঙ্গে বাদ বিবাদ করবেনা। রিফ্রেশ হয়ে সার্ভিস করতে হবে।

২) নিদ্রাকে পরাজিত করতে হবে। রাত্রে জেগে বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং জ্ঞানের স্মরণ করতে হবে। দেহী-অভিমানী হওয়ার প্র্যাক্টিস করতে হবে।

বরদান :- শান্তির অবতার রূপে বিশ্বে শান্তির কিরণ বিচ্ছুরণকারী শান্তি দেব হও।

ব্যাখা: যেমন ছোট্ট জোনাকি দূর থেকেই নিজের আলো অনুভব করিয়ে দেয়। তেমনই বিশ্বের আত্মাদের অথবা সম্বন্ধ-সম্পর্কে যত আত্মারা আসে তারা যেন অনুভব করে যে শান্তির কিরণ এই বিশেষ আত্মাদের থেকেই প্রাপ্ত হচ্ছে। বুদ্ধি দ্বারা যে অনুভব করে যে শান্তির অবতার শান্তি প্রদান করতে এসেছে। চারিদিকের অশান্ত আত্মারা যেন শান্তির কিরণের আধারে শান্তি কুণ্ডের দিকে এগিয়ে আসে। এখন এই শান্তির শক্তির প্রয়োগ করো।

স্লোগান - যাদের নিজের প্রতি বিশেষ ব্যক্তিগত অ্যাটেনশন আছে তারা অন্তর্মুখী হয়ে তারপর বাহ্যমুখে আসে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের জন্য যোগ চুল্লি সবথেকে দামি, কেননা এই চুল্লিতেই সমস্ত বিকর্ম নষ্ট হয়"

প্রশ্ন :- কোন বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সৃষ্টির বীজ ও বৃক্ষের জ্ঞান স্পষ্ট ভাবে স্থিত হতে পারে ?

উত্তর:- যারা বিচার সাগর মন্বন করে। বিচার সাগর মন্বনের জন্য অমৃতবেলার সময় সবথেকে ভালো। অমৃতবেলায় উঠে বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের অজপা জপ চলতে থাকুক। সুক্ষ্ম বা স্থূল ভাবেও শিববাবা শিববাবা উচ্চারণ করার দরকার নেই। বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করতে হবে।

ওম শান্তি। অলৌকিক পিতা আত্মাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বসে বোঝান। বাবা বলছেন আমার শরীর হলে তবেই আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে পারি। তোমরা এটা এই ভাবে বোঝো 'আমিও আত্মা, এই শরীরের মাধ্যমে শুনছি'। এই জ্ঞান ভালো ভাবে ধারণ করতে হবে। যেমন বাবার কাছে ধারণ করা আছে। আত্মার বুদ্ধিতে ধারণা থাকে। তোমাদের বুদ্ধিতেও এমন ধারণা থাকা উচিত যেমন বাবার বুদ্ধিতে আছে। বীজ ও বৃক্ষ - বোঝানোটা তো খুব সহজ। মালির জানা থাকে, কোন বীজ পুঁতলে কত বড় বৃক্ষের জন্ম হবে। ব্যাস বাবাও এইভাবেই বোঝান, এটা বুদ্ধির দ্বারা ধারণ করতে হয়। যেমন আমার বুদ্ধিতে আছে, তেমনি তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। সেটা তখনই থাকবে যখন বিচার সাগরে মন্বন হবে। সকাল বেলাটা বিচার সাগর মন্বন করার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত। সেই সময় কোনো কাজকর্ম থাকে না। ভক্তিও মানুষ সকালেই করে। এখানে-ওখানে যায় বা কেউ বসে নাম জপ করে, বা কেউ বসে গান গায়, কেউ আওয়াজ করে, কেউ মনে-মনে রাম-রাম জপে। এটা ভক্তির অজপা। কেউ-কেউ মালা জপ করে। কিন্তু তোমাদেরকে শিব-শিবও বলতে হবে না। ভক্তিতে লোকেরা যা করে সেটা জ্ঞান মার্গে হবে না। অনেকের অভ্যেস হয়ে রয়ে গেছে শিব-শিব স্মরণ করার। তোমরা না তো সুক্ষ্ম ভাবে এ স্থূল ভাবে শিব-শিব জপ করবে। তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের বাবা এসেছেন। কোনো শরীরেই আসবেন। ওঁনার নিজের তো কোনো শরীর নেই। উনি পুনর্জন্ম রহিত। পুনর্জন্ম মানুষের সৃষ্টিতে হয়। লক্ষী-নারায়ণ, বিষ্ণুর দুই রূপ।

দেব-দেব মহাদেব বলে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নিজেদের মধ্যে কানেকশান আছে। শঙ্করের কোনো কানেকশান নেই, তাই ওনাকে বড় রাখা হয়। ওঁনার (শিব বাবার) পুনর্জন্ম নেই, উনি (শংকর) সুক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হন। শিববাবার সুক্ষ্ম শরীরও নেই তাই তিনি উঁচুর থেকেও উঁচু। উনি হলেন বেহদের পিতা। বাচ্চারা জানে বেহদের পিতার কাছ থেকে বেহদের সুখের উত্তরাধিকার পাই। পিতার শ্রীমতে সম্পূর্ণ ভাবে চলতে হবে। যারা নিজেরা স্মরণ করে এবং অন্যদেরকেও স্মরণ রত রাখে, তারা সাহায্যকারী। বাবা ও তাঁর সম্পদকে মনে রাখতে হবে। বাবা বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন - তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। স্বল্প সময় হাতে আছে। নাটকেও অভিনেতার জ্ঞানে আর আধ ঘন্টা বাকি আছে, তারপর আমরা বাড়ি ফিরবো। ঘড়ি দেখতে থাকে। তোমাদের বেহদের বিশাল বড় ঘড়ি আছে। বোঝানো হয়েছে, এবার গৃহে ফিরতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে। আর কোনো শাস্ত্রে এতো সহজ যোগ নেই। তারা তো অনেক হঠযোগ করে, অনেক পরিশ্রম করে, যেটা তোমরা মায়েরা করতে পারবে না। তোমাদেরকে

হঠযোগীদের মতন আসনাদি করতে হবে না। হ্যাঁ, সভায় ভালো করে বসতে হবে। তোমাদের রাজযোগ হল পায়ের উপর পা দিয়ে বসা। এই ভাবে রাজযোগে বসলে নেশা চড়বে। হঠযোগে দুই পা একটা অন্যটার উপরে চাপায়। বাবা তোমাদের কষ্ট দেন না। তবে সামান্য অন্তর রাখা উচিত, সাধারণ ভাবে বসায় এবং যোগে বসায়। তোমরা রাজযোগ শিখছ। তাই এমন ভাবে বসতে হবে যাতে লোকেরা বোঝে তোমরা রাজযোগে বসে আছ। এটা আমাদের রাজকীয় বসার ভঙ্গি। তোমরা বেহদের বাবার দ্বারা রাজাদের রাজা হয়ে উঠছো। এমন বাবাকে ঋণে-ঋণে স্মরণ করতে হবে। সত্যযুগে বাবাকে স্মরণ করা হয় না। নিজেকে করা হয়। কলিযুগে না নিজেকে জানে না বাবাকে জানে। কেবল বাবাকে ডাকে। এখন তোমরা ভালো ভাবে বুঝে গেছো। আর কেউ এমন নেই যারা বোঝে যে বাবা বিন্দুস্বরূপ। বলে অতি সূক্ষ্ম, আবার বলে হাজার সূর্যের চেয়েও ভাস্বর। তাহলে তো ব্যাপারটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হল না। যখন বলে নামরূপহীন, তাহলে হাজার সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল কীভাবে বলা যায়? আগে তোমরাও এমনটাই বুঝতে। বাবা বলেন নাটকেই লেখা আছে, এই ব্যাপারটার বোধ দেহিতে হবে। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম গুহ্য কথা বুঝে তারপর বোঝানো হয়। এমন কথা যেন মনে না আসে যে আগে ঈশ্বরকে হাজার সূর্যের থেকেও উজ্জ্বল বলা হতো তাহলে এখন বিন্দুস্বরূপ কেন বলা হয়? যখন আই. সি. এস এর জন্য পড়বো তখনই তো আই. সি. এস এর কথা বলব, আগে কি ভাবে বলবো? এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ড্রামা অনুসারে বাবার তখনই যখন বোঝানোর দরকার তখনই বোঝাবেন। এর পরেও না জানি আরো কত কি বোঝানো হবে! কেননা পিতার প্রভাব তো প্রকাশিত হবেই। যেমন তোমাদের আত্মা তেমনই ওঁনার (পরমাত্মার) আত্মা। তিনি পরমধামে থাকেন। তাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। যখন এখানে আসেন, জ্ঞান বিতরণ করেন।

বাবা বলেন দুনিয়া যখন পতিত হয়, তখন আমি তাকে পবিত্র করতে আসবো। আমাকে ডাকেও এই বলে - হে পতিত-পাবন, হে দুঃখ হরণকারী, হে সুখ -কর্তা এসো। উনি তো সঙ্গমেই আসবেন। রাত্রি শেষেই দিন হবে। পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হবে। কর্মভীত অবস্থা শেষে হবে। তোমাকে গৃহস্থ জীবন যাপন করতে হবে, গৃহত্যাগ করবে না। শরীর নির্বাহ করার জন্য সব কিছু করেও পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকবে। দেবতার সবসময় পূর্ণ পবিত্র। কিন্তু কখন এবং কি করে হবে! নিশ্চয় পুরুষার্থ করেছিলে তাই প্রারন্ধ লাভ করেছে। পুরুষার্থ অনুসারেই প্রারন্ধ হয়েছে। যেমন কর্ম তেমন প্রারন্ধ, এটা তো চলতেই থাকে। এখন কর্ম শেখানোর জন্য তোমরা বাবাকে পেয়েছ। তাঁকে ভালো ভাবে স্মরণ করা উচিত। তোমরা হলে দত্তক নেওয়া বাচ্চা। মাড়োয়াড়িদের মধ্যে অনেক দত্তক নেওয়া হয়। তোমরাও দত্তক প্রাপ্ত। তোমরা এঁনার (ব্রহ্মা বাবার) গর্ভ-জাত নও। দত্তকে দুই পিতাই স্মরণে থাকে। এটাও জানে আসলে আমি কার ছিলাম। এখন এনার কোলের সন্তান হয়েছে। তোমরাও জেনেছ আমরা কার ছিলাম এবং কার হয়েছে। আমরা পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা দত্তক নেওয়া বাচ্চা, উনি স্বর্গের রচয়িতা। ওনার রচনা কত দিন ধরে চলে? অর্ধেক কল্প। রাবণ নরকের নির্মাতা, তার রাজত্বও অর্ধ কল্প থাকে। সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়। এটা বোঝার ব্যাপার। যদি কিছু বুঝতে না পারো তাহলে জিজ্ঞাসা করাও উচিত। যখন সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ হয়, তখন বলে দান করো চাঁদকে মাতা-পিতা বলা হয়। এখানেও পুরুষ নারী দুজনেই গ্রহণ গ্রস্ত হয়, তখন বলে পাঁচ বিকারের দান দাও। সেখানে তো বছরে দু-তিন বার গ্রহণ লাগে। এখানে তো কল্পের ব্যাপার। বাবা একবারই এসে দান নেন। মানুষ সম্পূর্ণ কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে গেছে। এটা হল লৌহ যুগ। আসল সোনা বিবর্ণ হলে কালো হয়ে যায়। নতুন বাড়ি, পুরানো বাড়ি।

নবজাতক ও বৃদ্ধের মধ্যে অন্তর তো হবেই । ছোট বাচ্চাদের কত মিষ্টি ও প্রিয় মনে হয় । সবাই তাকে চুম্বন করে । কোলে বসায় । পুরানো শরীর জরাগ্রস্ত হলে বলে শরীর ত্যাগ হলে ভালো হয় । বেশি কষ্ট কেন সহ্য করবে । আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর গ্রহণ করে । এখানে আমরা অসুস্থকে মরতে দিই না, তাহলেও যতটুকু শোনে ততটুকুই ভালো । শিববাবা ও তাঁর স্নেহ-সম্পদকে স্মরণে রেখো । রোগ যন্ত্রনায় সব ভুলে যায়। যার যেমন মনোভাব তা সামনে এসে যায় । তোমাদের শেষ অবস্থায় এক তোমাদের বাবা ছাড়া কেউ নেই । তাহলে অন্য কাকে স্মরণ করছো । বাবা বলছেন আমি ছাড়া কারও স্মৃতি যেন মনে না আসে । গীতও আছে শেষ কালে যদি স্ত্রীকে স্মরণ করে.... গোটা শ্লোক উগরে দেয়, অর্থ কিছুই বোঝে না । পুরোটাই সঙ্গম যুগের কথা কিন্তু ভক্তি যুগে গায় । এই সময় তোমরা বাবা ও তাঁর সম্পদ মনে রাখবে । শ্রীনারায়ণ তোমাদের প্রারব্ধ, তাই এর অর্থ তোমাদের বুদ্ধিতে নিশ্চয় থাকা উচিত । অর্থ ছাড়াই খুব মনে করে । পরে যার প্রতি বেশি ভালোবাসা থাকে, সে-ই মনে পরে । খুব সতর্ক থাকা উচিত । তোমাদের একমাত্র পিতাকেই স্মরণ করতে হবে ।

পিতা বলেন -মন্মনাভব। তোমরা বাচ্চারা বলো, বাবা আমরা প্রতি কল্পেই মিলিত হই । এই জ্ঞান আমরা আপনার কাছ থেকে মধুবনে এসে পাই । এটা হল বশীকরণ মন্ত্র । সংগুরু তাই তোমাদেরকে এমন মন্ত্রই দেন যাতে তোমরা অমরত্ব প্রাপ্ত হও । এ হল মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করার মন্ত্র । তুলসিদাসও এর উপর গীত গেয়েছেন, চন্দন ঘসে তুলসিদাস..... এটাও এখনকার গীত যা পরে গাওয়া হয় । বাচ্চারা, তোমরা রাজটিকা লাভ করো - বাবা ও তাঁর সম্পদ স্মরণ করার ফলে । বাবা ও তাঁর বাদশাহীকে স্মরণে রেখে দেহ ত্যাগ করলে, রাজটিকা লাভ করবে । একজনই পাবে তা নয় । ১০৮ এর মালা আছে আবার ১৬ হাজার ১০৮ এর মালাও আছে ।

এখন তোমাদের কেবল মাত্র সঠিক ভাবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবার উদ্দেশ্যে বলা হয় - তোমার মতি-গতি তুমিই জানো । ঠিক বলা হয় । উনিই সদগতি দাতা, তাই উনিই জানেন । আগে অর্থ ছাড়াই গাইতো । সেটাকে অনর্থ বলা হয় । কিছু মাত্র প্রাপ্তি নেই। মানুষ দান-পুণ্য করতে- করতে নিচে নামতেই থাকে । প্রাপ্তি কিছুই নেই । আসুরি মতে সব অনর্থ হয়ে গেছে । ইনিও আগে নারায়ণের পূজা করতেন, এখন পুনরায় বাস্তবিক অর্থে পূজারী থেকে পূজ্যেতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, আমাদের শিববাবা পণ্ডান । এটা ভালো করে মনে রাখতে হবে। তা না হলে বিকর্মের বিনাশ হবে না । এই যোগের চুল্লি অত্যন্ত মূল্যবান । মুক্তিও পাওয়া যায় । কেউ-কেউ বলে আমাদের মনের শান্তি চাই, কিন্তু আগে বলো তোমাদের অশান্তি কে করলো ? নিশ্চয় আগে শান্তি ছিল । এখন অশান্তি হয়েছে, তাই শান্তি কামনা । পুরো দুনিয়াতেই শান্তি চাই । একজনের শান্তিতে কিচ্ছু হবে না । একজন শান্তি পেলে কি গোটা দুনিয়ায় শান্তি হবে ? অশান্তি কে করেছে? বোঝানো হয় শান্তি ধাম, সুখধাম এবং এটা হল দুঃখধাম । সুখধামে খুব অল্প মানুষ ছিল । সেই সময় অন্য সব আত্মারা শান্তিধামে ছিল । তোমরা সেখানেই শান্তি পাবে । এখানে পাওয়া যাবে না । এখানে তো দুঃখ ধামই আছে । দুঃখে অশান্তি হয়। এটা তো কাউকে বোঝানো খুব সহজ । সুখ ও শান্তির অধিকার কেবল বাবা-ই দিতে পারেন । সত্য যুগে সুখ ও শান্তি দুই-ই আছে । এখানে আত্মা চায় মন শান্ত হোক । তো তোমরা তোমাদের আসল গৃহ পরমধামে যাও । কিন্তু পতিতরা তাও যেতে পারে না, তাই বাবা বোঝাচ্ছেন আমাকে স্মরণ করো, তাহলে শেষ সময়ে যেমন মতি তেমনই গতি হবে । বাবা এবং তাঁর অধিকারকে স্মরণ করো ।

কিন্তু মায়া এমনই জিনিস যা পবিত্র থাকতে দেয় না । দেখো, অবলাদের উপর কত অত্যাচার হয় । বিষ ছাড়া থাকতে পারে না । বাবার কাছে নানা রকম খবর আসে । সব থেকে বড় মহাশত্রু হল কাম । বাবা বলেন, বাচ্চারা বিষ ত্যাগ কর, মুখ কালিমালিপ্ত কোরো না । তা এরা বলে চেষ্টা করবো । এটা হল বিষ। আদি,মধ্য, অন্ত দুঃখ দেয় । কিন্তু কপালে নেই তাই শোনেই না । আত্মাদের, বাবা বসে বোঝান - আজ থেকে আর বিকার নয়, বাচ্চারা মুখ নিচু করে নেয় । আরে কাম হল মহা শত্রু । এটা মোটেই ভালো নয় । এটা হলো ভিসস (পাপের) ওয়ার্ল্ড, সকলেই পতিত । সত্য যুগে সকলেই নির্বিকারী । আচ্ছা !

মাতা-পিতা এবং বাপদাদার, কল্প বা পাঁচ হাজার বছর পর মিলিত হওয়া মিষ্টি -মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের সকলকে মাতা-পিতা পরমপিতা ও বাবার ভালোবাসা ও গুডমর্নিং। অলৌকিক বাবা অলৌকিক বাচ্চাদের জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সময় খুব অল্প, তাই পুরোপুরি ভাবে বাব সহযোগী হয়ে থাকতে হবে। বাব এবং তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণে রাখতে হবে এবং অন্যকেও স্মরণ করাতে হবে।

২) শেষ সময়ে যাতে একমাত্র বাবার স্মৃতিই থাকে তার জন্য মনের প্রীতি কেবল বাবার প্রতিই রাখতে হবে। বাবা ছাড়া যাতে আর কারো স্মৃতি মনে না আসে তার জন্য সাবধান থাকতে হবে।

বরদান :- রুহানী এক্সারসাইজের দ্বারা ওয়েট (বোঝা) কম করী সমান এবং সমীপ ভব

রুহানি এক্সারসাইজ অর্থাৎ এখনই নিরাকারী, পরেফ্রণেই ই অব্যক্ত ফারিস্তা,আবার সাকারী কর্মযোগী। এখনই আবার বিশ্ব সেবাধারী। এমন এক্সারসাইজ রোজ করলে ব্যর্থ বোঝা সমাপ্ত হয়ে যাবে। যখন বোঝা শেষ হয়ে যায় তখন প্রেমিকার (মাশুকের) মতন ডবল লাইট হলে জোড়ি দারুণ লাগবে। যদি প্রেমিক হালকা হয় এবং প্রেমিকা ভারী, তাহলে জোড়ি ভালো লাগে না। রুহানী প্রীতম তাঁর প্রিয়তমাদের বলছেন আমার মতন হও, সমীপ হও ।

স্লোগান :- নিজের জীবনরূপী পুষ্পস্তবক দ্বারা দিব্যতার সৌরভ ছড়িয়ে দেওয়াই গুণের প্রতিমূর্তি হওয়া।

দৃষ্টি - বৃত্তি পরিবর্তন করার যুক্তি

আজ বাপদাদা সকল পুরুষার্থীদের সংগঠনের দিকে দৃষ্টিপাত করছেন। 'পুরুষার্থী' এই শব্দেই সারা জ্ঞান অন্তর্লীন হয়ে আছে। পুরুষার্থী অর্থাৎ পুরুষ এবং রথী। কার রথী? কার পুরুষ? এই প্রকৃতির মালিক অর্থাৎ রথের রথী। এই একটা শব্দস্বরূপে স্থিত হলে কি হবে? সমস্ত দুর্বলতা তুমি সহজেই জয় করতে পারবে। পুরুষ প্রকৃতির অধিকারী, অধীন নয়। রথী রথের সারথি অর্থাৎ রথ চালায়, রথের অধীন হয়ে রথ চালায় না। অধিকারী সদা সর্বশক্তিমান বাবার সর্বশক্তির অধিকারী অর্থাৎ উত্তরাধিকারের অধিকারী বা দাবীদার। সর্বশক্তি বাবার প্রপাটি এবং সব বাচ্চাই প্রপাটির অধিকারী। এই সর্বশক্তির রাজ্যভাগ্য বাপদাদা তোমরা সব বাচ্চাদের তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকাররূপে দেন। জন্মানোর সাথে সাথে সকলকে সর্বশক্তির এই স্বরাজ্য, অধিকারী স্বরূপের স্মৃতির তিলক এবং বাবার স্নেহে মগ্ন হয়ে থাকা স্বরূপের হৃদয়-সিংহাসন দিয়েছেন। জন্ম হতেই বিশ্ব কল্যাণের সেবার মুকুট তোমাদের দেওয়া হয়েছিলো। সুতরাং সিংহাসনের জন্মসিদ্ধ অধিকার, তিলক, মুকুট এবং রাজ্য সবার প্রাপ্ত হয়েছে, তাই না! এইরকম চার প্রাপ্তির প্রাপ্তিস্বরূপ আত্মারা দুর্বল কি হতে পারে? এই চার প্রাপ্তি তোমরা কি সামলে রাখতে পারোনা? কখনো তিলক মুছে যায়, কখনো সিংহাসন থেকে নেমে যাও, তো কখনো রাজমুকুট পড়ার বদলে বোঝা বয়ে বেড়াও। ব্যর্থ, অপ্রয়োজনীয় জিনিসের ঝুড়ি বহন করো। তোমরা বলো স্বরাজ্য কিন্তু স্বয়ংই রাজার বদলে অধীন রাজা হয়ে যাও। এমন খেলা কেন খেল? যদি এমন খেলা ক্রমাগত খেলতে থাকে তো সদাকালের রাজ্যভাগ্যের অধিকারের আদি সংস্কার কবে অবিনাশী হবে? এমন খেলা খেলতে থাকলে তোমাদের প্রাপ্তি কিরকম হবে! যারা নিজের আদি সংস্কার অবিনাশী বানাতে অপারগ তারা আদিকালের রাজ্য অধিকারী কিভাবে হবে! যদি তোমাদের অনেককালের যোদ্ধার সংস্কারই থাকে অর্থাৎ যদি তোমরা তোমাদের সময় প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে করতে অতিবাহিত করো, আজ জয়ী তো কাল পরাজিত, এক মুহূর্তের জয় তো পর মুহূর্তে হার এবং যদি সদা জয়ী হওয়ার সংস্কার তোমাদের না থাকে তো তখন তোমাদের কি বলা হবে, ক্ষত্রিয় নাকি ব্রাহ্মণ? "ব্রাহ্মণ সো দেবতা" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যে সেই দেবতা হয়। ক্ষত্রিয়রা গিয়ে সেই ক্ষত্রিয়ই হবে। দেবতার লক্ষণ আর ক্ষত্রিয়ের লক্ষণে দেখ কত প্রভেদ! স্মৃতিচিহ্নরূপ ছবিতে একজনের তীরধনুক এবং অন্যজনের বাঁশি (মুরলি) দেখিয়েছে। যার মুরলি, তিনি মাস্টার মুরলিধর হয়ে বিকাররূপী সর্পকে বিষধর হওয়ার বদলে তিনি সমস্ত বিষ বার করে সর্পকে শয়্যায় পরিণত করেছিলেন। বিষধর সাপ আর সাপকে শয়্যায় রূপান্তরিত করার মধ্যে বিস্তর ফারাক! এমন পরিবর্তন কিভাবে করা হয়েছিলো? মুরলি দ্বারা। এইরকম পরিবর্তনকারীকেই বিজয়ী ব্রাহ্মণ বলা হয়ে থাকে। সুতরাং নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, আমি কে?

তোমরা সবাই নিজের নিজের দুর্বলতা সততার সাথে প্রকাশ করেছ। তোমরা সেই সততার মার্কস পেয়েই যাবে কিন্তু বাপদাদা দেখছিলেন যে এখনো পর্যন্ত যখন তোমাদের নিজের সংস্কারের পরিবর্তন করার শক্তি আসেনি, তখন বিশ্ব পরিবর্তক কবে হবে? এখন দৃষ্টি পরিবর্তন, বৃত্তি পরিবর্তন এইসব কবে নাগাদ অবিনাশী হবে? তোমরা সবাই দ্রষ্টা, তোমাদের দৃষ্টি দ্বারা সবকিছু লক্ষ্য করো। তাহলে তোমাদের দৃষ্টিকে কেন বিচলিত করো? তোমাদের দিব্য নেত্র দ্বারা সবকিছু দেখ নাকি চর্মচক্ষু দিয়ে দেখ? যখন তোমরা তোমাদের দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখ, তখন সদা স্বতঃই দিব্য স্বরূপই দেখতে পাবে।

চর্মচক্ষু দিয়ে শুধুই চামড়া দেখতে পাবে। চামড়ার দিকে দেখা আর চামড়া সম্বন্ধে ভাবা, এটা কার কাজ ? এটা কি ফরিস্তার কাজ ! সর্বাধিকারী ব্রাহ্মণের ? তবে

কি তোমরা ব্রাহ্মণ ? কে তোমরা ? সেই নাম কি বাবাকে বলতে হবে ?

সদাসর্বদা প্রত্যেক নারী শরীরধারী আত্মাকে শক্তিরূপ, জগৎ মাতা বা দেবীর রূপে দেখতে হবে। এর অর্থই হলো দিব্য নেত্র দ্বারা দেখা। হতে পারে সে কুমারী, মাতা, বোন, সেবাধারী নিমিত্ত শিক্ষিকা, কিন্তু সে কে ? শক্তির রূপ। ভাই বোনের সম্বন্ধেও কখনো কখনো বৃত্তি এবং দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে যায় এইজন্য সদা শক্তি রূপে শিবশক্তিকে দেখ। যদি কেউ আসুরিক বৃত্তির সাথে শক্তির সামনে আসে তো তার কি অবস্থা হয়, তা তোমরা জানো, ভাই না ! তিনি শুধু তোমাদের টিচার নন, শিবশক্তি। তোমাদের রুহানী ভগিনী। যেমনই হোক, এর থেকেও উপরে শিবশক্তিকে দেখ। তোমরা মা-বোনেরাও সদা নিজেদের শিবশক্তি স্বরূপে স্থিত থেকো। ভেবোনা, এই আমার বিশেষ ভাই বা আমার বিশেষ স্টুডেন্ট। বোনেরা শিবশক্তি আর তোমরা হলে মহাবীর। তোমরাই লঙ্কা দহন করবে, কিন্তু সর্বাগ্রে তোমাদের নিজেদের মধ্যের রাবণের বংশকে জ্বালাতে হবে। মহাবীরের কি বিশেষত্ব তারা দেখায় ? হৃদয়ে সদা কি দেখায় সে ? এক রাম, দ্বিতীয় কেউ নয়। এই ছবি তো তোমরা দেখেছ, ভাই না ! সুতরাং সব ভাই মহাবীর আর সব বোনেরা শক্তি। মহাবীরও রামের, শক্তিও শিবের। যখনই কোনো দেহধারীকে দেখ তো সদা মস্তকে আত্মার দিকে দেখ। কার সাথে কথা বলতে যাচ্ছ, আত্মার সাথে নাকি শরীরের সাথে ? ব্যবহারিক কার্য আত্মা করে নাকি শরীর ? সদা প্রতি মুহূর্তে শরীরে আত্মাকে দেখ। দৃষ্টি সর্বদা মস্তকমণির দিকে যাওয়া উচিত। তখন তাহলে কি হবে ? যখন আত্মা আত্মাকে দেখে, স্বতঃই সে আত্ম-অভিমানী হয়ে যায়। এটাই তো প্রথম পাঠ, ভাই না ! অল্ফের প্রথম পাঠই যদি পাকা না হয়, তবে 'বে কে বাদশাহী' অর্থাৎ বিশ্বের সাম্রাজ্য লাভ করবে কিভাবে ! শুধু একটা বিষয়ে সদা খেয়াল রাখো। তোমাদের যেটাই করতে হবে, শ্রেষ্ঠ করতে হবে এবং শ্রেষ্ঠ হতে হবে। সুতরাং সব বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্পকারী হও। যা কিছু সহন করতে হোক-না কেন বা মোকাবিলা, শ্রেষ্ঠ কর্ম বা শ্রেষ্ঠ পরিবর্তন করতেই হবে। পুরুষার্থী শব্দকে অবহেলায় ইউজ করোনা। আমি পুরুষার্থী, এই অভিমুখেই আমি চলছি, আমি যা পারি করছি, এটা তো আমাকে করতে হবে - এইসব অমনোযোগী হওয়ার ভাষা। সেই মুহূর্তে পুরুষার্থী শব্দের অর্থস্বরূপে স্থিত হয়ে যাও। প্রকৃতি তার মালিককে ছলনা করতে পারেনা। সবারকমের এই দুর্বলতা অমনোযোগী হওয়ার লক্ষণ। মহাবীর পাহাড়কেও হাতে নিয়ে এক সেকেন্ডে উড়ে যায় অর্থাৎ সে পাহাড়কেও জলের সমান হালকা বানিয়ে নেয়। ছোট ছোট পরিস্থিতি তো তুচ্ছ ব্যাপার ! এমন মহাবীরদের বলা হবে পিঁপড়ে দেখেও ঘাবড়ে যায় ? "কি করবো? না চাইতেও হয়ে যায়।" এইসব কি মহাবীরের বোল ? বোধবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো বলবে না, কি করবো চোর আসে।" তারা বারবার ছলনার শিকার হবেনা। অমনোযোগী যারা, তারা বারবার প্রবঞ্চিত হয়। সেফটির সাধন থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ কার্যে প্রয়োগ না করে তবে তাকে কি বলবে ? "আমি জানি এইরকম হওয়া উচিত নয়, তবুও এটা হয়ে যায়," এটা কি ধরণের সাবধানতা বলবে !

দৃঢ় সঙ্কল্পের রচনা করো। পরিবর্তন আমাকে করতেই হবে, কাল নয় আজই, আজ নয় এখনই। একেই বলা হয় মহাবীর হওয়া, রামের আঙ্গাকারী। আজ মিলনের দিন ছিল, কিন্তু তোমরা বাচ্চারা মেহনত করেছ, তোমাদের সেই মেহনতের ফলস্বরূপ বাবাকে রেসপন্স দিতেই হয়। কিন্তু তোমরা কি তোমাদের সমস্ত কমজোরি সাথে নিয়ে যাবে ? দিয়ে দেওয়া জিনিস আবার ফিরিয়ে তো নিতে পারবে না, ভাই না ! জবরদস্তি এসে গেলে, তবুও আসতে দিওনা। শত্রুকে কি আসতে দেওয়া যায় ? অ্যাটেনশন,

চেকিংএইগুলো ডবল লক, স্মরণ আর সেবা হলো দ্বিতীয় ডবল লক । এই সব লক তোমাদের সকলেরই আছে, তাই না ! অতএব, সর্বদা এই ডবল লকগুলো প্রয়োগ করো । বুঝেছ তোমরা ? এটা একদিকে লাগিওনা । অনেক আতিথেয়তা করা হয়েছে, কি স্থূলভাবে কি সূক্ষ্মভাবে ! তোমরা ডবল অতিথিসেবা লাভ করেছ । দিদি, দাদী এবং নিমিত্ত আত্মারা যেভাবে হৃদয় দিয়ে তোমাদের আতিথেয়তা করেছেন, সেইসবের রিটার্নে দিদি দাদিকে গ্যারান্টি দিতে হবে যে এখন থেকে আমরা সদা বিজয়ী থাকবো । শুধু মুখে বোলোনা, মন থেকে বোলো । তারপর একমাস বাদে এই ফটোতে দেখবো কি করছো ! যার কাছ থেকেই লুকাও না কেন বাবার থেকে তো লুকাতে পারবেনা । আচ্ছা !

যারা সদা দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা তাদের ভাবনা এবং তাদের কাজ সমান রাখে, সদা দিব্য নেত্র দ্বারা আত্মিক রূপকে দেখে, যার দিকেই তারা দেখুক, শুধু আত্মাই নজরে আসে, এমন অর্থস্বরূপ পুরুষার্থী আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ এবং নমস্কার ।

অব্যক্ত মহাবাক্য-

"বাবা সমান নিরাকার, নিরহঙ্কার এবং নির্বিকার হও"

ব্রহ্মাবাবার লাস্ট এই তিন শব্দ স্মরণে রাখো - নিরাকার নিরহঙ্কার এবং নিরাকার । সঙ্কল্পে সদা নিরাকার, সবার থেকে পৃথক এবং বাবার প্রিয়, বাণীতে সদা নিরহঙ্কার অর্থাৎ সদা রূহানী মাধুর্য, নির্মাণসম্পন্ন এবং কর্মে সমস্ত কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা নির্বিকার অর্থাৎ এমন হও যার পিওরিটির পার্সোনালিটি থাকবে । অভ্যাস করো - আমি নিরাকার আত্মা সাকার আধার দ্বারা বলছি । এমনকি সাকাররূপেও নিরাকার স্থিতিতে থাকতে হবে, একেই বলা হয়, সাকার রূপে নিরাকার হয়ে বলা এবং করা । মূল স্বরূপ নিরাকার, সাকার হলো আধার । এই ডবল স্মৃতি হলো নিরাকার এবং সাকারের শক্তিশালী স্থিতি । নিজের নিরাকার বাস্তবিক স্বরূপকে স্মৃতিতে যদি রাখো তবে সেই স্বরূপের মূল গুণ শক্তি স্বতঃই ইমার্জ হবে । সঙ্গমযুগে নিরাকার বাবা সমান কর্মভীত, নিরাকার স্থিতির অনুভব করতে পারলে, ভবিষ্যতের ২১ জন্ম ব্রহ্মাবাবা সমান সর্বগুণসম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকার শ্রেষ্ঠজীবনসম অনুভব করতে থাকবে ।

যে বালক সেই মালিক - এই স্মৃতি সদা নিরহঙ্কার, নিরাকার স্থিতির অনুভব করাতে থাকে । বালক হওয়া অর্থাৎ হদের জীবনের পরিবর্তন হওয়া । যখন ব্রাহ্মণ হয়েছিলে, তখন ব্রাহ্মণ-ভাব জীবনের প্রথম এবং সহজতম পাঠ পড়েছ- বাচ্চারা বলেছে, "বাবা" আর বাবা বলেছেন, "বাচ্চা অর্থাৎ বালক" । এই এক শব্দের পাঠ নলেজফুল বানায় ।

সেবায় নিমিত্ত ভাবই সেবার সফলতার আধার । নিরাকার নির্বিকার নিরহঙ্কার- এই তিন বিশেষত্ব নিমিত্ত ভাব থেকে স্বতঃই আসে । নিমিত্ত ভাব না থাকলে 'আমি' এবং 'আমার' এইরূপ অনেকরকম আমিষ সেবাতে শিথিলতা এনে দেয়, এইজন্য না 'আমি' না 'আমার' । একটাই ভাব স্মরণে রেখো, 'আমি নিমিত্ত' । একমাত্র নিমিত্ত হওয়া দ্বারা তুমি নিরাকার, নিরহঙ্কার, নম্রচিত্ত এবং নিঃসঙ্কল্প অবস্থায় থাকতে পারো । নিমিত্ত হওয়ায় যেমন নিরাকার, নিরহঙ্কার, নিঃসঙ্কল্প স্থিতি হয় তেমনই তোমরা যখন অনবরত "আমি" "আমি" বোলো, তখন দাঙ্কিতা, নিস্বেজতা, বিমর্ষতা এসে যায় । তারপর সেটার অস্তিম রেজাল্ট হয় যে চলতে চলতে তুমি বেঁচে থেকেও মরে যাও, এইজন্য এই মুখ্য শিক্ষাকে

সদাসর্বদা সাথে রাখো, আমি নিমিত্ত । নিমিত্ত হলে কোনরকম অহঙ্কারের উৎপত্তি হতে পারেনা । এমনকি তোমরা মতভেদের চক্রেও আসবে না ।

নিরাকার অবস্থায় যত থাকবে ততই নির্ভয় হবে কারণ ভয় দেহভাব থেকে আসে । নির্ভয় হওয়ার গুণ ধারণ করার জন্য নিরাকার হও । যত নিরাকার এবং নির্লিপ্ত স্থিতিতে থাকবে, যোগে ততো বিন্দুরূপ স্থিতির অনুভব করবে এবং চলতে ফিরতে অব্যক্ত স্থিতিতে থাকবে । যেমন তোমাদের ডিরেকশন অনুসারে স্থূল শরীরের হাত-পা নড়ে, তেমনই এক সেকেন্ডে সাকার থেকে নিরাকার অর্থাৎ নিজের মূল স্বরূপে স্থিত হওয়ার অভ্যাস করো তো অহংকার আসবে না । অহংকার অলঙ্কারহীন করে দেয় । যারা নিরহঙ্কার এবং নিরাকার স্থিতিতে থেকে সর্বালঙ্কার ধারণের স্থিতি অবলম্বন করে, তারা সকল আত্মাদের জন্য কল্যাণকারী হতে পারে এবং যারা সবার কল্যাণকারী হতে পারে তারাই বিশ্বের রাজ্য অধিকারী হয় ।

সাক্ষাৎকারমূর্ত তখনই হবে যখন আকারে থেকে নিরাকার অবস্থায় থাকবে । যেমন অনেক জন্ম দেহস্বরূপের স্মৃতি ন্যাচারাল থেকেছে, ঠিক তেমনই তোমাদের বহুকালের মূল স্বরূপের স্মৃতির অনুভবও প্রয়োজন । যখন প্রথম পাঠ কমপ্লিট হয়, তোমরা আত্ম-অভিমানী স্থিতিতে থাকো, তখন তোমরা সকল আত্মাদের সাক্ষাৎকার করানোর নিমিত্ত হবে । একটা লক্ষ্য হলো, নিরাকার সোল কন্সিয়াস (আত্ম-অভিমানী) হওয়া এবং দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো, নির্বিকার স্টেজ যাতে তোমাদের মন্সারও নির্বিকার ভাবের স্টেজ বানাতে হবে । যেমন সারাদিন যোগী এবং পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করো তেমন নির্বিকার এবং নিরাকার ভাবের লক্ষ্যও যদি সামনে থাকে তবে তোমাদের ফরিস্তা বা কর্মাভীত স্টেজ হয়ে যাবে এবং তারপর কোনো ইমপিওরিটি অর্থাৎ পাঁচ ত্বয়ের কোনো আকর্ষণ তোমাদের আকৃষ্ট করবে না । অবিলম্বে নিজেকে অর্ডার করো, তোমার সম্পূর্ণ নিরাকার, নিরহঙ্কার এবং নির্বিকার স্টেজে স্থিত হতে । 'আমার' 'তোমার' 'মান-সম্মান' এসবের যেন অংশমাত্রও না থাকে । যদি সামান্যতম অংশও থাকে, তাদের বংশের সব এসে যাবে । এইজন্য সঙ্কল্পেও যেন বিকারের কোনো অংশ না থাকে, একমাত্র তখনই এই তিন স্টেজ আসবে । তারপর সেই প্রভাবে উত্তরাধিকারী এবং প্রজা অবিলম্বে বেরিয়ে আসবে । কুইক সার্ভিস দেখা যাবে ।

এখন তোমাদের নিজেদের নিরাকার ঘরে যেতে হবে । সুতরাং যেমন দেশ তেমন বেশ তোমাকে বানাতে হবে । এইজন্য এখন তোমাদের বিশেষ পুরুষার্থ এটাই হওয়া উচিত যে ঘরে ফিরে যেতে হবে এবং সবাইকে নিয়ে যেতে হবে । এই স্মৃতি থেকে তোমরা সহজেই সর্ব সম্বন্ধ, সর্ব প্রকৃতির আকর্ষণের উর্ধ্বে যেতে পারবে অর্থাৎ নির্লিপ্ত সাক্ষী হয়ে যাবে । নির্লিপ্ত সাক্ষী হলে স্বতঃই বাবার সাথী এবং বাবা সমান হয়ে যাবে । মাঝে মাঝে সময় বার করে এই দেহভাব থেকে পৃথক অথচ প্রিয় হওয়া আত্মা স্বরূপে স্থিত থাকার অভ্যাস করো । যে কাজই করো, কাজ করাকালীনও এই অভ্যাস করো যে, আমি নিরাকার আত্মা, এই সাকার কর্মেন্দ্রিয়ের আধার দ্বারা কর্ম করাচ্ছি । নিরাকার স্থিতি হলো করাবনহার স্থিতি, সকল কর্মেন্দ্রিয় করনহার, আত্মা করাবনহার । সুতরাং, নিরাকার আত্ম-স্থিতি দ্বারা নিরাকার বাবা স্বতঃই স্মরণে আসবেন । সারাদিনে যতবার তোমরা 'আমি' শব্দ বলো তো স্মরণ করো, "আমি নিরাকার আত্মা সাকার শরীরে প্রবেশ করেছি । যখন তোমাদের নিরাকার স্থিতি তোমরা স্মরণ করবে, তখন নিজে থেকেই তোমরা নিরহঙ্কার হয়ে যাবে এবং তোমাদের দেহভাব নিঃশেষ হয়ে যাবে । আত্মা স্মরণে এলে নিরাকার স্থিতি মজবুত হয়ে যাবে । "নিরাকার, নিরহঙ্কার এবং নির্বিকার

ভব" বরদান, বরদাতা দ্বারা আগেই তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে । এখন এই বরদান অভ্যাসে রাখো । অর্থাৎ নিজেকে জ্ঞানের প্রতিমূর্তি, স্মরণের প্রতিমূর্তি এবং সাক্ষাৎকারের প্রতিমূর্তি বানাও । তোমাদের সামনে যে-ই আসুক, সে যেন মস্তকের ভিতরে মস্তকমণি দেখতে পায়, তোমাদের নয়নে যেন জ্বালা অর্থাৎ তীব্র শক্তি দেখে এবং মুখ থেকে বরদানের বোল বার হচ্ছে, শোনে । একমাত্র তখনই প্রত্যক্ষতা হবে ।

বরদানঃ- তোমার বাণী এবং মন্সা উভয়ের দ্বারা একসাথে সেবা করে সহজ সফলতামূর্ত ভব

বচনের সাথে সাথে সঙ্কল্প শক্তি দ্বারা সেবা করাই হলো পাওয়ারফুল অস্তিম সেবা । যখন মন্সা সেবা আর তোমার বাণীর সেবা দুইই কন্সাইন্ডরুপে হবে তখনই সহজ সফলতা হবে যা থেকে দ্বিগুণ রেজাল্ট বেরোবে । বাণী দ্বারা যারা সেবা করে তারা স্বল্পসংখ্যক কিন্তু বাকি যারা দেখাশোনা করে অন্য কার্যে থাকে তাদের মন্সা সেবা করা উচিত । এর থেকে বায়ুমন্ডল যোগযুক্ত হয় । সবাই যেন উপলব্ধি করে "আমাকে সেবা করতে হবে" আর তখন বাতাবরণও পাওয়ারফুল হবে, সেবাও ডবল হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- সদা একরস স্থিতির আসনে বিরাজমান থাকো তো অচল -অনড় থাকবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - পাঁচ বিকার রূপী রাবণের কারণেই এই সময় সকলেই সুখ সম্পত্তির জন্য দেউলিয়া,তোমরা এখন এই রাবণ রূপী শত্রুকে জয় করে জগৎজিত হতে চলেছো"

প্রশ্ন :- ডামার কোন রহস্যকে জানার কারণে বাচ্চারা তোমাদের চিন্তা অনেক উচ্চ থাকে ?

উত্তর :- তোমরা জানো যে এই নাটকের নিয়ম অনুসারে অটোমেটিক প্রভাব হতে থাকবে । তখন ভক্তদের ভিড় শুরু হয়ে যাবে, সেবা হতে পারবে না । ২) বাবার বাচ্চারা যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারা বেড়িয়ে আসবে তাই তোমাদের চিন্তাভাবনা অনেক উচ্চ থাকে যে কোথা থেকে কে বেড়িয়ে আসে যে বাচ্চা হয়ে বেহদের বাবার আশীর্বাদী বর্ষা গ্রহণ করে । তোমাদের এই খেয়াল থাকে না যে এমন কেউ যেন আসে যে টাকা দিতে পারে । কিন্তু তোমরা এই চিন্তাই করো যে শিব বাবা যা পড়াচ্ছেন তাতে যেন নিশ্চয়তা আসে আর তারা যেন বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা গ্রহণে তৎপর হয় ।

গীত :- মা - বাবার শুভ কামনা গ্রহণ করো

ওম শান্তি । সেবাকে সার্ভিসও বলা হয় । প্রথমে মাতা - পিতা সেবা করতেন । এখন দেখো, প্রত্যক্ষভাবে তো করছেন । এখন থেকেই সমস্ত কায়দাকানুন পরমপিতা পরমাত্মা এসেই স্থাপন করেন । তোমরা বাচ্চারা আসো, মাম্মা - বাবা বলে ডাকো, তো মাম্মা - বাবাও তোমাদের সেবা করেন । হদের মা - বাবাও বাচ্চাদের সেবা করেন । মা, বাবা, গুরু সবাই লৌকিক আর ইনি হলেন পারলৌকিক । লৌকিককে তো সবাই জানে, বরাবর বাবা জন্ম দেন । টিচার পড়ান অর্থাৎ শিক্ষা দেন । এরপর বাণপ্রস্থ অবস্থায় গুরু করা হয় । এইসব নিয়মকানুন কবে থেকে শুরু হয়েছে ? এখন থেকেই এইসব আরম্ভ হয় । এই সময়ই সত্গুরু আসেন, তিনি বোঝান আমিই তোমাদের বাবা, টিচার এবং সত্গুরুও আমি । তোমরা তো বাবার বাচ্চা হয়েছে । টিচার রূপে এনার থেকেই শিক্ষা পাচ্ছে । অন্তিম সময়ে সত্গুরু হয়ে তোমাদের সত্যথণ্ডে নিয়ে যাবে । তিনটি কাজই তিনি প্রত্যক্ষভাবে করেন । তোমরা বাচ্চারা মা - বাবা বলা, বাবাও তা স্বীকার করেন । এ তো তোমরা জানো সব বাচ্চারা একরকম সুপুত্র হতে পারবে না । এখানেও বেহদের বাবা বলেন - সমস্ত বাচ্চারা সুপুত্র নয় । এ তো তোমরাও জানো । এখন হলো রাবণ রাজ্য । এ কোনো বিদ্বান, পণ্ডিত আদি জানে না । যখন কেউ আসে তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত, তুমি কি চাও ? কেউ আবার শান্তি চায় তাই গুরু খুঁজতে থাকে । সত্যযুগে তো কেউ গুরু ইত্যাদি খুঁজবে না কারণ সেখানে কোনো দুঃখ নেই । সেখানে কোনো অপ্রাপ্ত বস্তুও নেই । এখানে তো কোনো না কোনো বস্তুর কামনা নিয়েই গুরুর কাছে যায় । কোথাও যদি শোনে যে কারোর মনোকামনা পূরণ হয়েছে তাহলে তার পিছনেই দৌড়তে থাকে । সন্ন্যাসীরা তো পবিত্র থাকে তাই তাদের মহিমার বৃদ্ধি হয় । অনেক শিষ্য হয় তাঁদের । বিবেকও এই কথা বলে যে যারা পবিত্র থাকবে, বাবাকে অবশ্যই তাদের মহিমা করাতে হবে । তোমরা পবিত্র হও, তখন তোমাদের কতো মহিমা হয় । তোমাদের দিয়ে মানুষের ২১ জন্মের কল্যাণ হয়ে যায় । ২১ জন্মের জন্য সর্ব মনোকামনার পূরণ হয়ে যায় । এও তোমরা জানো যে দুনিয়াতে কেউই জানে না যে পরমাত্মা কখন আসেন, জগদম্বা কে, যাঁর দ্বারা আমাদের সকল মনোকামনার পূরণ হয়ে যায় । এখন সকলেই ঘোর অন্ধকারে আছে । যথা রাজা রাণী তথা প্রজা প্রথমে এই অন্ধকার কম থাকে তারপর কলিযুগে

ঘোর অন্ধকার হয়। মায়ার রাজ্যকেই ঘোর অন্ধকার বলা হয়। বাবা বলেন ভারতের বড় থেকেও অতি বড় শত্রু হলো মায়া রূপী পাঁচ বিকার। তোমরা জানো যে এই মায়া রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলো, নিজের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিলো। বাবা আসেনই এই বড়র থেকেও বড় এই শত্রুর থেকে উদ্ধার করতে। এও কেউ জানে না যে ভারত যে এত সম্পদে পূর্ণ ছিলো, তাকে এমন কাঙ্গাল কে বানিয়েছে? এই রাবণই বড় শত্রু। এই রাবণের প্রবেশের কারণেই ভারতের এই হাল হয়েছে। এমন তো বলা হয়, তোমার মধ্যে ক্রোধের ভূত আছে। কিন্তু মানুষ বুঝতেই পারে না যে পাঁচ বিকারকে ভূত বলা হয়। এই ভূত বা রাবণই হলো সবথেকে বড় শত্রু। এমন নয় যে মুসলমান বা খৃষ্টানরা ভারতকে কাঙ্গাল বানিয়েছে। তা নয়, সবাইকে সুখ, সম্পত্তির দেউলিয়া রাবণ করেছে। এই কথা কেউই জানে না। এখন সন্ন্যাস ধর্মের ১৫০০ বছর হয়েছে। তাদের সংখ্যাই অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেতে পেতে এখন জর্জরিভূত অবস্থা হয়েছে। তোমাদের তো এখন সতোপ্রধান নতুন ঝাড়।

এখন তোমরা রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করছো। গীতায় রাবণের কোনো নাম নেই। ওরা আবার হিংসক যুদ্ধের নাম দিয়ে দিয়েছে। বাবা বলেন, তোমরা এই পাঁচ বিকার রূপী রাবণকে জয় করতে পারলেই জগতজিৎ হতে পারবে। অন্য সব ধর্মকেই ফিরে যেতে হবে কেননা সত্যযুগে থাকবে এক ধর্ম, এক রাজ্য। তাই যারা আগের কল্পে জন্ম নিয়েছিলো, যারা সূর্যবংশী হয়েছিলো, তারাই সতোপ্রধান এক নম্বর হয়ে রাজত্ব করবে। সত্যযুগে ছিলো এক ধর্ম। তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন তো অনেক বৃদ্ধি হয়ে গেছে। অন্য ধর্মেও যেমন অনেক প্রকারের বৃদ্ধি হয়ে গেছে। তেমন এখানে ব্রহ্ম সমাজী, আর্য সমাজী, সন্ন্যাসী ইত্যাদি কতো আছের এও এক আশ্চর্য। এ তো সবাই ভারতবাসী, সকলেই এই আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের। সৃষ্টিচক্রের ঝাড় ওপর থেকেই তো চলে আসে। ভারত হলো সত্যযুগ, যেখানে বাবা এসে দেবী - দেবতা ধর্মে ট্রান্সফার করেন। এ তো তোমরা জানো। প্রথমে সাত দিন ভাঙিতে রেখে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানাতে হয়। সন্ন্যাসীদের তো বৈরাগ্য আসে ফলে তাঁরা জঙ্গলে চলে যায়। তাঁদের পথই আলাদা। তাঁরা ঘর - বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়। তাঁদের কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, মনে তো সঙ্কল্প আসেই। কাম বিকার থেকে তো মুক্ত হয়েই যায় তারা। বাকি ক্রোধ আসে কিন্তু তাতেও সেই নম্বরের অনুপাতই থাকে। কেউ উত্তম, কেউ মধ্যম, কেউ কনিষ্ঠ, কেউ তো একদম নোংরাও হয়। সত্যযুগে যদিও সবাই সুখী, সবই থাকে সেখানের কিন্তু নম্বর অনুসারে পদ তো হয়। সূর্যবংশী রাজা - রানী, প্রজা, চন্দ্রবংশী রাজা - রানী, প্রজা উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ, সবধরনেরই তো থাকে। এ সব ধর্মেই হয়। তাই বাবা সব রহস্য বসে বুঝিয়ে বলেন। এই মার্গে অসুবিধা অনেক, সন্ন্যাস মার্গে এত অসুবিধা নেই। তাঁদের তো বৈরাগ্য আসে, সন্ন্যাস নেন, এতেই সব শেষ। কেউ কেউ আবার ফেল করে যায়। বাকি যারা পাকা হয়ে যায়, তাঁদের ফিরে আসা মুশকিল হয়। এখানে তো গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকা। বাবা বোঝান, বাহাদুর তারাই যারা দুজনে একত্রে থাকবে, মাঝে জ্ঞান - যোগের তলোয়ার থাকবে। এমন এক কাহিনীও আছে যে ঘড়া ভরে মাথার উপর রাখো কিন্তু তোমার অঙ্গ যেন আমার অঙ্গে না লাগে অর্থাৎ বিকারের ভাবনা যেন না থাকে। ওরা তো শরীর ভেবে নিয়েছে। সমস্ত কথাই হলো বিকারের অর্থাৎ গ্লান হওয়া যাবে না। কাম অগ্নিতে জ্বলবে না। লক্ষ্য যখন বড় তখন প্রাপ্তিও অনেক থাকে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে, তাঁদেরও কতো প্রাপ্তি হয়। বড় বড় মহামন্ডলেশ্বর হয়ে বসে আছে, বড় মহলে থাকে। অনেক মানুষ গিয়ে টাকা - পয়সা দেয়। চরণ ধুয়ে পান করে। তাঁদের অনেক মহিমা হয়। কিন্তু এক নম্বর মহিমা তো ঈশ্বরের। তিনিই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। সেখানে মায়ার কোনো নাম - নিশানা থাকে না। সন্ন্যাসীরাও এই কথা বুঝতে পারে না যে মায়াই হলো পাঁচ বিকার, তাঁরা কেবল

পবিত্র থাকে । ড্রামাতে তাঁদের এই পার্ট । তাঁদের হলো হঠযোগ সন্ন্যাস । তোমাদের হলো রাজযোগ সন্ন্যাস । তাঁরা তো রাজযোগ শেখাতে পারেন না । উনি হলেন শঙ্করাচার্য আর ইনি হলেন শিবাচার্য । তোমরাও এই পরিচয় দাও, আমাদের ভগবান এসে পড়ান । তিনি তো অবশ্যই স্বর্গের মালিক বানাবেন । নরকের মালিক তো তিনি বানাবেন না । তিনি তো স্বর্গেরই রচয়িতা । তাই গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকা -- এতেই যতো পরিশ্রম । কন্যাদের বিয়ে না করে থাকতে দেয় না । আগে বিকারের কারণে বিয়ে করতো । এখন সেই বিকারী বিয়ে বাতিল করে জ্ঞানের চিতায় বসে পবিত্র জোড়া হয় । তাই নিজেকে যাচাই করতে হয় যে, মায়া কোথাও চালিত করছে না তো ? মনে কোনো তুফান আসে না তো ? যদিও মনে সংকল্প আসে কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো বিকর্ম কখনো করো না । ভাই - বোন মনে করলে, জ্ঞান চিতায় থাকলে কাম - অগ্নি আসবে না । যদি এই আগুন লাগে তাহলে অধোগতি প্রাপ্ত হবে । এমনিতে তো সারা দুনিয়াই ভাই - বোন । কিন্তু যখন বাবা আসেন তখন আমরা তাঁর হয়ে যাই । এখন তোমরা প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মামুখ বংশাবলী, তোমাদের স্মরণও এখানেই । অধরকুমারীদের মন্দিরও তো আছে । যারা কাম চিতা থেকে জ্ঞানের চিতায় বসে -- তাদের অধরকুমারী বলা হয় । তোমরা সন্ন্যাসীদেরও বুঝিয়ে বলতে পারো । বাকি কাউকে নিয়ে ফালতু ব্যস্ত হয়ে না । জিজ্ঞাসু পাত্র হলে, তারা তো একা এসেই প্রেমের সঙ্গে বুঝবে । কেউ আবার হাসি - মজা করার জন্যও আসে তাই নাড়ি দেখে ওষুধ দেওয়া উচিত । বাবা বলেন, পাত্র বুঝে দান করা উচিত ।

আজকালকার দুনিয়া খুব খারাপ । সন্ন্যাসীরা তো কৌপীন ধারণ করে আলাদা থাকে । কিছু না কিছু খাওয়া থাকার ব্যবস্থা তারা পেয়েও যায় । মজার সাথে তারা খাওয়া দাওয়া করে আনন্দে থাকে । আজকাল তো তাদেরই প্রভাব । তোমাদের মধ্যেও যারা ভালো সেবা করে, তাদের মহিমায় অন্য আরো অনেকেরই মহিমা হয় । যে বাচ্চারা ভালো সার্ভিস করে, তাদের দেখে সকলে বলবে এদের মা - বাবাও এমনই । পরিশ্রম তো অবশ্যই করতে হবে । সন্ন্যাসীদের তো ঘরে বসেই বৈরাগ্য এসে যায় তখন তারা হরিদ্বার চলে যায় । সেখানে কোনো গুরুও করে নেয় । এখানকার নিয়মই আলাদা । এখানকার বর্ণনা অন্য কোথাও নেই । গীতাকেই মিথ্যা করে দিয়েছে । এই প্রথম কথারই যদি উল্লেখ হয় হয়ে যায় তবেই সমস্ত বিকেরা নামীদামী হয়ে যাবে । সবাই তোমাদের কাছে বলিহারি যাবে । প্রভাব তো বের হতেই হবে । এখন তো তোমাদের অনেককিছুর সামনা করতে হয় । প্রথমে তো ঘরেই শত্রু তৈরী হয় । এই ব্রহ্মা বাবারও তো কতো শত্রু ছিলো । কৃষ্ণের জন্যও তো বলা হয় -- গোপীরা তাঁর পিছনে দৌড়াতো । কতো কলঙ্ক তাঁর নামে লাগিয়ে দিয়েছে । এও নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে । ড্রামা অনুসারে অটোমেটিকলি প্রভাব বেরোতে থাকবে । তখন ভক্তদের ভিড় হতে থাকবে । কিন্তু ভিড়ে তো সার্ভিস হতে পারবে না । সন্ন্যাসীদের কাছে ভিড় হলে তাঁরা খুশী হয় । এখানে তোমরা জানো যে কোটির মধ্যে কয়েকজনই বের হবে । সন্ন্যাসীরা তো এই মনে করে এদের মধ্যে কেউ অনুগত হলে তারা অর্থ সাহায্য করবে । তোমাদের এই চিন্তা চলতে থাকে যে, এদের মধ্যে কেউ বাবার বাচ্চা হয়ে বাবার আশীর্বাদী বর্ষা গ্রহণ করুক । তাহলে এখানে কতো তফাত । তোমরা যখন ভাষন করো তা শুনে যে সব বাচ্চা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারা চলে আসবে । কেউ আর্থ সমাজ থেকে, কেউ বা অন্য কোথাও থেকে চলে আসবে । তাই যখন মানুষ জানতে পারে, আমাদের ধর্মের এরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের কাছে চলে গেছে, তখন তারা মনে করে তাদের নাক কাটা গেছে । এতে বোঝানোর মতো অনেক যুক্তি চাই । প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে । কেউ তা লিখেও দিতে পারে । বরাবর শিব বাবাই পড়ান, তবুও কেউ কেউ তেমন খুশী হয় না কেননা

তাদের নিশ্চয়তা থাকে না । যদিও কোনো বাচ্চা লিখেও তা জানায় । কিন্তু বাবা লিখে দেন --
তোমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা নেই । যদি তোমাদের নিশ্চয়তা থাকে যে আমাদের অতি প্রিয় বাবার
থেকে আশীর্বাদী বর্ষা পাচ্ছি তাহলে আর এক সেকেন্ডও অপেক্ষা করবে না । বিবেক বলে যে, যারা
গরীব তারা চট করে চলে আসবে । ধনী ব্যক্তি খুব অল্পই আসবে । সাধারণ মানুষ কিছু আসবে ।
যেই আসুক না কেন, বলবে এ হলো রাজযোগের পাঠশালা । যেমন ডাক্তারী যোগ ঠিক তেমন
রাজযোগ, যাতে রাজার রাজা হতে হবে । আমাদের এম অবজেক্ট হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়া ।
আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে বাপদাদার স্মরণ আর
ভালোবাসা । তারাই বাপদাদার মনে স্থান পেতে পারে যারা পুরুষার্থ করে অন্যদেরও নিজের সমান
করে তুলতে পারে । বাকি বাবা তো সকলকেই ভালোবাসবেন । আচ্ছা - রুহানী বাবার রুহানী
বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো বিকর্ম করবে না । জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারাই মনের তুফানের উপর
বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে ।

২) এমন সেবা করতে হবে যাতে মাতা-পিতার নাম উজ্জ্বল হয় । সবার শুভেচ্ছা পেতে থাকো ।

বরদান :- দিব্য বুদ্ধির বলের আধারে পরমাত্ম পরশের অনুভবে মাস্টার সর্বশক্তিমান হও

দিব্য বুদ্ধিকে বুদ্ধিবল বলা হয় । এই বুদ্ধিবলের দ্বারাই বাবার থেকে সর্বশক্তি ক্যাচ করে তোমরা
মাস্টার সর্বশক্তিমান হও । যেমন সাইন্স হলো বুদ্ধিবল কিন্তু তা হলো সাংসারিক বুদ্ধি, তাই তাই
তারা এই সংসারের প্রতি বা প্রকৃতির প্রতিই চিন্তা করতে পারে । তোমাদের কাছে আছে দিব্য বুদ্ধির
বল যা পরমাত্ম শক্তির প্রাপ্তি করায় । এই দিব্য বুদ্ধির দ্বারা প্রতি কর্মে পরমাত্মার পবিত্র পরশের
অনুভব করে সাফল্যের অনুভব করতে পারো । এই দিব্য বুদ্ধির বলেই মায়ার আঘাতকেও হারিয়ে
দিতে পারো ।

স্নোগান :- মাস্টার জ্ঞান সূর্য হয়ে সবাইকে জ্ঞানের লাইট আর মাইট দেয় যারা তারাই প্রকৃত
সেবাধারী ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা বাড়িতে বসে ভগবান পিতাকে পেয়েছ তাই তোমাদের অপার খুশীতে থাকতে হবে, বিকারের বশে বশীভূত হয়ে খুশীকে মনের ভিতরে চেপে রাখবেনা না"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে লাকি ও আনলাকি কাদের বলা হবে ?

উত্তর :- যারা অনেককে নিজ সম বানায়, সবাইকে সুখ দেয় তারা লাকি বাচ্চা আর যারা শুধু খায় ও ঘুমায় তারা হল আনলাকি। একে অপরকে দুঃখ দেয়। পুরুষার্থে ঘাটতি হলে আনলাকি হয়ে যায়।

প্রশ্ন:- যে বাচ্চাদের তৃতীয় নেত্রের অপারেশন সফল হয়, তাদের প্রমাণ কি ?

উত্তর :- তারা মায়ার ঝড়ে প্রভাবিত হবেনা , হোঁচট খাবেনা। তাদের দৈবী চলন হবে। ধারণাও উত্তম হবে ।

গান:- ত্যাগ কর আকাশ সিংহাসন

ওমশান্তি। শিব ভগবানুবাচ বা এমনও বলা যায় যে গীতার ভগবান শিব ভগবানুবাচ। গীতার নাম নেওয়া হয় কারণ গীতাকেই খন্ডন করা হয়েছে। এই কথাটির উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে যে গীতা শ্রীকৃষ্ণ সাকার দেবতা দ্বারা গায়ন করা হয়নি অর্থাৎ কৃষ্ণ রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেননি বা কৃষ্ণের দ্বারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়নি। কৃষ্ণকে নিরাকার ভগবান তো বলা হবেনা। কৃষ্ণের চিত্রই হল আলাদা। নিরাকারের রূপ আলাদা , উনি হলেন পরম আত্মা। ওঁনার কোনো দেহ নেই। গায়ন ক'রে ভগবান রূপ পরিবর্তন করে আসুন। তিনি কোনও পশুর রূপ তো ধারণ করবেন না। মানুষরা তো পশু-রূপও দিয়েছে। কচ্ছপ -মৎস্য অবতার , বরাহ অবতার ... কিন্তু ভগবান নিজে বলেন আমি এইসব রূপ ধারণ করিনা। আমায় তো নতুন সৃষ্টি রচনা করতে হয়। কৃষ্ণকে রচনা করার প্রয়োজন নেই। ব্রাহ্মণ কুলের রচনা করেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা ও কৃষ্ণের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। ব্রহ্মার মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা হয়। কৃষ্ণের মুখ দ্বারা দেবতা রচনা হয় -- এমনতো কোথাও লেখা নেই। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যার বুদ্ধিতে থাকবে যে নিরাকার পরমাত্মা সাকার দুনিয়ায় এসে আত্মাদের জ্ঞান প্রদান করেছেন। জ্ঞান প্রাপ্তকারী রা হল আত্মা এবং প্রদান কারীও হলেন আত্মা। এখন অর্ধকল্প ধরে বিভিন্ন রূপ ধরে মাতা পিতা , গুরু গোঁসাই ইত্যাদি রূপ ধারণ করে সব দেহধারীরা একে অপরকে কিছু কিছু মতামত প্রদান করেছে। এখন এইসময় স্বমেব মাতা চ পিতা ... বলে বোঝানো হচ্ছে। এই মহিমা গায়ন হল একজনের। বাবা বলেন তোমাদের যে লৌকিক মাতা পিতা, বন্ধু, গুরু, গোঁসাই আছে, সবার মতামত ত্যাগ করো। আমি-ই এসে তোমাদের পিতা, টিচার, গুরু, বন্ধু ইত্যাদি সম্বন্ধে যুক্ত হই। আমার মতে সবার মতামত নিহিত আছে তাই একমাত্র আমার মতানুসারে চলাটাই ভাল। পরম পিতা পরমাত্মা এখনই এসে মতামত দেবেন তাইনা। ইনি হলেন পরম আত্মা তোমরা হলে আত্মা তোমাদের মতামত দেন এবং তারা সব মনুষ্য মত দিয়ে থাকেন। বাস্তবে তারাও আত্মা অর্গান দ্বারা মতামত প্রদান করে কিন্তু মানুষ নামরূপে ফেঁসে থাকার জন্যে এই রহস্য টি জানেনা। যেমন বলে দেয় বুদ্ধ পার

নির্বাণ গেছেন। এবারে বুদ্ধ নাম হল শরীরের। সেই শরীরটি কোথাও যায়না বা বলে যে অমুক বৈকুণ্ঠে গেছে, তারা নাম নেবে শরীরের। এমন বলবেনা যে শরীর ত্যাগ করে তাঁর আত্মা গেছে। এমন করে কেউ যায়ই না। তোমরা বুঝতে পারো আত্মাকেই স্বর্গে যেতে হয়। আত্মা স্বর্গ থেকে এখানে আসেনা, আসে সবাই পরম ধাম থেকে। এই জ্ঞান বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধি তে আছে। তোমরা জানো এই সৃষ্টিতে সর্ব প্রথমে দেবী দেবতাদের আত্মারা ছিল, যারা সত্যযুগে পাট প্লে করেছে। তোমাদের বুদ্ধিতে আত্মা পরমাত্মার সম্পূর্ণ পরিচয় আছে। যদিও তোমরা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাও, দেহ অভিমানে এসে যাও, যথার্থ ভাবে কারো দ্বারা-ই পরিশ্রম হয়না। মায়া এমন যে পুরুষার্থ করতে দেয়না। নিজে অলস হলে মায়া আরও অলস বানিয়ে দেয়। বিশ্বের মালিক নিজে বসে পড়াচ্ছেন, যাতে মাতা পিতা, বন্ধু- সখা, গুরু ইত্যাদি সব সম্বন্ধের শক্তি এসে যায়। এই মহিমা হল একমাত্র নিরাকার পরমাত্মার, কিন্তু মানুষ বোঝেনা। লক্ষ্মী নারায়ণ ইত্যাদি সবার সামনে গিয়ে মহিমা গায়ন করে।

তোমরা জানো আমরা আত্মারা ৮৪ জন্মের চক্র লাগিয়ে আসি। এবারে এই হল অন্তিম জন্ম। এই কথাটি ক্ষণে ক্ষণে বুদ্ধিতে স্মরণ থাকা উচিত। এই জ্ঞান হল খুবই আনন্দদায়ক। এমন বেহদের পিতা স্বয়ং তোমাদের সঙ্গে মিলিত হন অন্যদের সঙ্গে নয়। বিবেক বলে -- যারা পরম পিতা পরমাত্মার সন্তান হয় তাদের খুশীর কোনও সীমা থাকা উচিত নয়। কিন্তু লোভ মোহ ইত্যাদি বিকার উৎপন্ন হলে খুশী চাপা পড়ে যায়। এই বিকার গুলি সম্পূর্ণ দুনিয়ার খুশীকে চাপা দিয়েছে। তোমরা তো বাড়িতে বসে পিতাকে পেয়েছ। ভারতে এসেছেন। ভারতবাসীদের ভারত হল নিবাস স্থান তাইনা। কিন্তু সবাই আসবে তো একই ঘরে তাইনা। এমন তো নয় ঘরে ঘরে আসবেন। তাহলেতো সর্বব্যাপী হয়ে যাবেন। তিনি আসবেন এবং নিশ্চয়ই এসে পতিতদের পবিত্র করবেন। দুনিয়া ভাবে কৃষ্ণ আসবেন। কিন্তু তোমরা জানো পরম পিতা পরমাত্মা এসেছেন, যিনি হলেন পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর, আসলে ওঁনার নাম হল রুদ্র। এই হল সবচেয়ে বড় ভুল। যখন এই কথাটি বুঝবে যে তিনি হলেন বেহদের পিতা সম্পূর্ণ সৃষ্টির রচয়িতা তখন খুশীর পারদ উর্ধে থাকবে। এমন পিতার কাছে নিশ্চয়ই বর্ষা প্রাপ্ত হবে। কৃষ্ণের কাছে বর্ষা প্রাপ্ত হবেনা। এইসব কথায় কারো বুদ্ধি যায়না। দুনিয়া তো হল সম্পূর্ণ শুদ্ধ সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণও আছে শুধুমাত্র বলার জন্যে। তোমরা ব্রাহ্মণরা যখন বিচার সাগর মন্ডন কর তখন অন্যদেরও পরিচয় দিতে পারো। কৃষ্ণকে তো সবাই চেনে। শুধু কেউ বলে রাধে কৃষ্ণ স্বর্গে থাকে, কেউ বলে দ্বাপরে, এইভাবেই বিভ্রান্ত সৃষ্টি করেছে। ঈশ্বর তো হলেন জ্ঞানের সাগর। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়, তোমাদের বুদ্ধিতেই জ্ঞান ধারণ হবে। অসুরী সম্প্রদায় কি জ্ঞান লাভ করবে? যদিও গায়ন করে পতিত পাবন ... কিন্তু নিজেকে পতিত ভাবেনা। স্বর্গকে তো একেবারেই জানেনা। শুধু নাম মাত্র বলে দেয়, এও বোঝেনা যে দেবতারা স্বর্গে বাস করেন। তোমরা যখন বোঝাও তখন তাদের চোখ খোলে। মায়া চোখ বন্ধ করে দিয়েছে। প্রাচীন ভারত স্বর্গ ছিল। লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল সেসব জানেনা। আমরাও জানতাম না। এই কথাতো বোঝা যায় যে অন্য ধর্ম পরে এসেছে। দেবতাদের সময়ে এই ধর্ম ছিলনা। অর্থাৎ সেখানে অবশ্যই সুখ-ই থাকবে। বাবা বাচ্চাদের রচনা করেন সুখের জন্য। এমন নয় সুখ দুঃখ দুই দেন। লৌকিক পিতাও সন্তান চায় ধন সম্পত্তি প্রদান করার জন্যে, দুঃখ দেওয়ার জন্যে নয়। এখন এইসব আমরা বোঝাই যে দ্বাপর থেকে লৌকিক পিতা দুঃখ দিয়ে এসেছেন। সত্যযুগ ত্রেতায় দুঃখ দেয়না। এখানে মাতা পিতা খুব ভালোবাসে কিন্তু তাদের কাম কাটারীর তলায় রেখে দেয়। তখন দুঃখ আরম্ভ হয়। সত্যযুগে এমন হয়না। সেখানে দুঃখের কথা

নেই। এইসব বাবা বসে বোঝাচ্ছেন।তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী বুঝতে পারে। তোমাদের এই জ্ঞান যোগের দ্বারা অপারেশন হচ্ছে। কিন্তু কারো সফল হয় , কারো হয়না। যেমন চোখের অপারেশন হয় তো কারো সফল হয় , কারো একটু খারাপ হয় , কারো চোখ একেবারে খারাপ হয়ে যায়। তোমরাও এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত কর। ফলে বুদ্ধি রূপী নেত্র খুলে যায় তখনই ভালো ভাবে পুরুষার্থ করা শুরু করে। কারো পুরো খোলেনা , ধারণা হয়না , দৈবী চলনও থাকেনা। মায়ার ঝড়ের আঘাতে বারবার নীচে পড়ে যায়। এক দিকে ২১ জন্মের সুখ দাতা ওস্তাদ , অন্য দিকে দুঃখ দাতা রাবণ। তাকেও ওস্তাদ বলা হবে। বাবা বলেন আমি তো কাউকে দুঃখ প্রদান করিনা। আমি তো সুখ দাতা নামে বিখ্যাত। সত্যযুগ ত্রেতায় সবাই সুখী হয় , সুখ দাতা কেউ অন্যজন। এই কথা তো কেউ জানেনা যে রাবণ রাজত্ব কবে আরম্ভ হয়। অর্ধকল্প রামরাজ্য, অর্ধকল্প রাবণ রাজ্য। এই হল রাম রাজ্য ও রাবণ রাজ্যের কাহিনী। কিন্তু এই কথাটিও কারো বুদ্ধিতে মুশকিলে টেকে। কেউ কেউ খুবই জর্জরিত অবস্থায় আছে যার বুদ্ধিতে কিছুই ঢোকেনা। মানুষ যত পড়াশোনা করে তত ম্যানার্স যুক্ত হতে থাকে। প্রভুত্ব থাকে। আমাদের আবার গুপ্ত প্রভুত্ব রয়েছে। আন্তরিক নারায়ণী নেশা থাকলে বর্ণনা করবে , অন্যদের বোঝাবে। এই পড়াশোনা তো রাজার রাজা করে দেবে। কংগ্রেসী জন রাজার নাম শুনে রেগে যায় কারণ পরবর্তী কালের রাজারা আমোদ প্রমোদ বিলাসী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই কথাটি ভুলে যায় যে আদি সনাতন দেবী দেবতার রাজা রানী ছিলেন। এখন তোমরা আবার বাবার কাছে শক্তি নিয়ে ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত কর। এই সত্যনারায়ণের কাহিনী তো বিখ্যাত। কিন্তু বিদ্বান আচার্য কিছুই জানেনা। গীতার কত আড়ম্বর তৈরি করেছে। লক্ষ জন শোনে কিন্তু বুঝতে কেউ পারেনা । এবারে এই বিচার গুলি কে জাগ্রত করবে। এই হল বাম্বারা তোমাদের কাজ। কিন্তু খুব কম বাম্বারাই আছে যারা অন্যদের জাগিয়ে তোলে , যে যত নিজ সম পরিণত করবে ততই উঁচু পদ লাভ করবে। বাবা বলেন অতীতকে অতীত দেখো। ড্রামায় এমন ছিল। আগামীকালের জন্যে পুরুষার্থ কর। নিজের চার্ট দেখ -- এত সময়ে কতখানি ধারণা হয়েছে ? কেউ ২৫-৩০ বছর ধরে আছে। কেউ একমাসেরকেউ ৭ দিনের বাম্বাও আছে। কিন্তু ১৫-২০ বছর বয়সী বাম্বাদের চেয়ে বেশি ধারণা করেছে। আশ্চর্য কিনা। বলবে মায় প্রবল অথবা বলবে ড্রামায় রয়েছে। কিন্তু ড্রামায় আছে বললে পুরুষার্থ কম হয়ে যায়। ভাবে আমাদের ভাগ্যে নেই।

তোমরা সবাই হলে লাকি স্টার। তোমাদের তুলনা নক্ষত্রের সঙ্গে করা হয়। তোমরা হলে সৃষ্টির নক্ষত্র। তারা শুধু আলো দেয়। তোমরা তো মানুষদের জাগাও , দুঃখীদের সুখী করার সেবা কর। মানুষ এই তারা মন্ডল কে নক্ষত্র দেবতা বলে , প্রকৃত দেবতা তো তোমরা হও। ঐ তারা মন্ডলকে দেবতা বলে কেননা তারা আকাশের উপরে অবস্থিত । কিন্তু দেবতার কেউ উপরে থাকেননা। থাকেন তো এই সৃষ্টিতে কিন্তু অবশ্যই মানুষের চেয়ে উঁচুতে থাকেন। সবাইকে সুখ প্রদান করেন, যারা একে অপরকে দুঃখ দেয় তাদের লাকি স্টার বলা হবেনা। লাকি ও আনলাকি এই সময়েই হয়। যারা নিজ সম পরিণত করে তারা লাকি। যারা শুধু খায় আর ঘুমায় তারা হয় আনলাকি। স্কুলেও তো এমনই হয়। এইটিও হল পড়াশোনা। বুদ্ধির সাহায্যে কাজ করতে হবে । রাধে কৃষ্ণকে ১৬ কলা লাকি বলা হবে। রাম-সীতা দুই কলা কম হয়ে যায়। ফেল হয়। সবচেয়ে নম্বর ওয়ান লাকি হয় লক্ষ্মী নারায়ণ। তাঁরা এই পড়াশোনার দ্বারা এমন রূপ প্রাপ্ত করেন। পুরুষার্থে ঘাটতি হলে আনলাকি হয়ে যায়। তোমাদের তো স্বয়ং বাবা পড়ান। তোমরা স্টুডেন্টরাই হলে গোপ-গোপীকা। বাস্তবে এই শব্দটি সত্যযুগ থেকে আরম্ভ হয়। সেখানে প্রিন্স প্রিন্সেস রা খেলা করে তাই প্রিয় নাম

গোপ গোপীকা রাখা হয়। কৃষ্ণের সঙ্গে দেখানো হয়। বয়স বাড়লে গোপ গোপীকা বলা হয়না। হবে তো সবাই প্রিন্স। কোনো দাস দাসী বা বাইরের গ্রাম বাসীদের সঙ্গে তো খেলা করবেনা। মহলে বাইরের জন আসতে পারবেনা। কৃষ্ণ বাইরে যমুনা তীরে যান না। নিজের মহলে ভিতরেই খেলা করেন। ভাগবতে অনেক উল্টো কথা লেখা আছে। মাটির হাঁড়ি ভাঙার গল্প ইত্যাদি হয় না কিছুই। সেখানে তো খুব নিয়ম কায়দা থাকে। তাই বাবা বোঝান , বলেন শ্রীমৎ অনুসারে চল। এই সময়ে তোমরা সুখ প্রাপ্ত কর। ওঁনার কতই না মহিমা গায়ন আছে। সবার দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করেন। বলেন মামেকম স্মরণ কর। বাবা এসে না পড়ালে আমরা কি পড়তে পারতাম ? না। ইনি হলেন অতি প্রিয় বাবা। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মত দেন -- মন্মনাভব। আমারে স্মরণ কর। স্বর্গকে স্মরণ কর , চক্রকে স্মরণ কর । এর মধ্যেই সম্পূর্ণ জ্ঞান নিহিত আছে। তারা তো কেবল বিষ্ণুকে স্ব দর্শন চক্র হাতে দেখায় , কিন্তু তার অর্থ জানেনা। আমরা এখন জানি যে শঙ্খ হল জ্ঞানের প্রতিরূপ , যা নিরাকার বাবা প্রদান করেন। বিষ্ণু থোড়াই দেবেন। এবং প্রদান করেন মানুষদের। যারা পুনরায় দেবতা অথবা বিষ্ণু স্বরূপে পরিণত হন। কত মিষ্টি এই জ্ঞান। তাই কত খুশীর অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ স্ব দর্শন চক্রধারী বাচ্চাদের স্নেহপূর্ণ স্মরণ । কিন্তু বাচ্চারা স্ব দর্শন চক্র চালায় খুব কম। কেউ তো একেবারেই চালায়না। বাবা তো রোজ বলেন স্ব দর্শন চক্রধারী বাচ্চারা ... এইরূপ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা -- মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদেরকে রুহানী বাবার নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) এক পিতার মতামতে পিতা, শিক্ষক, গুরু, বন্ধু সকলের মতামত নিহিত আছে, তাই ওঁনার মতানুসারে চলতে হবে। মনুষ্য মতে নয়।

২) অতীতকে অতীত করে পুরুষার্থে এগিয়ে যেতে হবে। ড্রামা বলে থামলে চলবে না । নিজ সম পরিণত করার সেবা করতে হবে।

বরদান :- অ্যাটেনশন এবং অভ্যাসের নিজস্ব সংস্কার দ্বারা স্ব এবং সর্বের সেবায় সফলতা মূর্ত হও।

ব্যাখা: ব্রাহ্মণ আত্মাদের নিজস্ব সংস্কার হল "অ্যাটেনশন এবং অভ্যাস" তাই কখনও অ্যাটেনশনের টেনশন করবে না । সদা স্ব - সেবা এবং অন্যের সেবা একসাথে করো। যে স্ব-সেবা ত্যাগ করে অন্যের সেবায় ব্যস্ত থাকে তারা সফল হয় না, তাই দুইয়ের ব্যালান্স রেখে এগিয়ে যাও। দুর্বল হয়ে না । অনেক বার নিমিত্ত রূপে বিজয়ী আত্মা তোমরা, যে বিজয়ী আত্মা তার কাছে কোনো পরিশ্রমও নেই, মুশকিলও নেই।

স্লোগান - জ্ঞানযুক্ত দয়ালু হও তাহলে দুর্বলতার প্রতি মন থেকে বৈরাগ্য ভাব আসবে।

“মিষ্টি বাচ্চারা – তোমাদেরকে ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকতে হবে। মতের বিরোধিতা করা উচিত নয়।
কোনো খারাপ অভ্যাস থাকলে, সেটা ত্যাগ কর, কাউকে দুঃখ দিও না।”

প্রশ্ন:- জন্ম-জন্মান্তরের জন্য উঁচু পদ পাওয়ার জন্য নিজের ওপরে কোন করুণা অবশ্যই করতে হবে?

উত্তর:- নিজেকে অন্তর থেকে চেক করে যা কিছু খারাপ অভ্যাস রয়েছে, ক্রোধ ইত্যাদি বিকার রয়েছে, সেগুলোকে বের করে দেওয়া, ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকা, কেবল একজনের শ্রীমৎ অনুসারে চলা, মতের বিরোধিতা না করা, কোনো প্রকারের খারাপ কথাবার্তা না শোনা, না অন্যকে শোনানো – নিজের প্রতি এইসব করুণা করতে হবে। এর দ্বারাই জন্ম-জন্মান্তরের জন্য উঁচু পদের প্রাপ্তি হয়ে যায়। যে নিজের ওপরে দয়া করে না, সে ২১ জন্মের সুখের ওপরে রেখা টেনে দেয়।

গীত:- ওম্ নমো শিবায়...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা শিববাবার মহিমা শুনল। কারা এইরকম মহিমা করে এবং কারা এর অর্থ জানে? কেবল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অর্থাৎ নুতন মনুষ্য সৃষ্টির সম্প্রদায় যাদেরকে পরমপিতা পরমাত্মা আপন করেছেন অর্থাৎ জন্ম দিয়েছেন, তারাই এর অর্থ জানে। কারণ প্রথমে তারাই এই সৃষ্টিতে ব্রহ্মার দ্বারা জন্ম নেয়। যেমন তোমরা প্রথমে পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা জন্ম নিয়েছ। সুতরাং তিনি হলেন সকলের সহায়, সমগ্র দুনিয়ার সহায়। সকল দুঃখ তিনি দূর করেন। মনুষ্য খুব দুঃখী হয়ে গেছে। কারণ এটা হল কলিযুগের অন্তিম সময়। তাই এই সময়ে তিনি সকলকে সহায়তা প্রদান করেন। কিন্তু সাধারণ এবং বিশেষ বলে দুটো শব্দ রয়েছে। এই বিশেষত্ব ভারতের এবং তার মধ্যেও আবার বিশেষ করে যারা অনেক জন্মের অন্তিমে এসে মিলিত হয় অর্থাৎ যারা প্রথমে প্রথমে সৃষ্টিতে আসে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে তিনি কিভাবে এসে সকলের সহায় হন। ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু ভগবানকে তারা জানে না। যেহেতু ভগবানকে জানে না, তাই ভগবান যে নুতন ব্রাহ্মণ মুখ বংশাবলী রচনা করেন তাদেরকেও জানে না। পরমপিতা পরমাত্মা এসে যে প্রথমে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের রচনা করেন, সেটা কেউই জানে না। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম তো সত্যযুগে আছে। কিন্তু সপ্তমযুগকে ভুলে গেছে কারণ গীতার ভগবানকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। সত্যযুগের আদি এবং কলিযুগের অন্তিমের সপ্তমের কথা কেউই জানে না। গীতার ভগবানকেও জানে না। গীতা তো হল সকল শাস্ত্রের মাতা পিতা। এমন নয় যে কেবল ভারতের শাস্ত্র সমূহের মাতা পিতা। সারা দুনিয়াতে যত বড় বড় শাস্ত্র আছে, তাদের সবার মাতা পিতা। ভগবানুবাচ – আমি তোমাকে পুনরায় সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছি যেটাকে গীতা নাম দিয়ে দিয়েছে। তাই নিজেকেও বলতে হয় যে আমরা নুতন গীতা শুনছি। পুরাতন গীতা তো খন্ডন করা হয়েছে। ভগবান এখানে বসে তার মুখ কমলের দ্বারা স্বয়ং এটা শোনাচ্ছেন। তোমাদের বুদ্ধিতে পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার স্মরণ আসে। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা, সকলের সহায়। কৃষ্ণকেও সকলের সহায় বলা যাবে না। ভগবান, অর্থাৎ এই সৃষ্টির রচয়িতা তো একজনই। কৃষ্ণ নিজেই হল তাঁর রচনা, বাগানের ফার্স্টক্লাস ফুল। পরমপিতা পরমাত্মাকে বাগানের মালিকও বলা হয়, আবার মাঝিও বলা হয়। মানুষ তো বুঝতে পারবে না যে তিনি কিভাবে মাঝি হন? কারণ তিনি এই অসার সংসার থেকে নিয়ে গিয়ে নুতন দুনিয়াতে পাঠিয়ে

দেন। এখানেই ফুলের বাগান তৈরি করেন। যেসকল বাচ্চারা ভক্ত হয়ে গেছে, তারা আসলে ভগবানের সন্তান ছিল। তাদেরকে মায়া দুঃখী বানিয়ে দিয়েছে। ভগবান তো কেবল একজন। তিনি অবশ্যই সকল ভক্তদেরকে সুখ দেবেন। কেউ যদি কাউকে সুখী করে, তাহলে তাকে স্মরণ করে। স্ত্রী স্বামীকে, অথবা বাচ্চা বাবাকে কিংবা বন্ধু বন্ধুকে স্মরণ করে। নিশ্চয়ই তিনি সুখ দিয়েছিলেন। ভাইয়ের থেকেও বন্ধু প্রিয় হয়, কারণ সে সুখ দেয়। সুতরাং, যে সুখ দেয় তাকেই স্মরণ করা হয়। এখন সমগ্র সৃষ্টির মানুষ ভক্ত হয়ে গেছে। মানুষেরই ৮৪ জন্মের গায়ন আছে। কুকুর বিড়ালের ক্ষেত্রে ৮৪ জন্ম বলা যাবে না। গায়ন আছে - আত্মা পরমাত্মা অনেক দিন আলাদা থেকেছে... এখন মিলন হচ্ছে। পরমপিতা পরমাত্মা সকল বাচ্চাদের মধ্যে আসেন, সভা অনুষ্ঠিত হয়। একটা হয় সুখের সভা, আরেকটা হয় দুঃখের সভা। সত্যযুগে সুখের সভা হয়। এখানে তো দুঃখের সভা আছে। কেউ মারা গেলে দুঃখের সভা হয়। আবার কোনো বড় ব্যক্তি মারা গেলে শোক প্রকাশের জন্য পতাকা নীচে করে দেয়। তাই এটা হল দুঃখের সভা। ভক্ত অনেক দুঃখী হয়ে গেলে ভগবানকে স্মরণ করে। কিন্তু তাকে একেবারেই জানে না। মুখে বলে যে তিনি জন্ম দিয়েছেন। কোনোদিনও তাঁকে জানবে না জানবে না? শেষে গাইতে থাকে ভগবান তোমার লীলা অপরমঅপার। মহিমা গাওয়া হয়েছে। তোমরা জানো যে বাবা না হলে সৃষ্টি চক্রের রহস্য কে বোঝাত? কে আমাদের চক্রবর্তী বানাত?

তোমরা এখন সঙ্গমে চিরকালের জন্য দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়াস করছ। সঙ্গম যুগ বেশি বড় নয়। এটা হল আমাদের নতুন জন্ম। এটা হল ছোট একটা যুগ - আমাদের পুরুষার্থের জন্য। তুলনায় পরীক্ষা অনেক বড়। এর সাবজেক্টও সকল পরীক্ষার থেকে একেবারেই আলাদা। পাঁচ বিকারের উপরে বিজয় লাভ করতে হবে। অনেকেই বলে পবিত্র থাকা তো একেবারে অসম্ভব। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে মায়াকে পরাস্ত করা খুব কঠিন। মনে করে এমন ওস্তাদ লোক তো পাওয়া যাবে না। সন্ন্যাসীরাও বাড়ি ঘর ত্যাগ না করলে পবিত্র থাকতে পারে না। তো বাবা এই মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করবার যুক্তি বলে দেন। যেমন কল্প পূর্বেও শিখিয়েছিলেন। বাবা যখন শেখান, তখন তুমি ভক্ত থেকে জ্ঞানী হয়ে ওঠো। একেই ভারতের প্রাচীন জ্ঞান এবং রাজযোগ বলা হয়। একে দুনিয়ার কেউই জানে না। বাবা তোমাদের বোঝান যে এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় আর এই দেবতা ধর্মও লুপ্ত হয়ে যায়। ড্রামাতে এমনই রয়েছে। যখন প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, সৃষ্টি দুঃখী হয়ে যায়, তখনই তো ভগবান এসে পুনরায় স্থাপনা করেন। এটাও কারো জানা নেই যে কলিযুগের আয়ু কখন শেষ হয়। তোমরাই বাবাকে এবং এই ড্রামার আদি মধ্য অন্তকে জানো। দেখতেও কত সাধারণ তোমরা - কুস্কা, অহল্যারা আছে। কিন্তু নলেজ কত উঁচু। নিজের পুরো ৮৪ জন্মের চক্রকে তোমরা জানো। একটুও যদি কেউ স্মরণ করে তাও ভালো। কিন্তু কেউ প্রশ্ন করবে আর উত্তর যদি দিতে না পারো, তবে বলবে যে আমরা এখন পড়ছি। এতে যে খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির, সে-ই ভালো ভাবে বোঝাতে পারবে। এতে অহংকার থাকা উচিত নয়। বলে দেওয়া উচিত - আমাদের বড় দিদি খুব ভালো বোঝাতে পারেন। আপনি একটু সময় বের করে আসুন, উনি আপনাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলবেন। মনে করো কেউ এমন প্রশ্ন করল তো বুদ্ধিমান বোন বা ভাই-ও উত্তর দিতে পারল না, তখন বলতে হবে আমরা পড়ছি। শেষ সময় পর্যন্ত পড়তে থাকব। গুহ্য থেকে গুহ্য নলেজ শুনতে থাকব। এই পয়েন্ট এখনও আমাদের বোঝানো হয়নি। সে তো অবশ্যই এতদিন ধরে যা কিছু পড়েছ তাছাড়াও এমন অনেক গুহ্য পয়েন্ট এখনও রয়েছে, যা ধীরে ধীরে শোনাতে থাকব। একদিনেই কি সব নলেজ পেয়ে যাওয়া যায়? এমনিতেও এখানে পড়াতে, যোগ লাগানোতে, নিজ সম বানানোতে সময় লাগে। বাবা প্রতিদিন সহজ করে বোঝান। ভগবান এক, সকলেই তাঁকে স্মরণ করে ভগবানই

হেভেন স্থাপন করেন, তো নিশ্চয়ই দেবতা বানানোর জন্য সঙ্গম যুগে রাজযোগ শেখাবেন। তো ম্যানার্সও তো সেই রকমই চাই। যখন পাপ খতম হবে তবেই তো বিজয় মালার দানা হবে। টাইম তো লাগবেই।

এ হল মনোহর সঙ্গমের মেলা। বোঝাতে হবে, সমগ্র দুনিয়ার মানুষ হল ভক্ত। সাধনা করে ভগবানের জন্য যে সেই পরমাত্মা এসে যেন সকলকে আবার নিয়ে যায়। মুক্তি জীবন মুক্তির জ্ঞান দেবেন, দেবতা ধর্মের স্থাপনা করবেন। সন্ন্যাসীরা তো মনে করে সুখ হল কাক বিষ্ঠা সমান। সে তো অবশ্যই এই দুনিয়ার সুখ তো এই রকমই। কিন্তু ভারতে কি কখনো সুখ ছিল না? সন্ন্যাসীরা তো পছন্দ করে মুক্তিকে। তারা কখনোই জীবনমুক্তির জ্ঞান প্রদান করতে পারবে না। ভগবানকেই এসে রাজযোগ শেখাতে হবে। সন্ন্যাসীরা শেখাবে না, কেননা তারা কখনোই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করে না। এখন সবাই বলেও যে সবাই একমত হোক। কিন্তু এই দুনিয়াতে তো একমত হওয়া সম্ভব নয়। নানা বিধ মত। মাতা পিতা, ভাই বোন, কাকা মামা ইত্যাদি সকলে অনেক মত দাতা। এখন তাদের মতে চলা যাবে না। এক এরই শ্রীমতে চলতে হবে। ভগবান এসে এক শ্রীমত দেন, তো তারপর এক মত-এরই রাজধানী হয়ে যায়। দেবী-দেবতারা সदैব ক্ষীরখন্ড থাকেন। এখানে তো খুবই লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। শাস্ত্রেও রয়েছে যে কৌরব পান্ডব দিনের বেলায় লড়াই করত আর রাতে ক্ষীরখন্ড হয়ে যেত। এখানেও বাচ্চারা বোঝে আমাদের মধ্যে ক্রোধের অংশ এসে গেছে। বাবা আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। তো তোমাদেরও দেখা উচিত - সারাদিনে কাউকে দুঃখ দিইনি তো? কারো সাথে মতান্তরে তো লিপ্ত হয়ে যাইনি? কাউকে ইভিল কিছু বলিনি তো? যাতে কেউ দুঃখ পায়। ইভিল তো কখনও শোনা উচিত নয়। তেমন কিছু যদি দেখে বা শুনে থাকো, তবে বাবাকে বলে দেওয়া উচিত। বাবা-ই বাচ্চাদের সব কিছু বোঝান। নাহলে (খারাপ জিনিস দেখার বা শোনার) অভ্যাস পাক্সা হয়ে যায়। কারো কারো মধ্যে কোনো প্রকারের নোংরা অভ্যাস যদি থাকে, তবে তা ত্যাগ করা উচিত। নইলে পদ ব্রষ্ট হয়ে যাবে। বাদশাহীর সামনে প্রজার চাকরকে গরীবই তো বলা হবে তাই না! এই মজদুররা কী? সেখানেও বাড়ি ঘর বানানোর লোক থাকবে তাই না! তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান যে কখনো লবণাক্ত (নুনজল বা লুনপানী) হওয়া উচিত নয়। ক্রোধ করা খুব খারাপ। জন্ম - জন্মান্তরের সুখের উপরে রেখা টানা হয়ে যায়। নিজের উপরে দয়া করতে থাকো। জ্ঞান মার্গে ম্যানার্স খুব ভালো হওয়া উচিত। পাঁচ ভূতকে ভাগাতে থাকো। বাবা শ্রীমত দেন, আর কী করবেন! অনেকে লেখেও যে বাবা আমার ক্রোধ চলে গেছে। বিড়ি ইত্যাদি খাওয়া খারাপ অভ্যাস চলে গেছে। তো তাহলে নিজের উপরেই দয়া করা হল তাই না! এখন হেভেনলি গড ফাদার স্বর্গের পদ প্রাপ্ত করানোর জন্য আমাদের পড়াচ্ছেন। একথা বুদ্ধিতে আসে? এই নেশা থাকা উচিত। যত স্মরণ করবে ততো খুশী হবে। যদিও ভগবানকে সকলে হয়ত জানে না, কিন্তু না জানলেও কল্যাণ তো সকলেরই হবে। সকলে এটা যদি জানতে পারে যে ভগবান এসে গেছেন তাহলে তো প্রচুর ভীড় হয়ে যাবে। পিঁপড়ের মতো এসে জড়ো হতে থাকবে, দেখাও করতে পারবে না। সেইজন্য নিয়ম মেনেই ড্রামা বানানো হয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) জ্ঞান এবং যোগ শিখে, ভক্ত থেকে জ্ঞানী আত্মা হতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে মায়াকে জয় করতে হবে। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।

২) জ্ঞান মার্গে খুব ভালো ম্যানার্স ধারণ করতে হবে। অনেক অনেক মধুর, নিরহংকারী হতে হবে। ইভিল জাতীয় কথাবার্তা বলবে না। কারো সাথে মতান্তরে যাবে না।

বরদান : - প্রত্যেক আত্মার প্রতি আত্মিক অটুট ভালোবাসা রেখে স্নেহ সম্পন্ন ব্যবহার করে সফলতার প্রতিমূর্তী হও

বাবার প্রতি যেমন অখন্ড, অটল ভালোবাসা রয়েছে, শ্রেষ্ঠ ভাবনা রয়েছে, নিশ্চয় রয়েছে, তেমনই ব্রাহ্মণ আত্মাদের প্রতিও আত্মিক স্নেহ যেন অটুট এবং অখন্ড থাকে। যার যেমনই সংস্কার হোক, চলন যেমনই হোক, কিন্তু ব্রাহ্মণ আত্মাদের সমগ্র কল্পে অটুট সম্বন্ধ রয়েছে। এটা হল ঈশ্বরীয় পরিবার, বাবা প্রতিটি আত্মাকে চয়ন করে ঈশ্বরীয় পরিবারে এনেছেন। এই স্মৃতি যদি থাকে তবে আত্মিক ভালোবাসা অটুট হওয়ার ফলে স্নেহ সম্পন্ন ব্যবহার হবে এবং সহজ সফলতামূর্ত হতে যাবে।

স্লোগান : - অন্তর্মুখী সে যে যখন ইচ্ছা আওয়াজে আসবে আবার যখন ইচ্ছা আওয়াজের ঊর্ধ্বে হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সূর্যবংশী বিজয় মালার গুটিকা হবার লক্ষ্যে শ্রীমৎ অনুসারে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হও।
একমাত্র পবিত্র বাচ্চারাই ধর্মরাজের সাজা থেকে রেহাই পায়।

প্রশ্ন :- দেহ অভিমানী হওয়ার জন্য বাচ্চাদেরকে কি এমন কঠোর প্রচেষ্টার (পুরুষার্থের) নেশায়
লেগে থাকতে হয় ?

উত্তর :- আমি সম্পূর্ণরূপে বাবার। আমিও আমার বাবার ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। বাবার থেকে
আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে আমিও বিশ্বের মালিক হই। একমাত্র দেহী-অভিমানী বাচ্চাদেরই এই নেশার
ঘোর থাকে, তাই তারাই বাবার উত্তরাধিকারী হয়। বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়ার কোনও কিছুই
তাদের মনে স্থান পায় না। দেহ-অভিমাণে এলেই, মায়ার চপেটাঘাত লাগে। যার ফলে তার খুশীও
পালিয়ে যায়। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন - বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হওয়ার প্রচেষ্টা করো।
নিজের চার্ট অবশ্যই রাখবে।

(বাবা) আগামী ভবিষ্যতে তুমিই যে আমার ভাগ্যবিধাতা

ওঁ শান্তি! বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, বর্তমানের এই সঙ্গমযুগেই এই ধরাতে শিববাবা অবতরিত
হয়েছেন বা উপরের অসীম বেহদ থেকে এসেছেন। আর তোমরা বাচ্চারা হলে ওঁনার 'শিবশক্তি'
অর্থাৎ শিবের উত্তরাধিকারী। বাস্তবে কিন্তু তোমাদের নাম 'শিবের-শক্তি'। অর্থাৎ শিবের থেকে প্রাপ্ত
যে শক্তি। যেমনি শিববাবা তোমাদেরকে নিজের করে নিয়েছেন, তেমনি তোমরা শক্তিরূপে বাবাকে
আপন করে নিয়েছ। শিববাবা স্বয়ং এসে তোমাদেরকে ওঁনার উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। তাই তোমরা
শক্তিরূপে এখন শিববাবার অধিকারী বাচ্চা। বাচ্চারা এখন তো তোমরা বুঝতে পারছো, শিববাবা স্বয়ং
এই ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বর্তমানের এই নরক রাজ্যকে স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত করার লক্ষ্যে। যেহেতু
তোমরা ওঁনার উত্তরাধিকারী তাই তোমরা অবশ্যই ওঁনার সহযোগী। আর তবেই তো ওঁনার
আশীর্বাদী-বর্ষার অধিকারী হতে পারবে। বাবা তো আসেনই পতিত দুনিয়া অথবা নরককে পবিত্র
স্বর্গ-রাজ্য বানাতে। সৃষ্টি-জগৎ যখন পতিত হয়ে পড়ে, তাকে পবিত্র করার এক ও একমাত্র কারিগর
নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। একমাত্র উনি ছাড়া আর কারও দ্বারাই একাজ করা সম্ভব নয়।
তোমরা বি.কে.বাচ্চারা হলে সেই নিরাকার শিববাবার বাচ্চা। উনি যার শরীরে এসেছেন তিনি
সাকারী শরীর-ধারী। এমনিতে তো তোমরা যখন সেই নিরাকারী দুনিয়ায় থাকো তখন সেখানে
তোমরা বাবার উত্তরাধিকারী বাচ্চা। জগতের সব আত্মাধারী-ই ঐ একই পিতা পরমপিতা
পরমাত্মারই সন্তান। কিন্তু তা তো নিরাকারী দুনিয়ার কথা। সেখানে তোমরা আত্মারা যখন
পরমাত্মার কাছে থাকো, তখন তো তোমরা তার বাচ্চা হিসাবেই পরিগণিত হও। তাই এখন বাচ্চাদের
প্রয়োজনে, অর্থাৎ পতিত সৃষ্টি-জগৎকে পবিত্র বানাতে বাবাকেও আসতে হয় এখানে। এখানে এই
সাকারী দুনিয়ায় এসে ওনাকেও শরীর ধারণ করতে হয়। যদিও সেই অসীম বেহদের নিরাকারী
দুনিয়া থেকে আসেন বাবা, তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকারী হবার আশীর্বাদী-বর্ষা
দেবার জন্য। শিবশক্তির খ্যাতি তো সবারই জানা। শিবশক্তির অর্থ হলো - শিববাবার সন্তান।
তোমরা বাবার বাচ্চারা ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ-ই জানে না যে, পতিত-পাবন কে ? পতিত
দুনিয়া অর্থাৎ কলিযুগ আর পবিত্র দুনিয়ার অর্থ সত্যযুগ। নিরাকারী দুনিয়ায় তোমরা আত্মারা যখন

থাকো, তখন তোমরা সর্বদা পবিত্রই থাকো। এখানে থাকতে থাকতে অপবিত্র হয়ে দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হও ফলে তোমরা বাবাকে ডাকতে থাকো - "হে পতিত পাবন পিতা, তুমি এসো।" বিভিন্ন প্রকারে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। কিন্তু এ সব কিছুই অর্থই বুঝতে পারো না জগতের লোকেরা। তারা এটা ভাবতেই পারে না যে, এই সময়টা যখন কলিযুগের অন্তিমকাল অর্থাৎ সঙ্গমযুগ। অতএব বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানাতে বাবা অবশ্যই আসবেন। বাবা স্বয়ং যেখানে জানাচ্ছেন- "কল্প-কল্প ধরে, প্রতি কল্পেরই সঙ্গমযুগে উনি আসেন ওনার বাচ্চাদেরকে (বি.কে.-দের) উত্তরাধিকারী বানাতে।" ফলে তোমরাও 'ডবল-উত্তরাধিকারী' হতে পারো। যদিও শিববাবার বাচ্চা হবার কারণে উত্তরাধিকারী তো অবশ্যই, যা তোমরা নিজেরাই তা ভুলে গেছো এখন। যাই হোক, তোমরা আত্মারা এখন অবশ্য বুঝতে পারছো, বাস্তবে তোমরা নির্বাণধাম নিবাসী শিববাবারই সন্তান- অর্থাৎ উত্তরাধিকারী। শিববাবা তোমাদের কাছে তাই জানতে চাইছেন, তোমরা বাবার উত্তরাধিকারী বাচ্চা কি না ? - ব্রহ্মাওবাসী তোমরা বাচ্চারাই ব্রহ্মাওঁর প্রকৃত মালিক। সেখান থেকে এই সৃষ্টি-দুনিয়াতে এসে কর্মফল অনুযায়ী যে যার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করতে থাকো তোমরা।

নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকে তো সবাই স্মরণ করে। যখন যখন দুঃখ-কষ্টের সন্মুখীন হও, কেঁদে-কেটে অস্থির হয়ে বাবাকেই ডাকতে থাকো- "হে ভগবান ক্ষমা করো।" কিন্তু সামনে যে আরও অনেক কঠিন দুঃখ-কষ্ট আসছে। গভার্নমেন্ট এখন যেমন চিনি ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ রেখেছে, নিকট ভবিষ্যতে তেমনি শস্য সমেত কাঁচা শাক-সব্জির উপরেও নিয়ন্ত্রণ রাখবে। অথচ, খাদ্য তো মানুষের চাই-ই-চাই। যারা ক্ষিদের জ্বালায় জ্বলবে, তারা তো মারপীট, লুট-তরাজ করবেই। যখন দুনিয়া এমন দুর্বিষহ অবস্থায় আসে, তখনই বাবা স্বয়ং এসে সেই দুঃখের দুনিয়াতে নতুন করে সুখের দুনিয়া স্থাপন করেন। - তাই কি না ? অতএব এবার বাবার শ্রীমং অনুসারে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে তা দেখাতে হবে তোমাদের। যারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে পারবে, একমাত্র তারাই সূর্যবংশী বিজয়মালার গুটিকা হতে পরবে আর তারা ধর্মরাজের সাজা থেকেও রেহাই পেয়ে যায়। এমনি ভাবেই ওনার সামনে বসিয়ে প্রতিটি বাক্যকেই বাবা খুব ভালভাবে বিশ্লেষণ করে বোঝান। এছাড়া একথাও উনি যুক্তি সহকারে বোঝান যে, বাচ্চাদের যেমন জগৎ-পিতা আছেন, ঠিক তেমনই জগৎ-অম্মাও আছেন। অথচ অজ্ঞানী শাস্ত্রকারদের গীতায় তার কোনও বর্ণন নেই। ফলে গীতার সাথে মানুষের যে সম্বন্ধ, সে সব কিছুই বিচ্ছেদ ঘটছে। ভক্তরা যেমন ভগবানকে স্মরণ করে - ভগবানও তেমনি মানুষদের মনোকামনা পূরণ করেন। আর এর জন্যই তো ওনাকে স্মরণ করার রীতি। কৃষ্ণ কিন্তু কারও মনোকামনা পূরণ করতে পারে না। তা করতে পারেন এক ও একমাত্র ভগবান, যিনি সবারই মনোকামনা পূরণকারী এক ও অদ্বিতীয়। এর পরেই দ্বিতীয়ে যিনি, তিনি জগৎ অম্মা বা জগৎ-মাতা অর্থাৎ ভগবতী। তিনিও সবার মনোকামনা পূরণকারীনি। কিন্তু সেই জগৎ অম্মা কে ? তিনি ব্রহ্মার একমাত্র পূর্ণ আশীর্বাদী কন্যা, অর্থাৎ শিববাবার নাতনী এবং বিখ্যাত জ্ঞানী-মানী মানুষ ও রাজ-রাজার যার আশীর্বাদের উত্তরাধিকারী। এই 'উত্তরাধিকারী' বা 'ওয়ারিশন' শব্দটি কেবলমাত্র পরিবারের লোকেদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এর সাথে সন্ন্যাসীদের কোনও যোগসূত্র নেই। যেমন তোমরা বি.কে.-রা এখন শিববাবার উত্তরাধিকারী হয়েছো। সেখানে অর্থাৎ পরমধামে তোমরা তো শিববাবার সাথেই থাকো। তাই সেক্ষেত্রে আশীর্বাদী-বর্সার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এখানে তো তোমাদের আশীর্বাদী-বর্সার প্রয়োজন আছে। আর ব্রহ্মা-বাবার যা কিছু সম্পত্তি সে সবই তো থাকে স্বর্গ-রাজ্যে। যেখানে কোনও প্রকারের দুঃখের নাম-গন্ধও থাকে না। কিন্তু বাচ্চারা, এখন তো

তোমরা (শিববার) সম্পত্তি অর্থাৎ দাদুর আশীর্বাদী-বর্সা এখান থেকেই পাও। অতএব এর জন্য ওনাকে স্মরণ তো করতেই হবে।

বাচ্চারা, তোমরা বি.কে.-রা হলে ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী সন্তান। তোমরা ছাড়া অন্যেরা যারা আছে তারা সবাই রাবণের উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশন। আর এই রাবণ সম্প্রদায়েরই যত রমরমা। অথচ তোমরা বি.কে.-রা হলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। আর অন্যেরা হলো আসুরী রাবণ সম্প্রদায়ের। তাই রাবণের আশীর্বাদী-বর্সাই তারা পেয়ে থাকে। যেহেতু বর্তমান সময়কালটা রাবণ রাজ্যের। তাই সে কেবল ৫-বিকারের আশীর্বাদী-বর্সাই দেয়। তোমরা বি.কে.-রা সেই বিকারগুলিকে আবার শিববাবাকে দান করে দাও। কৃষ্ণকে অবশ্যই সেই ৫-বিকারের দান দেওয়া যায় না মোটেই। তাই তোমাদের এই ৫-বিকার শিববাবাকেই দান দিতে হয়। যেহেতু পবিত্র দেবতাদের তা দেওয়া যায় না। কৃষ্ণ এবং অন্যান্য দেবতারাও তো তাদের বিকারগুলি শিববাবাকে দান করেই এমন উচ্চ পদের অধিকারী হয়েছিলেন। একবার যে বিকার দান করে শিববার থেকে এমন উচ্চ পদ পেল, সেই বিকার আবার কিভাবেই বা অন্যের থেকে সেই দান গ্রহণ করতে পারে ? তাই তো শিববাবা বার বার বলেন, এই ৫-বিকারের (ত্যাগ) দান করলেই গ্রহের কোপ (গ্রহণ) থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। বিকারের এই গ্রহণে এমন ঘোর তমসাস্থল হয়ে আছে যে, আল্লার শক্তি ১-কলাও অর্থাৎ সামান্যতমও আর অবশিষ্ট নেই। একেবারে ঘোর-কালো অন্ধকারে ডুবে আছে আল্লারা। তাই শিববাবা বলছেন- "এখন এমত অবস্থায় তোমাদের বিকারগুলি আমায় দান করে দাও, আর কখনও যেন সেরূপ বিকারে যেও না। কারণ, দান করা বস্তু কখনও ফেরত চায় না কেউ। আর তারপরেও আবার যদি তুমি বিকারগ্রস্ত হও তবে তো তুমি তোমার পদ খুইয়ে ব্রষ্টাচারী হয়ে যাবে। অতএব নারায়ণ হতে চাইলে বিকাররূপী ভূতকে ত্যাগ করতেই হবে। বাবা তো এসেছেনই বাচ্চাদেরকে নর থেকে নারায়ণ বানাতে। তোমরা এও জেনেছো, বাবা তোমাদেরকে নিজের পছন্দসই ঘর আর সম্পত্তি অর্জনের অধিকারীও করে দিয়েছেন। তবে তো তা ডবল আশীর্বাদী-বর্সাই হলো - তাই না ? বাবা আরও বর্সা দিচ্ছেন- মুক্তি ও জীবন-মুক্তির। বাবার উত্তরাধিকারী বাচ্চা একমাত্র সে হতে পারে, যে বাবার স্মরণে থেকে যোগ আর জ্ঞানের বল দ্বারা বিকর্ম বিনাশ করতে পারে। জ্ঞানও কিন্তু এক প্রকার বিশেষ শক্তি, অর্থাৎ নলেজ। এই নলেজ অর্জন করেই এক একজন বড়-বড় পদ ও সম্মানের অধিকারী হয়। যেমন, পুলিশ বিভাগের বড়-বড় অফিসার ইত্যাদি পদের হয়। আর সেইসব পুলিশ অফিসারদের প্রতি লোকেরা ভয়ও পায়। তাই কেউ কোনও অন্যায় করলে, পুলিশের নাম শুনে ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরাও এখন সেই জ্ঞানের পাঠ পড়েই উচ্চ-পদ পেতে চলেছো। বাবার বাচ্চা হয়েও, বাবাকে স্মরণ না করলে, বাবার আশীর্বাদী-বর্সা পাবে কেমন করে ? এমনিতে লৌকিক বাবা তো আছেই। কিন্তু পারলৌকিক বাবাকে তো অনেক বেশী করে স্মরণ করতে হবে। খুব বেশী করে স্মরণ করতে পারলে, তবেই তেমন উচ্চ-পদের অধিকারী হওয়া যায়। যোগযুক্ত হয়ে যত বেশী স্মরণ করতে পারবে, তত বেশী পবিত্র হয়ে, পবিত্র দুনিয়ার তত বেশী রাজ্য-অধিকার লাভ করতে পারবে। বাচ্চারা- তোমরা আমার কাছ থেকে ফিরে এসে, তারপর আবার সত্যযুগে স্বর্গ-রাজ্যে গিয়ে যে যার মতন রাজত্ব করতে থাকবে। ভগবানকে সবাই স্মরণ করে এই কারণে যে, আবার যেন সে বাবার কাছে ফিরে যেতে পারে।

প্রচলিত যে লোকগাঁথা আছে, হিমালয় পর্বতে বসে, অমরনাথ পার্বতীকে অনেক কিছু শুনিয়েছিল- বাস্তবে সে তো তোমরাই, অর্থাৎ পার্বতীরূপী আল্লারা। শিববাবা তো আর কোনও বিশেষ এক

পার্বতীকে তা শোনাননি, তা তো তোমাদের সবার উদ্দেশ্যেই ওনার সেই বাণী। যেন সবাই ওনাকেই স্মরণ করতে থাকে, নিজেদের পতিত অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হবার লক্ষ্যে। এক ও একমাত্র উনিই পারেন পতিতদের পবিত্র বানাতে। কিন্তু তিনি তা করেন কি প্রকারে ? সর্বাত্মে পবিত্র করেন জগৎ অস্বাক্ষে। তারপর অস্বাক্ষর শক্তিদ্বারীনিদেরকে। স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা কেবলমাত্র এই এক শিববাবাই, যা আর কারও দ্বারা সম্ভবই নয়। তোমরা এখন সেই অনুভবও করতে পারছো। অতএব তোমাদেরও তেমনই নেশার-ঘোর থাকা উচিত। যেহেতু শিববাবা স্বয়ং তোমাদেরকে ওনার কোলে নিয়ে, সেই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী বাচ্চা হবার উপযুক্ত করে গড়ে তুলছেন। তোমরা নিজেরাও তা বেশ ভালই বুঝতে পারছো, ঈশ্বরের কোলে এসেই বসেছো তোমরা। অতএব ঈশ্বর অবশ্যই তোমাদেরকে ওনার সাথেই ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। যেহেতু উনি নিজে যেখানে তোমাদের মতন বিশেষ বি.কে. বাচ্চাদেরকে ওনার উত্তরাধিকারী হিসাবে বেছে নিয়েছেন। এখন তোমাদের নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের দ্বারা তোমরাই তা হাসিল কর। তোমাদের বুদ্ধির বিস্তারও এখন অনেক। নিজেদের মনে এই ভাবনাই ভাবতে থাকবে যে, বর্তমানেও তোমরা সত্যযুগের দেবী-দেবতা রাজ্যেই অবস্থান করছো। একমাত্র এই ভগবানই সে রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু তা কিভাবে ? -কেউ-ই তা জানে না, কিভাবে তিনি তা করেন। অথচ এক্ষেত্রেও কত সব নাম জুড়ে রেখেছে শাস্ত্রকারেরা - যেমন যাদবেরা, কৌরবেরা, পাণ্ডবেরা, ইত্যাদি ইত্যাদি। পাণ্ডবদের সবাইকে আবার পুরুষ দেখানো হয়েছে। তবে শক্তি-সেনাদের নাম কোথায় গেল ? -আসলে তোমরা বি.কে.-রা অর্থাৎ শক্তি-সেনারা তো গুপ্ত। জাগতিক শাস্ত্রকারদের তো সেসব কিছুই জানা নাই। উপরন্তু বলে যে, যারা এই ধর্মযুদ্ধে প্রাণ হারাতে, তারা স্বর্গ-রাজ্যে যাবে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কি সেই যুদ্ধ ? আসলে তা হলো মায়ার সাথে যুদ্ধ করে তার উপর বিজয় পাওয়া। আর সেই যুদ্ধের ধরণ শেখাতে পারেন একমাত্র এই বাবা। যেখানে তোমরা জানো, প্রতি কল্পেই ঠিক এভাবেই শিববাবা তোমাদেরকে দত্তক বানিয়ে, আপন সন্তান করে কাছে টেনে নেন। সেই হিসাবে অন্য সব দিক থেকে নিজেদের বুদ্ধিকে সরিয়ে নেওয়া উচিত। যেমন রাজা-রাণীর কোলে কোনও বাচ্চা স্থান পেলে, তখন তো রাজা-রাণীর বাচ্চাই ভাববে নিজেকে। তখন তার বন্ধু-বান্ধব, মিত্র-সম্বন্ধ রাজকুমারেরা-রাজকুমারীরাই হবে। পূর্বের কুল-বংশ, ভাই-বন্ধু সবকিছুই বদলে যায় তখন। সেরূপে এখানে এখন তোমাদেরকেও ব্রাহ্মণ-কূলের যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। যেমন, দেবতা কিশ্বা শিবশক্তিদের সাথে একই সন্মানের আসনে বসানো হয় নারদকেও। নারদের যখন মতিভ্রম হয়েছিল, ভগবান তখন নারদকে বলেছিলেন- আয়নায় নিজের মুখ দেখতে। যেহেতু নারদ ছিল ভক্তি-মার্গের।

বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে খুব মনোযোগ সহকারে পুরুষার্থে মন লাগাতে হবে। তোমাদের মধ্যে কোনও প্রকারেরই বিকারের ভূত থাকে না যেন। যার ব্যবহারে সামান্যতমও ক্রোধ প্রকাশ পায়, বুঝবে তার মধ্যে এখনও বিকারের ভূত আছে। অতএব এখানেই এই পাঁচ-বিকারকে দান করে দাও, তবেই তো পুরুষার্থ করার উমঙ্গ-উৎসাহের নেশা আসবে। তবেই হাল্কা হয়ে হাসি-খুশী মেজাজে থাকতে পারবে। দেবতাদের চেহারায় যেমন পরিলক্ষিত হয়। তোমরাই তো সেই ★রূপ-বসন্ত (স্ত্রী, যোগী ও ত্যাগী)। বাবা তো তেমন স্ত্রী-রত্নে স্ত্রী বানান তোমাদের। তাই তোমাদের মুখ থেকেও অনর্গল সেই রত্নই বেরোনো উচিত। ঠিক এমন ভাবেই পুরুষার্থ করতে থাকো। তোমাদের লক্ষ্যও যে তেমনি অনেক বড়। সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে হবে যে তোমাদের। এই তোমরাই কিন্তু অনেকবার বিশ্বের মালিক হয়েছিলে। এমন কথা জাগতিক কোনও সাধু-সন্ন্যাসীরাও বলতে পারে না কিন্তু। তাই বাবা স্মরণ করিয়ে বলছেন - "ওহে আমার স্নেহের

বাচ্চারা, তোমরাই অসংখ্য বার বিশ্বের মালিক হয়েছো, কিন্তু তা আবার খুইয়েও ফেলেছো। এখন আবার সুযোগ এসেছে তা জয় করবার। আর এসব কিছুই নির্ধারিত হয় তোমাদের পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে। অতএব বাচ্চারা, তোমাদের মনে উমঙ্গ-উৎসাহের খুশী সর্বদাই থাকা উচিত। কারণ, তোমরাই যে বিশ্বের মালিক হতে চলেছো, তবে কেন সেই খুশী স্থায়ী হবে না তোমাদের মনে?" হয়ত বা দেহ-অভিমাণে এসে তোমাদের এই পুরোনো দুনিয়ার কোনও কিছুর প্রতি মোহ আসে। আত্মাধারীদের এক নম্বরের শত্রু এই দেহ-অভিমাণ। এই দেহ-অভিমাণে এলেই মায়ার চপেটাঘাত খেতে হয়। তাই, সর্বদা এই ভাবধারায় থাকতে হবে যে, আমি আত্মা -পরমাত্মা বাবার অধিকারী বাচ্চা। সুতরাং আমিও বাবার সেই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। যেহেতু আমিও বাবার আশীর্বাদী-বর্ষা প্রাপ্ত করে সমগ্র বিশ্বের মালিক হই - এমনই নেশার ঘোর থাকা উচিত। অতএব, বি.কে.- বাচ্চাদেরও তেমনই দেহী-অভিমानी হওয়ার পুরুষার্থ করা উচিত। যেহেতু বাবা কল্পে মাত্র একবারই এসে তোমাদেরকে এমন দেহী-অভিমानी হবার এই পাঠ শেখান। কত করেই তো উনি বলেন, ওনাকে স্মরণ করতে। কিন্তু মুহূর্তে-মুহূর্তে তা ভুলে যাও। এমন কি চার্ট লিখতেও তোমাদের এত অলসতা, যেখানে নিজের নিজের চার্টের মূল্যায়ন করা খুবই জরুরী। বাবা তো মাত্র একজনই, এত সংখ্যক বাচ্চার চার্ট তো আর বাবার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। বাবাকে যে আরও অনেক কর্ম-কর্তব্যে ব্যস্ত থাকতে হয়। পত্রের উত্তর দিতে গিয়েই বাবার আগুল ব্যাথা হয়ে যায়। তবুও তা বাবাকেই লিখতে হয়, যেহেতু বাচ্চারা আশা করে বাবার নিজের হাতের লেখা পত্র। তোমরাও অবশ্য বাবাকে এভাবে লেখ, প্রাপক:- শিববাবা, প্রযত্ন :- ব্রহ্মাবাবা, "বাবা একমাত্র তোমার সাথেই আমাদের ওঠা-বসা, তোমার সাথেই লেখা-পড়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি! আর বাবাকেও সেগুলির জবাব দিতে হয়। তাই কত অনেক পত্র লিখতে হয় বাবাকে। তবে হ্যাঁ, সেবাধারী বাচ্চাদের সেবার সংবাদে বাবা বেশী খুশী হন। তেমন ভাল সংবাদে বাবা তাদের নয়নের মণি করে, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে রাখেন। আর সাধারণ পত্রের স্থান তো বাতিল চিঠি-পত্র রাখার স্থানে। বাবা স্বয়ং সেবাধারী বাচ্চাদের খুবই মহিমা করেন। কেবলমাত্র সেবাধারী বাচ্চারাই বাবার হৃদয়ে স্থান পায়। যেমন, একমাত্র সু-পুত্ররাই মা-বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এসবই বাবা বাচ্চাদেরকে সামনে বসিয়ে খুব ভালভাবে তা বোঝান।

ভক্তি-মার্গে মানুষেরা মুক্তির খোঁজে এদিক-ওদিক, চতুর্দিকে কেবল ধাক্কাই খেতে থাকে। তবুও তারা সেই মুক্তির দিশা বা হৃদিশ পায় না। তারা জানতেও পারে না মুক্তি কোথায় পাওয়া যায়। কোনও কিছু বোঝেও না তারা। জ্ঞান তো একমাত্র এই জ্ঞান-সাগর বাবার কাছেই আছে। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের ব্যাপারকে জানাই হলো -জ্ঞান। আর যতক্ষণ না পর্যন্ত তা জানতে পারে প্রকৃত অর্থে ততক্ষণ সে অন্ধ। জগৎ এখন ভীষণ মহাভারতের লড়াই-এর সন্মুখীন। লোকেদের তখন দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকবে না। যেহেতু বর্তমান দুনিয়াটা এখন আবর্জনায় পরিপূর্ণ। তাই বাবা বার বার বাচ্চাদেরকে সতর্ক থাকতে বলছেন। কোনও প্রকার বিকারের ভূত থাকলে, সুন্দর-পবিত্র হবে কি করে? তোমরা যখনই বলো- বাবা আমরা আপনার শ্রীমৎ অনুসারেই চলবো, বাবার জবাব হয়- তা হলে সর্বাগ্রে তোমাদের বিকারের ভূতগুলিকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। এই পুরোনো দুনিয়ার প্রতি কোনও প্রকারের মায়ামমতা-মোহ রাখা চলবে না। বুদ্ধির যোগ একমাত্র নতুন দুনিয়ার সাথে যোগযুক্ত হয়ে থাকতে হবে। যেহেতু তোমরা এখন বুঝে গেছো যে, তোমাদের জন্য নতুন স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু, এর জন্য তো স্মরণের যোগে যোগযুক্ত হয়ে থাকতে হবে তোমাদের। বাবাকে- শান্তিধাম আর তোমাদের স্বর্গ-রাজ্যের রাজধানীকে লাগাতর স্মরণে রাখবে।

কিন্তু এই জাগতিক দুনিয়ায় শরীর নির্বাহের জন্য নিজের কর্ম-কর্তব্য অবশ্যই করতে হবে। আর তার সাথে সাথে করতে হবে ঈশ্বরীয় সেবাও। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। নমন জানাচ্ছেন ঈশ্বরীয় পিতা নিজের ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) রূপ ও বসন্তের (জ্ঞানী, ত্যাগী, যোগী) মতন হয়ে, সর্বদাই জ্ঞান-রত্নের বাণী প্রচার করতে হবে। দেবতাদের মতন হাসি-খুশী স্বভাবের হতে হবে।

২) জ্ঞান আর যোগের বল দ্বারা বিকর্মগুলিকে বিনাশ করে বাবার থেকে ডবল আশীর্বাদী-বর্সা (মুক্তি-জীবনমুক্তির) নিতে হবে।

বরদান :- "আপনি আগে" - এই বিশেষ গুণের দ্বারা সবার প্রিয়-পাত্র হয়ে সফল ভাবমূর্তিধারী হও

বিস্তার :- একে অন্যকে এগিয়ে দেবার গুণ অর্থাৎ "আপনি আগে"- এই গুণের উৎকর্ষতায় আর ব্যবহারে সবার কাছেই প্রিয়-পাত্র বানিয়ে দেয়। এটাই হলো বাবার মুখ্য গুণ। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন, "আপনি প্রথমে"। অতএব বাবার এই গুণকেই অনুসরণ করে এগিয়ে চলো। সফলতা প্রাপ্তির এটাই সহজ বিধি। যে বাবার প্রিয়, ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রিয় আর বিশ্ব-সেবার প্রিয় হয়, সে নিজে এভাররেডী অর্থাৎ সদা প্রস্তুত।

স্নোগান :- মনন শক্তির আধারে জ্ঞানের খনিকে যে নিজের আয়ত্নে করে নেয়, বিদ্বান তার কাছ থেকে বিদায় নেয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- ভোর বেলায় উঠে বাবাকে গুডমর্নিং করো, জ্ঞান চিন্তনে ব্যস্ত থাকো তাহলে খুশীর পারদ চড়তে থাকবে"

প্রশ্ন:- প্রকৃত স্মরণ করার অর্থ কি ? তার প্রমাণ কি ?

উত্তর :- অনেক ধৈর্য, গাঙ্কীর্য আর সঠিক ধারণা নিয়ে বাবাকে স্মরণ করাই হল প্রকৃত স্মরণ পদ্ধতি। যারা প্রকৃত স্মরণের পদ্ধতি দ্বারা স্মরণ করে তারা অতিরিক্ত মাত্রায় কারেন্ট অর্জন করে। তাদের পাপের বোঝা নেমে যায়। আত্মা সতোপ্রধান হয়। তাদের আয়ু বাড়়ে, তারা বাবার সার্চ লাইট প্রাপ্ত করে।

ওমশান্তি। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা তত্বম (তুমিও আমারই মতো) অর্থাৎ তোমরা আত্মারাও হলে শান্ত স্বরূপ। তোমাদের অর্থাৎ সর্ব আত্মাদের স্ব ধর্ম হল শান্তি। শান্তিধাম থেকে এখানে এসে টকি স্বরূপ ধারণ কর। এই কর্মেন্দ্রিয় প্রাপ্ত কর পাট প্লে করার জন্যে। আত্মা ছোট বড় হয়না। শরীর ছোট বড় হয়। বাবা বলেন আমি তো শরীরধারী নই। আমায় বাচ্চাদের সঙ্গে সম্মুখে দেখা করতে আসতে হয়। ধরো পিতা দ্বারা সন্তান জন্ম হয় , কিন্তু সেই সন্তান এইরকম বলবেনা যে আমি পরম ধাম থেকে জন্ম নিয়ে মাতা পিতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। যদিও কোনো নতুন আত্মা আসে কারো শরীরে বা পুরানো আত্মা কারো শরীরে প্রবেশ করে তবুও এইরকম বলবেনা যে মাতা পিতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তারা অটোমেটিক মাতা পিতা প্রাপ্ত করে। এখানে এই কথাটি হল নতুন। বাবা বলেন আমি পরম ধাম থেকে এসে বাচ্চাদের সম্মুখস্থ উপস্থিত হয়েছি। বাচ্চাদের এসে নলেজ প্রদান করি কারণ আমি হলাম নলেজফুল, জ্ঞানের সাগর হলাম আমি, এসেছি বাচ্চারা তোমাদের পড়াতে , রাজ যোগ শেখাতে। রাজ যোগের শিক্ষা ভগবান-ই দিতে পারেন। কৃষ্ণের আত্মার এই ঈশ্বরীয় পাট নেই। প্রত্যেকের নিজস্ব পাট রয়েছে, ঈশ্বরের নিজস্ব পাট আছে।

এই ড্রামা কেমন ওয়াল্ডার ফুল এইসব কথা তোমরা এখন বোঝাও। এ হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, এটুকুও যদি স্মরণে থাকে তবেও পাকা হয়ে যায় যে আমরা সত্যযুগে যাবি। এখন সঙ্গমে আছি, তারপরে যেতে হবে নিজের বাড়ি অর্থাৎ পরমধামে তাই পবিত্র তো নিশ্চয়ই হতে হবে। অন্তরে খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। অহো ! বেহদের বাবা বলেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা আমায় স্মরণ কর তাহলেই তোমরা সত প্রধান হবে। বিশ্বের মালিক হবে। বাবা বাচ্চাদের কতখানি ভালোবাসেন। এমন নয় শুধু মাত্র টিচার রূপে পড়িয়ে বাড়ি ফিরে যান। ইনি তো হলেন পিতাও, শিক্ষকও। তোমাদের পড়ানও , স্মরণের যাত্রা করাও শেখান। এমন বিশ্বের মালিকে পরিণত করেন যিনি, পতিত থেকে পবিত্র করেন যিনি সেই বাবার সঙ্গে কত ভালোবাসা থাকা উচিত। সকাল সকাল উঠেই সর্ব প্রথম শিববাবাকে গুডমর্নিং করা উচিত। তোমরা যত ভালোবেসে স্মরণ করবে ততই খুশীতে থাকবে। বাচ্চাদের নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে আমরা সকালে উঠে বেহদের বাবাকে কতখানি স্মরণ করি। মানুষ তো ভক্তিও সকালেই করে তাইনা। কত ভালোবেসে ভক্তি করে। কিন্তু বাবা জানেন যে অনেক বাচ্চারা মন প্রাণ, প্রেম ভালোবাসা দিয়ে স্মরণ করেনা। সকালে উঠে বাবাকে গুডমর্নিং করলে, জ্ঞানের চিন্তন করলে খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে। বাবাকে গুডমর্নিং না করলে পাপের বোঝা নামবে কিভাবে। মুখ্য কথা হল স্মরণের। এর দ্বারা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্যে অনেক জমা হয়,

কল্প কল্পান্তর এই জমা ধন কাজে আসবে। খুব ধৈর্য সহকারে, গম্ভীরভাবে, বুঝে শুনে স্মরণ করতে হবে। মোটামুটি ভাবে যদিও বলা হয় আমরা বাবাকে খুব স্মরণ করি কিন্তু প্রকৃত স্মরণে পরিশ্রম আছে। যে বাবাকে বেশী স্মরণ করে সে কারেন্ট বেশী রিসিভ করে কারণ স্মরণের দ্বারা স্মরণ কানেক্ট হয়। যোগ ও জ্ঞান দুটি জিনিস কিনা। যোগের সাবজেক্ট আলাদা, খুব কঠিন সাবজেক্ট। যোগের দ্বারা-ই আত্মা সত প্রধান হয়। স্মরণের যাত্রা না করলে সতোপ্রধান হওয়া অসম্ভব। ভালো করে ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করলে অটোমেক্যালি সহজেই কারেন্ট রিসিভ করবে , হেলদি হয়ে যাবে। কারেন্টের দ্বারা আয়ুও বাড়ে। বাচ্চারা স্মরণ করে তো বাবাও সার্চ লাইট দেন। বাবা কত বিশাল খাজানা বাচ্চারা তোমাদের দিয়ে দেন।

মিষ্টি বাচ্চারা এই কথাটি পাকা স্মরণে রাখবে যে, শিববাবা আমাদের পড়ান। শিববাবা হলেন পতিত পাবনও, সদগতি দাতাও । সদগতি অর্থাৎ স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্তি। বাবা কত মিষ্টি মধুর। কত স্নেহের সঙ্গে বসে বাচ্চাদের পড়ান। বাপ দাদার সাহায্যে আমাদের পড়াচ্ছেন। বাবা হলেন কত মিষ্টি। কত ভালোবাসেন। কোনো কষ্ট দেন না। শুধু বলেন আমায় স্মরণ কর এবং চক্রকে স্মরণ কর। বাবার স্মরণে অন্তর স্থির হয়ে যাওয়া উচিত। একমাত্র বাবার-ই স্মৃতি থাকা উচিত কারণ বাবার কাছে খুব দামী বর্ষা প্রাপ্ত হয়। নিজেকে দেখা উচিত আমাদের বাবার সঙ্গে কতখানি ভালোবাসা আছে। কতখানি আমাদের মধ্যে বাবার প্রতি ভালোবাসা আছে। কতখানি দৈবী গুণ আছে কারণ তোমরা বাচ্চারা এখন কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছে। যত যোগে থাকবে তত কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হবে , সত প্রধান হবে। ফুলে পরিণত হলে আর এইখানে থাকতে পারবেনা। ফুলের বাগান হল স্বর্গ। যে অনেককে কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করে তাকেই প্রকৃত সুগন্ধিযুক্ত ফুল বলা হবে। কখনও কাউকে কাঁটা বিচ্ছেদ করবেনা। ক্রোধ হল বড় কাঁটা। অনেককে দুঃখ দেয়। এখন তোমরা বাচ্চারা কাঁটার দুনিয়া থেকে দূরে এসেছ , তোমরা এসেছ সঙ্গমে। যেমন মালি ফুলগুলিকে অন্য পাত্রে বের করে রাখে , ঠিক তেমনই তোমরা ফুল তোমাদের এখন সঙ্গম যুগী পাত্রে আলাদা রাখা হয়েছে। তারপর তোমরা ফুল রূপে স্বর্গে চলে যাবে। কলিযুগী কাঁটা ভস্ম হয়ে যাবে।

মিষ্টি বাচ্চারা জানে পারলৌকিক পিতার কাছে অবিনাশী বর্ষা প্রাপ্ত হয়। যারা প্রকৃত বাচ্চা হবে তাদের বাপদাদার সঙ্গে সত্যিকারের ভালোবাসা থাকবে , তাদের খুব খুশীর অনুভব হবে। আমরা বিশ্বের মালিক হই। হ্যাঁ পুরুষার্থের দ্বারা বিশ্বের মালিক হওয়া যায়। শুধু বললে নয়। যারা অনন্য বাচ্চারা আছে তাদের সর্বদা এই কথা স্মরণে থাকবে যে আমরা নিজের জন্য পুনরায় সেই সূর্যবংশী , চন্দ্রবংশী রাজ্যের স্থাপনা করি। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা যত তোমরা অন্যদের কল্যাণ করবে ততই তোমরা তার রিটার্ন প্রাপ্ত করবে। অনেককে পথ বলে দেবে তো অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে। জ্ঞান রঞ্জের ঝুলি ভরে দান করতে হবে। জ্ঞান সাগর তোমাদের রঞ্জের থালা ভরে দিয়েছেন। যারা সেসব রঞ্জের দান করে তারা-ই সকলের প্রিয় হয়। বাচ্চাদের মনে কত খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। সেন্সিবল বাচ্চারা বলবে আমরা বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্ষা প্রাপ্ত করব। একেবারে আনন্দিত হবে। বাবার সঙ্গে খুব ভালোবাসা থাকবে কারণ তারা জানে যে জীবন দাতা বাবা আমাদের আপন হয়েছেন। নলেজের বরদান এমন দেন যার দ্বারা আমরা কি থেকে কি রূপে পরিণত হই। ইন্সলেন্ট থেকে সলভেন্ট হই ! ভান্ডার এতখানি ভরপুর করে দেন। বাবাকে যত স্মরণ করবে তত ভালোবাসা অনুভব হবে , টান অনুভব হবে। সূঁচ পরিষ্কার হলে চুস্বকের দিকে আকৃষ্ট হয় তাইনা। বাবার স্মরণ দ্বারা কাট মিটে যাবে। একমাত্র বাবা ছাড়া অন্য কেউ স্মৃতিতে যেন না থাকে।

যেমন স্ত্রী নিজের স্বামীকে কত ভালোবাসে। তোমাদেরও বিবাহের পূর্বে আশীর্বাদ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে তাইনা! আশীর্বাদের অনুষ্ঠানের আনন্দ কখনও কম হয় কি? শিববাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদের আমার সঙ্গে আশীর্বাদ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে, ব্রহ্মার সঙ্গে নয়। আশীর্বাদের পরে তাঁরই স্মৃতি থাকা উচিত।

বাবা বোঝাচ্ছেন মিষ্টি বাচ্চারা গাফিলতি কোরোনা। স্ব দর্শন চক্রধারী হও, লাইট হাউস হও। স্ব দর্শন চক্রধারী হওয়ার প্র্যাক্টিস থাকলে তোমরা জ্ঞানের সাগর হয়ে যাবে। যেমন স্টুডেন্টরা পড়াশোনা করে টিচার হয়ে যায় তাইনা। তোমাদের এই হল পেশা। সবাইকে স্ব দর্শন চক্রধারী করো তবেই চরবর্তী রাজা রানী হবে তাই বাবা সর্বদা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন বাচ্চারা তোমরা স্ব দর্শন চক্রধারী স্বরূপে বসে আছ? বাবাও স্ব দর্শন চক্রধারী কিনা। বাবা এসেছেন তোমাদের অর্থাৎ মিষ্টি বাচ্চাদের ফেরত নিয়ে যেতে। বাচ্চারা তোমাদের ছাড়া আমারও যেন অশান্তি অনুভব হয়। যখন সময় হয় তখন অশান্তি অনুভব হয়। এখনই ফিরিয়ে আনতে যাই। বাচ্চারা দুঃখে আর্তনাদ করে। দয়া হয়। এবারে বাচ্চারা তোমাদের ফিরে যেতে হবে আত্মার নিবাস স্থানে। তারপর সেখান থেকে তোমরা সহজেই সুখধামে চলে যাবে। সেখানে আমি তোমাদের সঙ্গী হব না। নিজের নিজের অবস্থা অনুযায়ী তোমাদের আত্মা চলে যাবে।

বাচ্চারা তোমাদের এই নেশা থাকা উচিত আমরা রুহানী ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি। আমরা হলাম গডলি স্টুডেন্ট। আমরা মানুষ থেকে দেবতা অথবা বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছি। এর দ্বারা আমরা সমস্ত ডিগ্রী প্রাপ্ত করি। হেল্থ ভালো রাখার এজুকেশন প্রাপ্ত করি, ক্যারেক্টার শুধরে নেওয়ার নলেজ প্রাপ্ত করি। হেল্থ মিনিস্ট্রি, ফুড মিনিস্ট্রি, ল্যান্ড মিনিস্ট্রি, বিল্ডিং মিনিস্ট্রি সবই এর মধ্যে এসে যায়। তোমরা হলে বড় মাপের ড্রেজারার। তোমাদের মতন অমূল্য খাজানা আর কারো কাছে থাকতে পারেনা। এমন ভাবে বাচ্চারা তোমাদের বিচার সাগর মন্থন করে রুহানী নেশায় থাকতে হবে।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যখন কোনো সভায় ভাষণ কর বা কাউকে বোঝাও তখন ক্ষণে ক্ষণে বলা যে নিজেকে আত্মা ভেবে পরম পিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো। এই রূপ স্মরণের দ্বারা তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে, তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। ক্ষণে ক্ষণে এই কথাটি স্মরণ করতে হবে। কিন্তু এই কথাটি তোমরা তখনই বলতে পারবে যখন নিজে স্মরণে থাকবে। এই বিষয়েই বাচ্চারা খুব দুর্বল। স্মরণে থাকবে তখন অন্যদের বোঝালে প্রভাব পড়বে। তোমাদের বেশী বলার প্রয়োজন নেই। আত্মা অভিমানী হয়ে একটু বোঝালেও তীর লেগে যাবে। বাবা বলেন পাস্ট ইজ পাস্ট অর্থাৎ যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। এবারে সর্ব প্রথম নিজেকে পরিবর্তন কর। নিজে স্মরণ করবেনা আর অন্যদের বলবে, এইরূপ মিথ্যা ভাবনা নিয়ে চলতে পারবেনা। অন্তরে দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে। বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভালোবাসা নেই অর্থাৎ শ্রীমৎ অনুসারেও চলবেনা। বেহদের বাবার মতন শিক্ষা তো আর কেউ দিতে পারেনা। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা এই পুরানো দুনিয়াকে এবারে ভুলে যাও। পরে গিয়ে তো সব ভুলেই যেতে হবে। বুদ্ধি যুক্ত থাকে শান্তিধাম ও সুখধামের দিকে। বাবাকে স্মরণ করতে করতে বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। পতিত আত্মারা যেতে পারবেনা। সেইটি হল পবিত্র আত্মাদের নিবাস। এই শরীর পঞ্চ তত্ত্বে নির্মিত। তাই পঞ্চ তত্ত্ব এই স্থানে নিবাসের জন্যে আকৃষ্ট করে কারণ আত্মা যেন এখানকার সম্পত্তি ধারণ করেছে, তাই শরীরের

প্রতি মমত্ব থাকে। এবারে এসবের থেকে মমত্ব মিটিয়ে নিজ গৃহে ফিরে যেতে হবে। সেখানে তো পাঁচ তত্ত্ব হয়না। সত্যযুগেও শরীর যোগ বলের দ্বারা নির্মিত হয় , প্রকৃতি সত প্রধান হয় তাই আকৃষ্ট করেনা। দুঃখ হয়না। এইসব খুবই গুহ্য বুদ্ধবার কথা। এখানে পঞ্চ তত্ত্বের বল আত্মাকে আকৃষ্ট করে তাই শরীর ত্যাগ করার ইচ্ছে হয়না। যদিও এই বিষয়ে খুশী হওয়া উচিত। পবিত্র হয়ে শরীর এমন সহজ ভাবে ত্যাগ হবে যেন মাখনের মধ্যে থেকে চুল বের করা হয়। সুতরাং শরীরের প্রতি , অন্য সব কিছুর প্রতি মমত্ব মিটিয়ে দিতে হবে। এর সঙ্গে আমাদের কোনও কানেকশন নেই। আমরা ফিরে যাই বাবার কাছে। এই দুনিয়া থেকে আমরা অনেক আগেই নিজের ব্যাগ ব্যাগেজ প্যাক করে পাঠিয়ে দিয়েছি। সঙ্গে তো যাবেনা। শুধু আত্মাদের ফিরতে হবে। শরীর টি ও ত্যাগ করে যেতে হবে। বাবা নতুন শরীরের দর্শন করিয়েছেন। হীরে জহরাতের মহল প্রাপ্ত হবে। এমন সুখধামে যাওয়ার জন্যে কত পরিশ্রম করা উচিত। ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়। রাতদিন খুব ধন উপার্জন করতে হবে তাই বাবা বলেন যে নিদ্রা জিত বাচ্চারা , মামেকম স্মরণ করো এবং বিচার সাগর মন্থন করো। ড্রামার রহস্য টি বুদ্ধিতে রাখলে বুদ্ধি একেবারে শীতল হয়ে যায়। যে বাচ্চারা মহারথী হবে তারা অচল থাকবে। শিববাবা কে স্মরণ করলে তিনি সামলাবেন।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে শান্তি দান করেন। তোমাদেরও শান্তি দান করতে হবে। তোমাদের এই বেহদের শান্তি অর্থাৎ যোগ বল অন্যদেরও একদম শান্ত করে দেবে। চটপট জেনে যাবে। এরা আমাদের কুলের কিনা। আত্মার খুব সহজে টান অনুভব হবে যে ইনি হলেন আমাদের বাবা। নাড়ি দেখতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে দেখো যে এই আত্মা আমাদের কুলের কিনা। যদি হবে তবে একদম শান্ত হয়ে যাবে। যারা এই কুলের হবে তাদেরই এইসব কথায় রুচি আসবে। বাচ্চারা স্মরণ করে তো বাবাও স্নেহ করেন। আত্মাকে স্নেহ করা হয়। এই কথাও জানে যারা অনেক ভক্তি করেছে তারা-ই বেশি পড়াশোনা করবে। তাদের মুখশ্রী দেখে বোঝা যাবে যে তারা বাবাকে কতটা ভালোবাসে। আত্মা বাবাকে দেখে। আমরা আত্মা বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। বাবাও বোঝেন কত সূক্ষ্ম বিন্দু আত্মাকে পড়াই। পরের দিকে তোমাদের এমন অবস্থা হবে। বুঝবে আমরা ভাই ভাইকে পড়াই। চেহারা বোনের হলেও দৃষ্টি আত্মার দিকে যাবে। শরীরের দিকে একেবারেই যেন দৃষ্টি না যায় , এতেই পরিশ্রম আছে। এইসব খুব গুহ্য কথা। খুব উঁচু এই পড়াশোনা। ওজন করলে এই পড়াশোনার দিকটা খুব ভারী হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অতীতকে অতীত ভেবে প্রথমে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে। আত্ম অভিমানী থাকার পরিশ্রম করতে হবে। বেশি কথা বলবে না ।

২) নিজের ঝুলি জ্ঞান রত্নের দ্বারা ভর্তি করতে হবে এবং সেসব রত্নের দান করে অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হতে হবে । সকলের প্রিয় হতে হবে। অপার খুশীর অনুভূতিতে থাকতে হবে।

বরদান :- যথার্থ শ্রেষ্ঠ হ্যান্ডলিং দ্বারা সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্তকারী সকলের স্নেহী হও।

ব্যাখ্যা: যেমন বাবা কোনও বাচ্চার দুর্বলতা দেখেন না, সাহস জুগিয়ে দেন, বলেন – তোমরা আমার ছিলে, আছো এবং সदा থাকবে, এমন ভাবে ফলো ফাদার করো। প্রত্যেকের বিশেষত্ব দেখে সম্বন্ধ সম্পর্কে এগিয়ে যাও তাহলেই আত্মাদের মনে স্বতঃ আত্মিক স্নেহ উৎপন্ন হবে এবং বাবার সাথে সাথে সকলের স্নেহী হয়ে যাবে। যেখানে আত্মিক স্নেহ থাকে সেখানে সदा সকলের দ্বারা সদ্ভাবনা, সহযোগের ভাবনা স্বতঃই আশীর্বাদ স্বরূপ প্রাপ্ত হবে, একেই রুহানী হ্যান্ডলিং বলা হয়।

স্লোগান : নিজের শ্রেষ্ঠ সংকল্পের একাগ্রতা দ্বারা, অন্য আত্মাদের চঞ্চল বুদ্ধিকে একাগ্র করে দেওয়াই হল প্রকৃত সেবা।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা জ্ঞানের স্যাকারিন পেয়েছ, এক ফোঁটা সেই স্যাকারিন হল মন্মনাভব, এই পুষ্টিকর খাবার সবাইকে খাওয়াতে থাকো"

প্রশ্ন:- প্রকৃত মঙ্গল কামনা ও আতিথেয়তা কি ? সবার কিরূপ রুহানী আতিথেয়তা তোমাদের করতে হবে ?

উত্তর :- প্রত্যেককে বাবার পরিচয় দেওয়া, এই হল প্রকৃত মঙ্গল কামনা ও আতিথেয়তা। তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে সবাইকে খুশীর খোরাক খাওয়াও। বেহদের পিতার দ্বারা জীবনমুক্তির খোরাক যা তোমরা পেয়েছ, সেসব সবাইকে দান করো। অতীন্দ্রিয় সুখে থেকে সবাইকে জ্ঞান যোগের ফার্স্ট ক্লাস খোরাক খাওয়ানো, এই হল সবচেয়ে ভালো রুহানী আতিথেয়তা।

ওম শান্তি । জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করেন রুহানী বাবা, তিনি বসে রুহানী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র বাবা ছাড়া আর অন্য কেউ দিতে পারেনা। এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছ। এখন তোমরা জানো যে এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তিত হবে। মানুষ এসব জানেনা - কে পরিবর্তন করবেন কিভাবে করেন কারণ তাদের কাছে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র নেই। বাচ্চারা তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছ যার দ্বারা তোমরা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জেনেছ। এ হল জ্ঞানের স্যাকারিন। এক কণা স্যাকারিনের স্বাদও খুব মিষ্টি হয়। জ্ঞানেরও একটি অক্ষর হল মন্মনাভব। সবচেয়ে মিষ্টি। নিজেকে আত্মা ভেবে পিতাকে স্মরণ করো। বাবা শান্তি ধাম ও সুখ ধামের পথ বলে দিচ্ছেন। বাবা এসেছেন বাচ্চাদের স্বর্গের অধিকার দিতে। তাই বাচ্চাদের কত খুশী হওয়া উচিত। বলাও হয় খুশীর মতন খোরাক অর্থাৎ পুষ্টিকর খাদ্য আর কিছু নেই । যে সর্বদা খুশীতে থাকে মজায় থাকে তার জন্যে খুশিটাই হল খোরাক। ২১ জন্ম মজায় থাকার জন্যে এই হল খুবই পুষ্টিকর খাদ্য। এই খাদ্য সর্বদা একে অপরকে খাওয়াতে থাকো। একে অপরের বিশেষ ভাবে আতিথেয়তা খুশী দিয়েই করতে হবে। এমন আপ্যায়ন কোনো মানুষ অন্য মানুষের করতে পারেনা।

তোমরা বাচ্চারা শ্রীমৎ অনুসারে সকলের রুহানী আপ্যায়ন কর। প্রকৃত মঙ্গল কামনাও হল এটাই, কাউকে বাবার পরিচয় দেওয়া। মিষ্টি বাচ্চারা জানে বেহদের বাবার কাছে আমরা জীবন মুক্তির পুষ্টিকর ভোজন প্রাপ্ত করি। সত্যযুগে ভারত জীবন মুক্ত ছিল, পবিত্র ছিল। বাবা সর্ব শ্রেষ্ঠ খোরাক দেন, তবেই তো গায়ন আছে অতীন্দ্রিয় সুখ জিজ্ঞাসা করতে হলে গোপ গোপীকাদের জিজ্ঞাসা কর। এই হল জ্ঞান ও যোগের ফার্স্ট ক্লাস ওয়ান্ডার ফুল খোরাক এবং এই খোরাক একমাত্র রুহানী সার্জনের কাছে আছে, আর কেউ এই খোরাকের কথা জানেনা। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদের জন্যে হাতের মুঠোয় উপহার নিয়ে এসেছি। মুক্তি, জীবন মুক্তির এই উপহার আমার কাছেই আছে। কল্প কল্প আমি এসে তোমাদের প্রদান করি। সেসব রাবণ কেড়ে নেয়। তাহলে এখন বাচ্চারা তোমাদের খুশীর পারদ কতখানি উর্দ্ধে থাকা উচিত। তোমরা জানো একমাত্র বাবা, টিচার ও প্রকৃত সদগুরু আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন। (মোস্ট বিলাভড) অতিপ্রিয় বাবার থেকে আমরা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করি। কিছু কম কথা নয় ! তাই সর্বদা আনন্দিত থাকা উচিত। গডলি স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দি বেস্ট অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ছাত্র জীবন হল সর্বোত্তম। এইসব তো এখনকার-ই গায়ন

তাইনা। তারপর নতুন দুনিয়ায় তোমরা সর্বদা খুশীর অনুষ্ঠান করবে। দুনিয়া জানেনা প্রকৃত খুশীর অনুষ্ঠান কবে পালন হবে । মানুষের তো সত্যযুগের বিষয়ে কোনো জ্ঞান-ই নেই। তাই এখানেই উৎসব পালন করতে থাকে। কিন্তু এই পুরানো তম প্রধান দুনিয়ায় খুশী আসবে কোথা থেকে। এখানেতো গ্রাহি গ্রাহি করতে থাকে। এই হল কত দুঃখের দুনিয়া।

বাবা তোমাদের কত সহজ পথ বলে দেন। গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকো। ব্যবসা ইত্যাদি করতে করতে আমায় স্মরণ করতে থাকো। যেমন প্রেমিক প্রেমিকারা থাকে। তারা তো একে অপরকে স্মরণ করতে থাকে। তারা একে অপরের প্রেমিক প্রেমিকা হয়। এখানে সেই কথা নেই , এখানে তো তোমরা সবাই একমাত্র প্রিয়তমর জন্ম জন্মান্তর ধরে প্রেমিকা হয়ে থাকো। বাবা কখনও তোমাদের প্রেমিকা হন না। বরং তোমরা সেই প্রিয়তমর সঙ্গে দেখা করার জন্যে যুগ যুগ স্মরণ করেছে। যখন দুঃখ অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পায় তখন বেশী স্মরণ করা হয়। গায়নও আছে দুঃখে স্মরণ সবাই করে, সুখে করে না কেউ। এই সময় বাবাও হলেন সর্ব শক্তিমান, তো দিন প্রতিদিন মায়াও সর্ব শক্তিমান -- তমোপ্রধান হয়ে যায় তাই এখন বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা দেহি-অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা ভেবে আমি পিতা আমায় স্মরণ করো এবং সাথে সাথে দৈবী গুণও ধারণ করো তাহলে তোমরা এমন লক্ষ্মী নারায়ণে পরিণত হবে। এই পড়াশোনায় মুখ্য কথা হল স্মরণের। উঁচু থেকে উঁচু বাবাকে অনেক ভালোবাসা, স্নেহ সহকারে স্মরণ করা উচিত। তিনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু, নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। বাবা বলেন আমি এসেছি বাচ্চারা তোমাদের বিশ্বের মালিক করতে তাই এখন আমায় স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের অনেক জন্মের পাপ নষ্ট হবে। পতিত পাবন বাবা বলেন তোমরা অনেক পতিত হয়েছ তাই এখন তোমরা আমায় স্মরণ করো তো তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। পতিত পাবন বাবাকেই আহবান করে তাইনা। এবারে বাবা এসেছেন, তো অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। বাবা হলেন দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। নিশ্চয়ই সত্যযুগে যখন পবিত্র দুনিয়া ছিল তখন সবাই সুখী ছিল। এখন বাবা আবার বলছেন বাচ্চারা শান্তি ধাম ও সুখ ধামকে স্মরণ করতে থাকো। এখন হল সঙ্গম যুগ। মাঝি তোমাদের ভবসাগর পার করিয়ে দেন। নৌকা সংখ্যায় কোনো একটি নয় বরং সম্পূর্ণ দুনিয়া হল একটি বিশাল জাহাজ স্বরূপ, তোমাদের পার করিয়ে দেন।

মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদের কত খুশী হওয়া উচিত। তোমাদের জন্যে সর্বদা খুশী রয়েছে। বেহদের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। বাঃ ! এইরকম তো কখনও না কেউ শুনেছে, না পড়েছে। ভগবানুবাচঃ আমি রুহানী বাচ্চারা তোমাদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি, তাই ঠিক মত শেখা উচিত। ধারণা করা উচিত। ভালো ভাবে পড়াশোনা করা উচিত। পড়াশোনায় নম্বর অনুযায়ী পজিশন তো থাকেই। নিজেকে দেখা উচিত যে আমি কি ? উত্তম, মধ্যম বা কনিষ্ঠ ? বাবা বলেন নিজেকে দেখ আমি কি উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্যে যোগ্য হয়েছি ? রুহানী সার্ভিস করি কি ? কারণ বাবা বলেন বাচ্চারা সার্ভিসেবল হও , ফলো করো। আমি এসেছি সার্ভিসের জন্যে। প্রতিদিন সার্ভিস করি তাই এই রথের আধার নিয়েছি। এই রথ (ব্রহ্মার রথ) অসুস্থ হলে আমি এই রথে বসে মুরলি লিখি। মুখে বলতে পারেনা তো আমি লিখি , যাতে বাচ্চাদের জন্যে মুরলি যেন মিস না হয় অর্থাৎ আমিও সার্ভিসে উপস্থিত তাইনা। এই হল রুহানী সার্ভিস। তোমরাও বাবার সার্ভিসে যুক্ত হও। অন গড ফাদারলি সার্ভিস। সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক স্বয়ং বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক করেন। যারা ভালো পুরুষার্থ করে তাদের মহাবীর বলা হয়। দেখা হয় মহাবীর কে, যে বাবার নির্দেশ অনুযায়ী চলে।

বাবার আদেশ হল নিজেকে আত্মা ভেবে ভাই ভাইকে দেখা। এই শরীরকে ভুলে যাও। বাবাও শরীর দেখেননা। বাবা বলেন আমি আত্মাদের দেখি। যদিও এই জ্ঞান তো আছে যে আত্মা শরীর ছাড়া কথা বলতে পারেনা। আমিও এই শরীরে এসেছি, লোন নিয়েছি। শরীরের সঙ্গেই আত্মা পড়া করতে পারে। বাবার বৈঠক স্থল এইখানে। এইটি হল অকাল তথ্য। আত্মা হল অকাল মূর্ত। আত্মা কখনও ছোট বড় হয়না, শরীর ছোট বড় হয়। যে আত্মারা আছে, তাদের সবার তথ্য হল এই ব্রহ্মকুটির মাঝখানে। শরীর তো সবারই ভিন্ন ভিন্ন হয়। কারো অকাল তথ্য পুরুষের, কারো স্ত্রীর। কারো আবার বাচ্চার। বাবা বসে বাচ্চাদের রুহানী ড্রিল শেখান। যখন কারো সঙ্গে কথা বলবে তখন প্রথমে নিজেকে আত্মা ভাববে। আমি আত্মা অমুক ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি। বাবার সংবাদ দিই যে শিববাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারা মরচে বা জড় মিটবে। সোনায়ে যখন খাদ পড়ে তখন সোনার দাম কমে যায়। তোমরা আত্মা, মরচে পড়ে তোমাদের ভ্যালু কমে গেছে। এখন আবার পবিত্র হতে হবে। তোমরা আত্মারা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছ। সেই নেত্র দিয়ে নিজের ভাইদের দেখো। ভাই ভাই দেখলে কর্মেন্দ্রিয় চঞ্চল হবেনা। রাজ্য ভাগ্য নিতে হবে, বিশ্বের মালিক হতে হবে, তার জন্যে এই পরিশ্রম করো। ভাই ভাই ভেবে সবাইকে জ্ঞান দাও। তাহলে এই অভ্যাস পাকা হয়ে যাবে। তোমরা সবাই হলে সত্যিকারের ব্রাদার্স। বাবাও এসেছেন উপর থেকে, তোমরাও এসেছ। বাবা বাচ্চাদের সঙ্গে সার্ভিস করছেন। বাবা সার্ভিস করার সাহস দেন। হিম্মতে মর্দা, মদদে খুদা (যে মানুষ সাহস করে, ভগবান তার সাহায্য করেন) তো এই প্র্যাক্টিস করতে হবে -- আমি আত্মা ভাইকে পড়াই। আত্মা-ই তো পড়ে তাইনা। একেই স্পিরিচুয়াল নলেজ বলা হয়। যে নলেজ রুহানী পিতার কাছেই প্রাপ্ত হয়। সঙ্গমে বাবা এসে এই নলেজ দেন যে নিজেকে আত্মা ভাবো। তোমরা অশরীরী এসেছিলে তারপরে এখানে এসে শরীর ধারণ করেছ এবং ৬৪ জন্মের পার্ট প্লে করেছ। এখন ফিরে যেতে হবে তাই নিজেকে আত্মা ভেবে ভাই ভাই এর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। এই পরিশ্রম করতে হবে। নিজের পরিশ্রম করতে হবে, অন্যেরটা দেখে আমাদের কি লাভ হবে। চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম অর্থাৎ প্রথমে নিজেকে আত্মা ভেবে তারপরে ভাইদের বোঝাও তো ভালো ভাবে তারা বুঝবে। নিজের সেবায় এই শক্তি ভরতে হবে। পরিশ্রম করলে তবেই উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে। বাবা এসেছেন ফল দিতে তো পরিশ্রম করতে হবে। সবকিছু সহ্য করতে হবে।

তোমায় কেউ উল্টো কথা বললে তোমরা চুপ করে থাকবে। তোমরা চুপ থাকলে অন্যরা কি করবে। তালি দুই হাত দিয়েই বাজে। একজন মুখ দিয়ে তালি বাজালে, অন্যজন চুপ করে থাকলে সেও নিজে নিজেই চুপ হয়ে যাবে। তালি দিয়ে তালি বাজালে আওয়াজ হয়। বাচ্চাদের একে অপরের কল্যাণ করতে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা সর্বদা খুশীতে থাকতে চাও তো মন্বনাভব। নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। ভাইদের (আত্মাদের) দিকে দেখো। ভাইদেরও এই নলেজ দাও। এই অভ্যাস হয়ে গেলে কখনও ক্রিমিনাল চোখ হবেনা। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দ্বারা তৃতীয় নেত্রকে দেখো। বাবা তোমাদের আত্মাকেই দেখেন। চেষ্টা করতে হবে যেন সর্বদা আত্মাকেই দেখা হয়। শরীর কে নয়। যখন যোগ করাও তখনও নিজেকে আত্মা ভেবে ভাইদের দেখলে সার্ভিস ভালো হবে। বাবা বলেন ভাইদের বোঝাও। ভাইরা সবাই বাবার কাছে বর্সা (স্বর্গের অধিকার) প্রাপ্ত করে। এই রুহানী নলেজ একবারই তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা প্রাপ্ত কর। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ তারপরে দেবতায় পরিণত হও। এই সঙ্গম যুগকে ছেড়ে দিলে পার হবে কিভাবে। ঝাঁপ দেবে কি। এই হল ওয়ান্ডার ফুল সঙ্গম যুগ। তাই বাচ্চাদের রুহানী যাত্রায় থাকার অভ্যাস করতে হবে। তোমাদের লাভের কথা। বাবার শিক্ষা ভাইদের দিতে হবে। বাবা বলেন আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের জ্ঞান দিচ্ছি। আত্মাকে

দেখি। মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলবে তো মুখ দেখবে তাইনা। তোমরা আত্মার সঙ্গে কথা বলো তো আত্মাকেই দেখতে হবে। যদিও জ্ঞান দেবে শরীর দ্বারা কিন্তু এই বিষয়েই শরীরের ভান মেটাতে হবে। তোমাদের আত্মা জানে পরমাত্মা পিতা আমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন। ঊনার কাছে নলেজ প্রাপ্ত করি। একেই বলা হয় আত্মার সঙ্গে আত্মার স্পিরিচুয়াল জ্ঞানের দেওয়া নেওয়া। আত্মার মধ্যে জ্ঞান আছে। আত্মাকেই জ্ঞান দিতে হবে। এই হল এমন শক্তি। তোমাদের মধ্যে এই জ্ঞানের শক্তি ভরে গেল কাউকে বোঝালেই সে চট করে বুঝবে। বাবা বলেন প্র্যাক্টিস করে দেখ বোঝাতে পারছ কিনা। এই রূপ নতুন অভ্যাস করতে হবে তাহলেই শরীরের ভান মিটে যাবে। মায়ার ঝড় কম আসবে। খারাপ চিন্তা আসবেনা। ক্রিমিনাল চোখ হবেনা। আমরা আত্মারা ৮৪ -র চক্র পূর্ণ করেছি। এখন নাটক শেষ হচ্ছে। এখন বাবার স্মরণে থাকতে হবে। স্মরণের দ্বারা তম প্রধান থেকে সত প্রধান হয়ে, সত প্রধান দুনিয়ার মালিক হব। কত সহজ। বাবা জানেন বাচ্চাদের এই শিক্ষা দেওয়াও আমার-ই পাট। কোনো নতুন কথা নয়। প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পরে আমাকে আসতে হয়। আমি বন্ধনে যুক্ত, বাচ্চাদের বসে বোঝাই -- মিষ্টি বাচ্চারা রুহানী স্মরণের যাত্রায় থাকো তাহলে অন্ত মতি সেই গতি হয়ে যাবে। এইটি তো অন্ত সময় তাইনা। মামেকম স্মরণ কর তাহলে তোমাদের সদগতি হয়ে যাবে। স্মরণের যাত্রার পায়া গুলি শক্ত হয়ে যাবে। এইরূপ দেহি-অভিমানী হওয়ার শিক্ষা তোমরা একবার-ই প্রাপ্ত কর। কত ওয়ান্ডার ফুল এই জ্ঞান। বাবা হলেন ওয়ান্ডার ফুল তাই বাবার জ্ঞানও হল ওয়ান্ডার ফুল। কখনও কেউ বলতে পারবেনা। এখন ফিরে যেতে হবে তাই বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা এইরকম প্র্যাক্টিস করো। নিজেকে আত্মা ভেবে আত্মাকে জ্ঞান দাও। তৃতীয় নেত্রের সাহায্যে ভাই ভাই কে দেখো। এতেই খুব পরিশ্রম। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) আত্মা ভাই ভাই-কে দেখার অভ্যাস করতে হবে। নিজেকে আত্মা ভেবে ভাই ভাইকে জ্ঞান দান করতে হবে। মহাবীর রূপে এই আদেশ পালন করতে হবে।

২) তোমায় কেউ উল্টো কথা বললে তোমরা চুপ করে থাকো। দুই হাতে তালি বাজে, একজন মুখের তালি বাজালেও অন্যজন চুপ থাকলে সে নিজে থেকেই চুপ হয়ে যাবে।

বরদান :- মন-বচন-কর্ম, তিনটি সেবার খাতায় জমা বৃদ্ধিকারী যজ্ঞ স্নেহী হও।

ব্যাখা: বাপদাদার কাছে সব বাচ্চাদের সেবার তিনটি জমার খাতা আছে। যে যজ্ঞ স্নেহী হয় সে মন-বচন-কর্ম, তন মন ও ধন দ্বারা তিনটি সেবায় সদা সহযোগী হয়। প্রত্যেকটি খাতায় ১০০ নম্বর আছে। যদি কারো বচন দ্বারা সেবায় ডিউটি রয়েছে তবুও মন ও কর্মের সেবার পার্সেন্টেজ যেন কম না হয়। বচন দ্বারা সেবা খুবই সহজ কিন্তু মনের সেবায় বিশেষ একাগ্রতার প্রয়োজন রয়েছে এবং কর্ম শুধুমাত্র স্থূল সেবা নয় কিন্তু সংগঠনে সম্বন্ধ সম্পর্কে আসা -- এও কর্মের খাতায় জমা হয়।

স্লোগান - নিজের উপরে রাজস্ব করে স্ব রাজ্য অধিকারী হও, সঙ্গী সাথীদের উপরে রাজস্ব করে নয়।

পরম পূজ্য হওয়ার আধার

তোমরা সবাই মেলা উদযাপন করতে মহান তীর্থ, মধুবনে চতুর্দিক থেকে এসে পৌঁছেছ। এই মহান তীর্থের স্মৃতিচিহ্নরূপে রূপে এখনও অন্য তীর্থস্থান গুলোতে মেলা হয়। এখনো তোমরা দেখতে বা শুনতে পারো এই সময়ের সব শ্রেষ্ঠ কর্মের স্মরণিক কোনো চরিত্রে অর্থাৎ দৈবী কার্যকলাপে এবং গীতের মধ্যে। তোমরা শ্রেষ্ঠ চৈতন্য আত্মারা নিজের চিত্র এবং চরিত্র দেখছও, শুনছও। এমন সময়ে তোমাদের বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ কি সঙ্কল্প আছে? বুঝতে পারছো তো যে সেই চরিত্র তোমাদেরই ছিলো, এখন সেই তোমরাই হচ্ছে এবং কল্প কল্প তোমরাই আবার একবার হবে! এই 'আবার একবার'-এর নলেজ বা স্মৃতি কোনো আত্মা, মহান আত্মা, ধর্মাত্মা এবং ধর্ম পিতারও নেই। কিন্তু তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মাদের স্মৃতি বা নলেজ এত স্পষ্ট যে, পাঁচ হাজার বছরের সবকিছু যেন কালকের ব্যাপার! তোমরাই সেই, যারা কাল ছিলে, আজ আছ এবং আবার কাল হবে। সুতরাং, আজ আর কাল (গতকাল এবং আগামীকাল) এই দুই শব্দে পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস মিশে আছে। এত সহজ আর স্পষ্টভাবে তোমরা এটা অনুভব করো? তোমরা কি মনে করো অন্য কেউ হবে, নাকি তোমরাই ছিলে আর এখন তোমরাই আছ? জড় চিত্রে নিজের চৈতন্য শ্রেষ্ঠ জীবনের সাক্ষাৎকার হয়, অথবা মনে হয় ছবি সবই মহারথীদের নাকি সেগুলো সব তোমাদের? ভারতে তেত্রিশ কোটি দেবতাদের তারা নমস্কার জানায়, অর্থাৎ যদি তারা তাঁদের সবার পূজা না করে, তারা অন্ততঃ তোমরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যারা সেই দেবতা বংশের, তাদের বংশেরও বংশের মহিমা করে। সুতরাং ভাবো যারা পূর্বজ হবে তাদের নাম কতো শ্রেষ্ঠ হবে এবং পূর্বজদের পূজনও কত শ্রেষ্ঠ হবে! গায়ন ন'লাথের, তার আগে ১৬ হাজারের গায়ন আছে এবং তাদের আগে ১০৮ এর গায়ন, আরও আগে আটের। তাদেরও আগে যুগল দানার। নম্বরের ভিত্তিতে, তাই না! গায়ন তো সবারই, কারণ সবাই তোমরা ভাগ্যবিধাতা বাবার বাচ্চা হয়েছ, এই ভাগ্যের কারণে তোমাদের মহিমা ও পূজন দুইই হয়। যতই হোক, পূজন হয় দুই ধরনের। এক তো হয় ভালোবেসে যথার্থ বিধিতে আর এক হয় কেবলমাত্র নিয়ম রক্ষার্থে। দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ তো আছে, তাই না! সুতরাং নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, কোন্ ধরনের পূজার পূজ্যস্বরূপ আত্মা তুমি! তোমাদের আগেই বলা হয়েছিলো, কোনো কোনো ভক্ত ভয় থেকে পূজা করে, যেন দেবতা রুষ্ট না হয়। আর কোনো কোনো ভক্ত লোক দেখানো পূজা করে। কেউ কেউ মনে করে ভক্তির নিয়ম এবং কর্তব্য তাদের পালন করতে হবে। সেখানে মনের ইচ্ছা হোক বা না হোক কিন্তু পালন করতে হবে। তারা মনে করে এটা তাদের একান্ত করণীয়। তা সে কোনো না কোনো ভাবে চার ধরনের ভক্ত হয়। এখানেও, যারা দেব আত্মা হয়, নিজেদের ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলে, তারাও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। নাস্ত্রার ওয়ান পূজ্য আত্মারা প্রতিনিয়ত সহজভাবে যথার্থ বিধিতে স্নেহ, স্মরণ এবং সেবার সাথে যোগী আত্মা হয়ে সকল দিব্যগুণ ধারণ করে চলে। তারা যথার্থ বিধি প্রয়োগ করে চারটি সাবজেক্টই সিদ্ধি লাভ করেছে। দ্বিতীয় নম্বর পূজ্য আত্মারা বিধিপূর্বক করে না ঠিকই, কিন্তু নিয়ম মনে করে সব কিছু করে। তারা চারটি সাবজেক্ট পুরোপুরি অনুসরণ করে, কিন্তু সফলতার প্রাপ্তিস্বরূপ হয়ে বিধিপূর্বক করে না। কিন্তু তারা বুঝতে পারে নিয়ম অনুসারে তাদের চলতে হবে, করতে হবে, এই লক্ষ্য নিয়ে যত নিয়ম তারা অনুসরণ করে সেই অনুযায়ী প্রাপ্তি অনুভব করে তারা এগিয়ে চলে। হৃদয়ের স্নেহ সবকিছু স্বাভাবিক এবং সহজ বানায় আর নিয়মানুসারীদের কখনো সহজ কখনো মুশকিল মনে হয়। তাদের কখনো মেহনত করতে

হয় আবার কখনো সেই ভালোবাসার অনুভবও করে। নান্দার ওয়ান আত্মা লাভলীন থাকে এবং দ্বিতীয় নান্দার আত্মা শুধু ভালোবাসায় থাকে। তৃতীয় নান্দার আত্মা মেজরিটি সময় চারটে সাবজেক্টই হৃদয় দিয়ে করে না, শুধু দেখানো মাত্র করে। স্মরণেও বসবে নামীগ্রামী হওয়ার মনোভাব নিয়ে। তারা খুব লোক দেখানো সেবাও করে। সময় অনুসারে তারা সাময়িক রূপও ধারণ করে নেবে, কিন্তু তাদের মগজ তীক্ষ্ণ হলেও হৃদয় শূন্য। চতুর্থ নান্দার আত্মা ভয় থেকে সবকিছু করে - কেউ কিছু তাদের যেন বলতে না পারে - "এ তো এইরকমই লাস্ট নন্দর আত্মা" অথবা "এ তো এমন আত্মা বেশি দূর এগোতে পারবে না।" এইভাবে কেউ তাদের এই নজরে কিন্তু দেখেনা। তারা ব্রাহ্মণ হয়েছে এবং শূদ্র জীবনও ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু তারা দুটোর একটা থেকেও বেরোতে চায়না। শূদ্র জীবন পছন্দ নয়, আর ব্রাহ্মণ জীবনে বিধিপূর্বক চলার সাহস নেই, সেইজন্য বাধ্যবাধকতায় তারা সমুদ্র-মাঝে এসে গেছে। তারা এভাবেই বাধ্য হয়ে ভয়ের সাথে চলতে থাকে আর এভাবেই কখনো কখনো তারা তাদের শ্রেষ্ঠ জীবনের অনুভবও করে। এইজন্য এই জীবন ছেড়ে চলে যেতে পারেনা। এমন আত্মাদের বলা হবে চতুর্থ নন্দর পূজ্য আত্মা। শুধু কোনো কোনো সময় তাদের আরাধনা হয়, বিপদের সম্ভাবনায় ভীত ভক্ত বাধ্য হয়ে দায়িত্ব পূরণের জন্য তাদের পূজা করে। যারা লোক-দেখানো পূজা করে তারা অন্তর থেকে নয়, তাদের পূজা শুধুমাত্র দেখানো। এভাবেই তারা চালিয়ে যেতে থাকে। তাহলে চার প্রকার পূজ্যই দেখেছ, তাই না ! এখন তোমরা যেমন হবে, সেইরকমই সত্যযুগ ত্রেতার রয়্যাল ফ্যামিলি বা প্রজা, নন্দর অনুযায়ী হবে এবং দ্বাপর কলিযুগের ভক্তদের মালাও সেইরকমই হবে। এখন নিজেদের জিজ্ঞাসা করো যে তুমি কে ! অথবা, তুমি কি এই চার প্রকারের মধ্যে পালা - অনুসারী আত্মা, কখনো কোথাও তো কখনো আর কোথাও চক্র লাগাও ? নয়তো, ভাগ্যবিধাতা বাবার বাচ্চা হয়েছে, পূজ্য তো অবশ্যই হবে। তোমরা নামীগ্রামী (প্রসিদ্ধ) হবে অর্থাৎ যারা শ্রেষ্ঠ পূজ্য, ১৬ হাজার পর্যন্ত তো নন্দরক্রম অনুসারেই হয়ে যায়। বাকি ন'লাখ লাস্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ কলিযুগের শেষ সময় পর্যন্ত কমবেশী পূজ্য হয়ে যায়। তাহলে বুঝেছ তোমরা সবাই গায়নের উপযুক্ত। গায়নের আধার হলো ভাগ্যবিধাতা বাবার হওয়া এবং পূজনের আধার হলো চার সাবজেক্টে পবিত্রতা, স্বচ্ছতা, সততা এবং ন্যায় পরায়ণতা। বাপদাদা এমন আত্মাদের স্নেহের সুমনে (ফুলে) পূজন অর্থাৎ, এমন আত্মাদের তিনি শ্রেষ্ঠ মানেন। পরিবারও শ্রেষ্ঠ মানে, পরে বিশ্বও বাহ বাহ'র কাড়া-নাগাড়া বাজিয়ে মন থেকে তাদের পূজা করবে। আর ভক্ত তো এমন আত্মাদের তাদের ইষ্ট উপলব্ধি করে হৃদয়ে অন্তর্লীন করে নেবে। তবে এইরকম পূজ্য হয়েছে ? অদ্যাবধি তিনি পরমপিতা, শুধু বাবা নন, তিনি পরম যখন তোমাদেরও পরম বানাবেন, তাই না ! পূজ্য হওয়া কোনো বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু পরম পূজ্য হওয়া তো আর কিছুই !

বাপদাদাও বাচ্চাদের দেখে পুলকিত হন। ভালোবাসার টানে, কঠিন মেহনতও কিছুমাত্র উপলব্ধি না করে তোমরা এখানে পৌঁছে গেছ। এখন তোমরা রেস্ট হাউসে, তাই না ! তন, মন উভয়ত রেস্টে, তাই তো ? রেস্ট মানে "সোনা নহি" অর্থাৎ ঘুমানোর জন্য নয়, তোমরা রেস্ট এসেছ সোনা হতে। পরশপুরীতে এসেছ, যেখানে পরশ আত্মাদের সঙ্গ আছে আর বায়ুমণ্ডলও তোমাদের সোনা বানায়। এখানে দিনরাত সোনা হওয়ার আলাপচারিতা হচ্ছে। আচ্ছা -

এইরকম সদা পরম পূজ্য আত্মাদের, সদা বিধি দ্বারা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভ করে, সদা মহান হয়ে মহান আত্মা বানিয়ে, নিজেকে সহজ এবং স্বতঃ যোগী, নিরন্তর যোগী, স্নেহসম্পন্ন যোগী অনুভবকারী এমন

শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, চতুর্দিকের আকাররূপধারী কাছের সব বাচ্চাদের, যারা আকার এবং সাকারে সকলের সামনে উপস্থিত হয়েছে, এমন বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

দিদি -দাদীজীর সাথে বাপদাদার কথোপকথন:-

সবাই তোমরা পরম পূজ্য, তাই না ! পূজা খুব ভালোই হচ্ছে, তাই না ? অনন্য বাচ্চাদের জন্য বাপদাদা গর্বিত । বাপদাদা গরবী(গর্বিত) এবং বাচ্চারা মরমী বা রাজযুক্ত (সকল গুট রহস্য উপলব্ধিকারী) । মরমিয়া বা রাজযুক্ত বাচ্চাদের জন্য বাপদাদা সদা গৌরবান্বিত । যারা মর্মযুক্ত (রাজযুক্ত), যোগযুক্ত, গুণযুক্ত... হওয়ার ব্যালেন্স রাখে, তারা সদা বাবার ব্লেসিংস-এর ছায়ায় থাকে । ব্লেসিং এর বর্ষা সদাই হতে থাকে । তোমরা জন্মানোর সাথে সাথে ব্লেসিংসের বর্ষা শুরু হয়েছিলো এবং অন্ত পর্যন্ত এই সুরক্ষার ছত্রছায়ায় গোল্ডেন ফুলের বর্ষা হতে থাকবে । তোমরা এই ছায়ায় চলেছ, প্রতিপালিত হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে, সদা গোল্ডেন ফুলের ব্লেসিংসের বর্ষা । প্রতি পদে বাবা তোমাদের সাথে আছেন অর্থাৎ ব্লেসিং সাথে আছে । তুমি সদা এই ছায়ায় থেকেছ । (দাদীজীকে) শুরু থেকে তুমি অক্লান্ত এবং "অক্লান্ত ভব"র ব্লেসিং লাভ করেছ, এই কারণে সবকিছু করেও মনে হয় যেন কিছুই করনি, এটা খুব ভালো । বাবা যখন অব্যক্ত হয়েছিলেন দায়িত্বের মুকুট তো তোমাকেই দেওয়া হয়েছিলো, তাই না ! বাবা এনাকে (দিদিজী) সাকার বাবার সাথে (ব্রহ্মাবাবার সাথে সাথে) শিখিয়েছিলেন আর তোমাকে (দাদীজীকে) শিখিয়েছেন সেকেন্ডে, (ব্রহ্মাবাবা) অব্যক্ত হওয়ার সময় । বাবা তোমাদের উভয়কে নিজ নিজ পদ্ধতিতে শিখিয়েছেন । এটাও ড্রামার পার্ট । আচ্ছা !

সকাল ৬:৩০ মিনিটে বিদায়ের সময়:-

সঙ্গমযুগের প্রতি মুহূর্ত গুড মর্নিং, কারন সমগ্র সঙ্গমযুগই অমৃতবেলা । চক্রের হিসেবে সঙ্গমযুগ হলো অমৃতবেলা । সুতরাং সঙ্গমযুগের সব মুহূর্তই গুড মর্নিংই হয় । বাপদাদা আসেনও গুড মর্নিংয়ে, যানও গুড মর্নিংয়ে, কারন বাবা যখন আসেন রাত গুড মর্নিংয়ে রূপান্তরিত হয়ে যায় । সুতরাং তিনি আসেনই অমৃতবেলায় এবং যখন চলে যান, রাত দিনে পরিণত হয় । কিন্তু এখানে থাকেন অমৃতবেলাতেই, দিন হলেই তিনি চলে যান । দিন হওয়ার সাথে সাথেই অর্থাৎ যখন সত্যযুগের দিন ব্রহ্মার দিন, তখন তোমরা সেখানে রাজ্য শাসন করো । বাবা নির্লিপ্ত হয়ে যাবেন, তাই না ! পুরানো দুনিয়ার হিসেবে সদাই গুড মর্নিং । সদাই শুভ এবং সদা শুভ থাকবে । এইজন্য তোমরা শুভ প্রভাত, শুভ দিন, শুভ রাত্রি বলতে পারো, সবকিছু শুভই শুভ ।

সুতরাং, কলিযুগের হিসেবে সবাইকে গুড মর্নিং আর সঙ্গমযুগের হিসেবে গুড মর্নিং, সুতরাং ডবল গুড মর্নিং । আচ্ছা -

অব্যক্ত মহাবাক্য - স্মরণকে জ্বালাস্বরূপ বানাও

বাবা সমান পাপ-মুক্তেশ্বর বা পাপ হরণী তখনই হতে পারবে, যখন তোমাদের স্মরণ জ্বালা স্বরূপ হবে । এইরকম স্মরণই তোমার দর্শনযোগ্য, দিব্যমূর্তি প্রত্যক্ষ হবে । এইজন্য কোনো সময় স্মরণ যেন সাধারণ না হয় । সদা জ্বালাস্বরূপ, শক্তিস্বরূপ স্মরণে থাকো । স্নেহের সাথে শক্তিরূপ কণ্ঠাইন্ড হতে হবে । বর্তমান সময় সংগঠিত রূপে জ্বালা স্বরূপ হওয়া আবশ্যিক । জ্বালাস্বরূপের স্মরণই শক্তিশালী বায়ুমণ্ডল বানাবে এবং নির্বল আত্মারা শক্তিসম্পন্ন হবে । সবরকম বিঘ্ন সহজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং পুরানো

দুনিয়ার বিনাশ-অগ্নি জ্বলে উঠবে। যেমন সূর্য বিশ্বকে আলো এবং অনেক বিনাশী প্রাপ্তির অনুভূতি করায়, একইভাবে তোমরা বাচ্চারা নিজেদের মহান তপস্বী রূপ দ্বারা প্রাপ্তির কিরণের অনুভূতি করাও। এইজন্য সর্বাগ্রে জমারশি অর্থাৎ জমার খাতা বাড়াও। যেমন সূর্যের কিরণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে সেইরকম তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্টেজে থাকো, তবে শক্তি এবং বিশেষত্বরূপী কিরণ যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তা অনুভব করবে।

জ্বালারূপ হওয়ার মূখ্য এবং সহজ পুরুষার্থ - সদা যেন এই গভীর ব্যাকুলতা থাকে, আমাকে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে এবং সবাইকে আমার সাথে নিয়ে যেতে হবে। এই স্মৃতি দ্বারা স্বতঃই সর্ব সম্বন্ধ, সর্ব প্রকৃতির আকর্ষণ থেকে উপরম অর্থাৎ সাক্ষী হয়ে যাবে। সাক্ষীদ্রষ্টা হওয়ার দ্বারা তোমরা সহজেই বাবার সাথী বা বাবা সমান হয়ে যাবে। জ্বালারূপ স্মরণ অর্থাৎ লাইট হাউজ এবং মাস্টার হাউজ স্থিতিকে বুঝে নিয়ে এই পুরুষার্থে স্থিত থাকো। বিশেষ জ্ঞানস্বরূপের অনুভাবী হয়ে শক্তিশালী হও, যা থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মাদের শুভ বৃত্তি ও কল্যাণের বৃত্তি এবং শক্তিশালী বাতাবরণ দ্বারা বেপরোয়া, পথদ্রষ্ট, আত্ননাদ করছে এমন অনেক আত্মাদের আনন্দ, শান্তি এবং শক্তির অনুভূতি হোক। যেমন, আগুনে কোনো জিনিস দিলে সেটার নাম, রূপ, গুণ সব বদল হয়ে যায়, ঠিক তেমনই বাবার স্মরণের মগ্নতার অগ্নিতে পড়লে, তোমাদের রূপান্তর হয়। মানুষ থেকে ব্রাহ্মণে, ব্রাহ্মণ থেকে ফরিষ্টায় এবং তারপর দেবতায় পরিবর্তিত হও। যেমন কাঁচা মাটি ছাঁচে ঢেলে আগুন দিলে ইঁট হয়ে যায়, সেইরকম তোমরাও পরিবর্তিত হয়ে যাও। এইজন্য এই স্মরণকেই জ্বালারূপ বলা হয়। তোমরা স্নেহশীল সেবামুখী, এক বল এক ভরসায় আস্থামুখী, এগুলো তো সব ঠিক আছে, কিন্তু মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্টেজ অর্থাৎ স্টেজে থাকাকালীন লাইট হাউজ মাইট হাউজ স্টেজে থাকা। যদি তোমাদের স্মরণ জ্বালারূপ হয়ে যায়, সবাই পতঙ্গের মতো তোমাদের চারপাশে ঘুরবে। জ্বালারূপ স্মরণের জন্য মন আর বুদ্ধি উভয়েরই এক তো পাওয়ারফুল ব্লক প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ হাল ধরার শক্তিও প্রয়োজন। এর ফলে বুদ্ধির শক্তি বা কোনও এনার্জি ওয়েস্ট অর্থাৎ বিফল না হয়ে জমা হতে থাকবে। যত জমা হবে ততই পরখ করার, নির্ণয় করার শক্তি বাড়বে। এইজন্য এখন থেকে সঙ্কল্পের বিস্তার বন্ধ করে গুটিয়ে নেওয়ার শক্তি ধারণ করো। যেকোনো কাজ করাকালীন বা কারও সাথে কথা বলার মাঝে মাঝে সঙ্কল্পের ট্রাফিক স্টপ করো। মনের সঙ্কল্পকে, এমনকি শরীর দ্বারা কোনো কর্ম করতে করতেও কর্মকে এক মিনিটের জন্য হলেও বন্ধ করো। একমাত্র এই অভ্যাসের দ্বারা বিন্দুরূপের পাওয়ারফুল স্টেজে নিজেকে স্থিত করতে সমর্থ হবে। যেমন অব্যক্ত স্থিতিতে থেকে কার্য করা সহজ হয়ে যাচ্ছে তেমনই এই বিন্দুরূপ স্থিতিও সহজ হয়ে যাবে। যেমন চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো কীটগু মারার জন্য ডক্টর লেজার রে' দেন। একইভাবে, স্মরণের শক্তিশালী কিরণ এক সেকেন্ডে সব বিকারের কীটগু ভস্ম করে দেয়। বিকর্ম ভস্ম হয়ে গেলে নিজেকে হালকা এবং শক্তিশালী অনুভব করবে। তোমরা তো সহজযোগী বটেই, কিন্তু এখন শুধু এই স্মরণের স্টেজকে মাঝে মাঝেই পাওয়ারফুল বানানোর জন্য তোমাদের অ্যাটেনশনে ফোর্স ভরে দিতে হবে। যখন তোমাদের পবিত্রতার ধারণা সম্পূর্ণরূপে হবে, তখন তোমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের শক্তি মগ্নতার অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করবে অর্থাৎ তীব্র করে তুলবে, সেই অগ্নিতে সব আবর্জনা ভস্ম হয়ে যাবে। তখন তুমি যা ভাববে সেটাই হবে এবং বিহঙ্গ মার্গের সেবা অর্থাৎ দ্রুত সেবা নিজে থেকেই হয়ে যাবে। যেমন দেবীদের স্মৃতিচিহ্নে দেখানো হয়, তাঁরা জ্বালা থেকে অসুরকে ভস্ম করে দিয়েছেন। অসুর নয় আসুরিক শক্তিকে ভস্ম করে দিয়েছেন। এটা এখনকারই স্মৃতিচিহ্ন। এখন জ্বালামুখী হয়ে আসুরিক সংস্কার, আসুরিক স্বভাব সবকিছু ভস্ম করো। প্রকৃতি এবং আত্মাদের মধ্যে যে তমোগুণ আছে সেইসব ভস্ম করার কারিগর হও। এটা

অনেক বড় কাজ, স্পীডে করলে তবেই সম্পন্ন হবে। কোনরকম কর্মবন্ধন, তা' এই জন্মের হোক, বা পরের জন্মের, ভালোবাসায় মগ্নতার অগ্নি-স্বরূপ স্থিতি ছাড়া ভস্ম হয়না। সদা অগ্নিস্বরূপ স্থিতি অর্থাৎ জ্বালারূপের শক্তিশালী স্মরণ, বীজরূপ, লাইটহাউজ, মাইটহাউজ স্থিতিতে পুরানো হিসাবকিতাব ভস্ম হয়ে যাবে এবং নিজেকে ডবল লাইট অনুভব করবে। শক্তিশালী জ্বালা স্বরূপের স্মরণ একমাত্র তখনই থাকবে যখন স্মরণের লিঙ্ক সদা জুড়ে থাকবে। যদি লিঙ্ক বারবার কেটে যায়, তবে সেটা জুড়তে সময় লাগে, মেহনতও লাগে এবং শক্তিশালী হওয়ার বদলে দুর্বল হয়ে যায়। বিস্তারে থাকাকালীন স্মরণকে শক্তিশালী বানানোর জন্য সারে স্থিত হওয়ার অভ্যাস যেন কম না হয়, বিস্তারে সার অংশকে ভুলে যেওনা। আহার-বিহার করো, সেবা করো, কিন্তু পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়া ভুলও না। সাধনা অর্থাৎ শক্তিশালী স্মরণ এবং বাবার সাথে নিরন্তর হৃদয়ের সম্বন্ধ। সাধনা শুধু যোগে বসে থাকা নয়, কিন্তু যেমন তোমরা শারীরিকভাবে বসো, সেইভাবে তোমাদের হৃদয়, মন, বুদ্ধি এক বাবার দিকে বাবার সাথে যেন বসে যায়। একমাত্র এইরকম একাগ্রতাই জ্বালা প্রজ্জ্বলিত করবে। স্মরণের যাত্রা যেন সহজ এবং শক্তিশালী হয়। পাওয়ারফুল স্মরণ একই সময়ে তোমাদের ডবল অনুভব করায়। একদিকে স্মরণ অগ্নি হয়ে ভস্ম করার, পরিবর্তন করার কাজ করে এবং অন্যদিকে খুশি আর হালকাভাবের অনুভব করায়। এইরকম বিধিপূর্বক স্মরণকেই তখন যথার্থ এবং শক্তিশালী স্মরণ বলা যাবে।

বরদান:- স্নেহের লিঙ্ক দ্বারা উড়তি কলার অনুভব করে অবিনাশী ভব

মেহনত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বাবার স্নেহী হও। এই অবিনাশী স্নেহই অবিনাশী লিঙ্ক হয়ে উড়তি কলার অনুভব করায়। কিন্তু যদি তোমার স্নেহে অমনোযোগী হও তো বাবার থেকে কোনো কারেন্ট তুমি লাভ করতে পারো না এবং লিঙ্ক কাজ করেনা। যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি বা কানেকশন না থাকলে লিঙ্কের সুবিধা তুমি লাভ করতে পারো না, একইভাবে স্নেহ কম হলে মেহনতের অনুভব হয়। অতএব, অবিনাশী স্নেহী ভব।

স্লোগান:- শুভ সঙ্কল্প এবং দিব্য বুদ্ধির যন্ত্র দ্বারা তীরগতিতে ক্রমাগত উড়তে থাকো।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের দায়িত্ব হলো একে অপরকে বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্ষা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাবধান করা, এতেই সকলের কল্যাণ নিহিত আছে।"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা কি এমন গুহ্য রহস্য বুঝতে পারো যা বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারে না ?

উত্তর -- তোমরা এখন বুঝতে পারো যে আত্মা হলো এক অতি সূক্ষ্ম তারা, এতেই সমস্ত সংস্কার ভরপুর হয়ে আছে। আত্মাই তার শরীরের দ্বারা নিজের নিজের অভিনয় করে চলেছে। শরীর হলো জড় আর আত্মা চৈতন্য। এমনই পরমাত্মাও হলেন স্টার, তাঁরমধ্যেই সমস্ত জ্ঞান। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সত্ত্ব এবং চৈতন্য। তিনি কখনোই হাজার সূর্যের থেকে তেজোময় নন। এই গুহ্য রহস্য তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো। বিজ্ঞানীরা এই কথা বুঝতে পারে না। তোমাদের সকলকেই প্রথমে আত্মা আর পরমাত্মার পরিচয় দিতে হবে।

গীত -- মাতা ও মাতা, তুমি সবার ভাগ্যবিধাতা

ওম শান্তি। বাবা বাচ্চাদের বলছেন, বাচ্চারা স্বদর্শন চক্রধারী ভব। এইকথা বলে বাবা বাচ্চাদের সাবধান করছেন। বাচ্চাদেরও একজন অন্যজনকে সাবধান করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে চট করে এই নেশা চড়ে যায়। স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য একজন অন্যজনকে সাবধান করতে হবে। যেমন একসাথে মিলিত হলে মানুষ নমস্কারের আদান প্রদান করে, ঠিক তেমন। কিন্তু এতে কোনো কল্যাণ হয় না। কল্যাণ হবে তখনই যখন তোমরা বাচ্চারা একজন অন্যজনকে সাবধান করবে। স্বদর্শন চক্রধারী অক্ষরে সবকিছুই এসে যায়। বাবার পরিচয়, পদের পরিচয়, চক্রেরও পরিচয় এসে গেছে। তাই প্রথম দায়িত্ব হলো, একজন অন্যজনকে সাবধান করা। স্মরণ করিয়ে দিলে সাবধান হয়ে যাবে। প্রতি মুহূর্তে একে অপরকে সাবধান করতে হবে। বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করতে থাকো। তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী, নিজেকে অশরীরি মনে করে অশরীরি বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। স্মরণ অর্থাৎ যোগ। যোগেই তোমাদের শরীর নিরোগী হয়। এ হলো এখনে পুরুষার্থ। অন্তিম সময়ে যখন একদম কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে তখনই তোমরা নিরোগী হতে পারবে। এখন তো তোমরা পুরুষার্থী। এখন বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন কেননা তিনি জানেন বাচ্চারা অবুঝ। যখন মানুষ দেবতা ইত্যাদির পূজা করে, তারা জানে না তাঁদের কাজ কি, তাই তোমাদের বোঝাতে হবে - আমরা সকলের বায়োগ্রাফি বলতে পারি। প্রথমে তো মুখ্য পরমপিতা পরমাত্মাকে জানতে হবে। এতেও অনেক মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায়। তারা বলে পরমাত্মার কোনো নাম রূপ নেই। তাহলে প্রথম মুখ্য কথাই হলো, আত্মা - পরমাত্মার ভেদাভেদ আর জ্ঞানের বর্ণনা করা। এ তো তোমরা জানো যে সকলেই আত্মা। পুণ্য আত্মা বা পাপ আত্মা বলা হয়। পাপ পরমাত্মা -- এই কথা কেউ বলবে না। এ তো পতিত দুনিয়া, তাই না। পরমাত্মা তো পতিত হন না, তাই মানুষকে প্রথমে আত্মাকে জানতে হবে, কেননা আত্মার জ্ঞান কোনো মানুষের মধ্যেই নেই। আত্মাই শোনে, আত্মাই খাওয়া - দাওয়া করে, সমস্ত কিছুই আত্মা করে এই অরগ্যান্সের দ্বারা। আত্মার রূপ কি? বলা হয় -- ব্রুকুটির ভিতরে ঝলমলে এক আজব তারা। তাই আত্মার রূপ তো বোঝাতে হবে। আত্মার রূপ তো এতো বড় কিছু নয়। অতি সূক্ষ্ম। আত্মার রূপ হলো জিরো বা বিন্দু এই বলা হয়। এখন এর উপরও বিচার করার প্রয়োজন যে, আত্মা কতো সূক্ষ্ম। মানুষ জিজ্ঞেস করে, আত্মা কি করে শরীর

থেকে নির্গত হয় ? কোথা থেকে নির্গত হয় ? কেউ বলে মাথার খুলি থেকে বের হয়ে যায়, কেউ বলে চোখ দিয়ে বের হয়ে যায় ---- কারণ, দরজা তো অনেকই আছে, তাই না । কিন্তু আত্মা কি জিনিস, তা জানা বড়ই আশ্চর্যজনক । তাই মানুষ জিজ্ঞেস করে, আত্মা কিভাবে বের হয়, কিন্তু এই কথা বলে না যে আত্মা কিভাবে আসে ? কিন্তু প্রথমে জানতে হবে, আত্মা কি জিনিস । কতো ছোটো আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে । এই কথা হলো খুবই আশ্চর্যজনক । আত্মা হলো বরাবর তারার মতো । তাকে বড় বলা যাবে না । এরোপ্লেন উপরে গেলে তাকে অনেক ছোটো মনে হয় । কিন্তু আত্মা কখনোই বড় হয় না । তার তো একই রূপ । তাই প্রথমে এই আত্মাকে জানতে হবে । আমি আত্মা, কিভাবে এই শরীরে প্রবেশ করি । যদিও কারোর কারোর সাক্ষাৎকার হয়, যেন তারার মতো । সেই ছোটো আত্মার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান ভরা আছে । আত্মা হলো সেই একই । এ হলো খুবই আশ্চর্যের । পরমাত্মার রূপও কেউই জানে না । বাস্তবে আত্মাও যেমন, পরমপিতা পরমাত্মাও তেমন । তিনিও বাবা । যদিও এখানে বাবা আর বাচ্চা ছোটো - বড় হয়, কিন্তু আত্মা ছোটো বড় হতে পারে না । আত্মা এবং পরমাত্মার রূপের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই । বাকি দুজনের পার্ট আর সংস্কারের মধ্যে প্রভেদ আছে । বাবা বোঝান - আমার মধ্যে কি সংস্কার আছে । তোমাদের আত্মাদের মধ্যে কি সংস্কার আছে ? মানুষ আত্মা আর পরমাত্মার রূপকে না জানার কারণে, আত্মা - পরমাত্মা এক বলে দেয় । বড় ঘোঁট পাকিয়ে দিয়েছে । এ জানা খুবই প্রয়োজন । পরমাত্মাও আছেন, ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করও আছেন, এদের সবার মধ্যে আত্মা আছে । জগদম্বা সরস্বতীকে জ্ঞানের দেবী বলা হয় । তাই অবশ্যই সরস্বতীর আত্মার মধ্যেই এই জ্ঞান থাকবে । কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন্ জ্ঞান আছে, তা কিন্তু কেউ জানে না । তারা কেবল বলে দেয়, জ্ঞানের দেবী । কাগজে আর্টিকল ইত্যাদি পড়ে তো তার উপর বোঝানো উচিত । তোমরা বলো যে সরস্বতী হলেন জ্ঞানের দেবী কিন্তু তিনি কোন্ জ্ঞান দিয়েছিলেন ? কখন দিয়েছিলেন ? তিনি অবশ্যই ভগবানের থেকেই জ্ঞান পেয়েছিলেন, তাই না । এই ভগবানের রূপ কেমন ? জ্ঞানের দেবী - এই নাম কিভাবে এলো ? জ্ঞানী তো ভগবান । তিনি সরস্বতীকে কিভাবে জ্ঞানের দেবী বানিয়েছিলেন ? এই এক কথাতেই কাউকে সঙ্গমে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া উচিত ।

বাবা বলেন, আমি বোঝাই, বাকি লেখার জন্য তো সঞ্জয় (জগদীশ ভাই নিমিত্ত) আছে । ইনি হলেন এক নম্বর মুখ্য অ্যাক্টর । এনার তো বাবার সঙ্গে রাইট হ্যান্ড হওয়া উচিত । কিন্তু ড্রামার ভবিষ্যৎ এমনই যে এনাকে দিল্লীতেও থাকতে হয় । আগের কল্লের মতোই পার্ট । অর্জুনের নামেই মুখ্য গায়ন আছে । এখন তোমরা বাচ্চারা সমস্ত কথার অর্থ বুঝতে পারো । প্রথমে তো আত্মা - পরমাত্মাকে বোঝাতে হবে ।

বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন - আত্মা হলো তারার মতো । তার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান কভাবে ভরা আছে । এ কোনো বিজ্ঞানীরাও বুঝতে পারবে না । আত্মার মধ্যেই সমস্ত সংস্কার থাকে । এখন আত্মা তো হলো স্টার বা তারা । আত্মা, পরমাত্মার রূপ কি ? তিনি তো পরম আত্মাই । প্রভেদ কিছু নেই । মানুষ যেমন মহিমা করে, হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময়, এমন কিছু নয় । বাবা বলেন, কেবল তোমাদের আত্মার মধ্যে নলেজ নেই, আমি পরমাত্মা হলাম নলেজফুল - ব্যস, এই প্রভেদ । মায়া তোমাদের আত্মাকে পতিত বানিয়ে দিয়েছে । বাকি এ কোনো বাতি নয় যা নিভে গেছে । কেবল আত্মার থেকে জ্ঞান বেরিয়ে গেছে - বাবা আর রচনার । তাই এখন তোমরা জ্ঞান পাচ্ছে । বাবার মধ্যেই জ্ঞান আছে, তিনিও আত্মা । কোনো বড় কিছু নন । তাঁকেও নলেজফুল আর সরস্বতীকেও

নলেজফুল বলা হয়। এখন তিনি জ্ঞান কখন পেয়েছিলেন? সরস্বতী কার সন্তান? এ কেউই জানে না। তাই মনে এই কথা আসা উচিত যে, ওদের কিভাবে বোঝাবো। পরমাত্মা বাবা কে, তাও বোঝানো উচিত যে তিনিও স্টারের মতো, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। গড ফাদার হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। তিনি সবার, এই বেহদের বাবা। তিনি হলেন সত্য, চৈতন্য, তাঁর মধ্যেই প্রকৃত জ্ঞান আছে। তাঁকে সত্য বলা হয়। আর কারোর মধ্যেই এই সত্য জ্ঞান নেই। এক বাবাই হলেন রচয়িতা। তাই সম্পূর্ণ রচনার জ্ঞানও তাঁরই মধ্যেই আছে। তিনি তো ঝাড়ের বীজরূপ, তাই না। আত্মা হলো চৈতন্য। শরীর তো জড়। যখন আত্মা আসে তখন এই শরীর চৈতন্য হয়। তাই বাবা বোঝান, আমিও তাই। আত্মা কখনোই ছোটো বা বড় হতে পারে না। তোমরা যেমন আত্মা তেমনই পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা, তাঁর মহিমা সবার থেকে উঁচু। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। মানুষই তাঁকে স্মরণ করে। এ তো জানেই যে, বাবা উপরে থাকে। আত্মা এই শরীরের মাধ্যমেই বলে, হে পরমপিতা পরমাত্মা। মানুষ এই কথা জানে না কেননা, দেহ অভিমানী। তোমরা সবাই দেহী - অভিমানী হয়েছে। তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো। তোমরা জানো যে, নিরাকারকেই গড বলা হয়। আমরা তাঁর সন্তান। সেই গড এসেই এই জ্ঞান দেন। তাঁকে নলেজফুল, রিসফুল বলা হয়। তাঁকে দয়ার সাগর, শান্তির সাগর, সুখের সাগর -- এই মহিমা করা হয়েছে। তাই অবশ্যই বাবার থেকেই বাচ্চাদের আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া উচিত। উঁনি কোনো সময় এসে এই আশীর্বাদী বর্ষা দিয়েছিলেন, তাই তো তাঁর মহিমা করা হয়। দেবতাদের মহিমা আলাদা। বাবার মহিমা আলাদা। সমস্ত আত্মাদের তিনি বাবা। ক্রিয়েটর হওয়ার কারণে তাঁকে বীজরূপ বলা হয়। প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। শাস্ত্রে দেখানো হয় অঙ্গুষ্ঠ সমান। আমরা বলি তিনি জ্যোতির্বিন্দু। চিত্রও বানানো হয়েছে। কিন্তু এতো বড় তো তিনি নন। তিনি তো অতি সূক্ষ্ম। তাহলে কি বোঝাবে? তোমাদের জিগ্জেস করবে চিত্রে এতো বড় রূপ কেন দেখানো হয়েছে? বলা, না হলে কি রাখা হবে? তিনি তো এক বিন্দু তাহলে কিভাবে তাঁর পূজা করা হবে। তাঁর উপর দুধ কিভাবে ঢালবে? পূজা করার জন্য এই রূপ বানানো হয়েছে। বাকি তোমরা জানো যে, তিনি হলেন পরমপিতা, পরম আত্মা, পরমধাম নিবাসী। ওই পরমধাম হলো আমাদের মিষ্টি ঘর। নিরাকারী দুনিয়া, মূল বতন, সূক্ষ্ম বতন আর স্থূল বতন। বাবা নিরাকারী দুনিয়াতে থাকেন। আত্মা বলে, আমি নির্বাণধামে যাবো। যেখানে এই শরীর থাকে না। আত্মা এসেই শরীর ধারণ করে। এখন এইকথা কিভাবে বোঝানো হবে যে, আত্মা কিভাবে যায়। এ তো জানে যে, শরীরের পিণ্ডে আত্মার প্রবেশ হলেই সেই শরীর চৈতন্য হয়ে যায়। এ কতো সূক্ষ্ম জিনিস। ওর মধ্যেই সমস্ত সংস্কার ভরা থাকে। এরপর এক এক জন্মের সংস্কার প্রকট হয়ে যাবে। তাই বাবা বুঝিয়ে বলেন, প্রতি কথাতে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। সরস্বতীর বিষয়েও বোঝাতে পারো। তিনি কার সন্তান? এই সময় তোমাদের তো দেব - দেবী বলা যাবে না। সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার সন্তান। তাই তিনিও অবশ্যই জ্ঞানের দেবীই হলেন। ব্রহ্মা তাঁর মুখ কমল দিয়ে জ্ঞান দিয়েছেন দেখানো হয়েছে। তাই ব্রহ্মারও তো নাম আছে তাই না। এই সময় তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। যদিও আত্মা পবিত্র হয়ে যায় কিন্তু শরীর তো পবিত্র হতে পারে না। এ হলো তমোপ্রধান শরীর। তাই বাবা বোঝান - বাচ্চারা, একজন অন্যজনকে সাবধান করে উল্লিখিত পেতে হবে। বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করো কি? স্বদর্শন চক্রকে স্মরণ করো কি? বাবা বলেন, একজনও এমন সাবধানী দেন না। বাবাকে স্মরণ করতে করতে নিদ্রাজয়ী হতে হবে, এতেও তো অনেক উপার্জন। এই উপার্জনে কখনোই পরিশ্রম হয় না। কিন্তু স্থূল কাজও তো করতে হয় তাই পরিশ্রান্ত হয়ে যাও।

বাবা বোঝান, রাতে জেগেও বাবার সঙ্গে কথা বলে, জ্ঞানের সাগরে ডুব দিতে হবে। যেমন কোনো পশু জলে ডুবে থাকে। তাই এমন জ্ঞান ডুব দিলে, বিচার সাগর মন্থন করলে দেখবে, অনেক পয়েন্টস আসবে। কোথা থেকে বের হয়ে আসবে। একে বলা হয় রাত জেগে বিচার সাগর মন্থন করা। মানুষ কিছুই জানে না, তাদের বোঝাতে হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাঁর থেকে আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায়। যারা সত্যযুগের আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলেন, তারা অবশ্যই এই আশীর্বাদী বর্ষা তো পেয়েছে। এখন সম্পূর্ণ রাজধানী কিভাবে এই বর্ষা পাবে। কলিযুগ থেকে সত্যযুগ হতে তো দেবী লাগে না। রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন আসে। কোথায় এই আয়রন এজ পৃথিবী দুঃখধাম আর কোথায় সেই সুখধাম। ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত - কতো প্রভেদ। এখন তোমরা গড ফাদারের থেকে জ্ঞান পাচ্ছো। সরস্বতী কি করতেন? কেউই জানে না। ব্যাস জ্ঞানের দেবী সরস্বতীর চিত্র পেয়েই খুশী হয়ে গেছে। তাই তাদের সাবধান করতে হয়। পরমাত্মার পরিচয় দিতে হবে। এরপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের পরিচয়ও দিতে হবে। বাবা এসে এই জ্ঞান দিয়েই নর থেকে নারায়ণ বানিয়েছিলেন। অনেক যুক্তির সঙ্গে প্রত্যেকেরই অকুপেশন বলতে হবে। সরস্বতীও ব্রহ্মামুখ বংশাবলী। তাই অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মা এসেছিলেন, আর তিনি ব্রহ্মার দ্বারা মুখ বংশাবলী রচনা করেছিলেন। সবার প্রথমে তিনি এই জ্ঞান কাকে দিয়েছিলেন? বলা হয়, জ্ঞানের কলসী সরস্বতীকে দিয়েছিলেন। মাঝখান থেকে ব্রহ্মার লুপ্ত করে দিয়েছে। এ কেউই জানে না যে, তিনি ব্রহ্মার শরীরে এসে মায়েদের এই জ্ঞানের কলসী দিয়েছিলেন, তাহলে অবশ্যই ব্রহ্মাও শুনেছেন, তাই না। ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্রও দেখানো হয়। ব্রহ্মার মত বিখ্যাত। তাহলে তিনিও সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সারের মতই দিয়েছিলেন। ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবা বোঝান। ব্রহ্মা কোথা থেকে এসেছেন? এই রথ কোথা থেকে এসেছে? কেউই তা জানে না। বাবা এখন তা বলেছেন যা তোমরা বোঝাতে পারো। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --

১) রাত জেগে জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। জ্ঞানের সাগরে ডুব দিতে হবে। বাবাকে স্মরণ করে নিদ্রাজয়ী হতে হবে।

২) স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকবে। নিজেদের মধ্যে বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করিয়ে একজন অপরজনকে সাবধান করে উল্লতির পথে এগিয়ে যেতে হবে।

বরদান :- নিজের সহযোগের স্টকের দ্বারা সমস্ত কাজে সফলতা প্রাপ্ত করে মাস্টার দাতা হও

সেবার অবিনাশী সফলতার জন্য মাস্টার দাতা হয়ে সবাইকে সহযোগ দাও। বিগড়ে যাওয়া কাজ, বিগড়ে যাওয়া সংস্কার, বিগড়ে যাওয়া মুডকে শুভ ভাবনার দ্বারা ঠিক করার জন্য সর্বদা সকলের সহযোগী হওয়া - এই হলো বড়র থেকে বড় দান। ও এই বলেছে বা এই করেছে, এ দেখে - শুনে বা বুঝেও নিজের সহযোগের স্টকের দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে। কারোর কাছে কোনো শক্তির কম যদি অনুভব করো, তখন নিজের সহযোগের দ্বারা সেই জায়গা পূরণ করে দেওয়া -- এই হলো মাস্টার দাতা হওয়া।

স্লোগান - সদা হর্ষিত থাকতে হলে এই বিশ্ব ড্রামার প্রতিটি দৃশ্যকে সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকো।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন এই হল তোমাদের অন্তিম জন্ম, খেলা পুরো হচ্ছে তাই পবিত্র হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে, তারপরে সত্যযুগ থেকে হিস্ট্রি রিপিট হবে"

প্রশ্ন:- গৃহস্থে থেকে ঘর সংসার সামলে কোন্ একটি অদ্ভুত কর্ম কেবল তোমরা বাচ্চারা করতে পারো ?

উত্তর :- ঘর সংসার সামলে, পুরানো দুনিয়ার সব কিছু থেকে মমত্ব মিটিয়ে দিতে হবে। দেহ সহ যত পুরানো জিনিস আছে সব ভুলে যেতে হবে ... এ হল তোমাদের এক অদ্ভুত কর্ম, একেই সতোপ্রধান সন্ন্যাস বলা হয়, যা বাবা-ই তোমাদের শেখান। তোমরা বাচ্চারা এই শেষ জন্মে পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা কর তারপরে ২১ জন্মের জন্যে এই পবিত্রতা অবশিষ্ট থাকে। এমন অদ্ভুত কর্ম অন্য কেউ করতে পারেনা ।

গান:- তুমি হলে মাতা তুমি পিতা

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের ওম্ শান্তি শব্দটির অর্থ সহজ করে বোঝানো হয়। প্রত্যেকটি কথা সহজ। সহজ ভাবে রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। কোথাকার জন্যে ? সত্যযুগের জন্যে। তাকেই জীবন মুক্তি বলা হয়। সেখানে রাবণের এই ভূত থাকে না । কারো ক্রোধ এলে বলা হয় তোমার ভেতরে ভূত আছে। আচ্ছা, বাচ্চাদের বোঝানো হয় 'ওম্' শব্দটির অর্থ হল আমি আত্মা আর আমার শরীর। প্রত্যেকটি শরীর রুপী রথে আত্মা রথী বিরাজিত আছে। আত্মার শক্তিতে এই রথ এগিয়ে যায়। আত্মাকে এই শরীর ক্ষণে ক্ষণে গ্রহণ করতে হয় ও ত্যাগ করতে হয়। এইসব তো বাচ্চারা জানে ভারত হল এখন দুঃখ ধাম। অর্ধকল্প পূর্বে সুখধাম ছিল। অল মাইটি গভর্নমেন্ট ছিল কারণ অল মাইটি অথরিটি দ্বারা ভারতে দেবতাদের রাজ্য স্থাপনা হয়। সেখানে একটি ধর্ম ছিল। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে বরাবর লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল। সেই রাজ্য স্থাপন কারী নিশ্চয়ই বাবা -ই হবেন। বাবার কাছে তাঁরা বর্ষা প্রাপ্ত করেন। তাঁদের আত্মা ৮৪-র চক্র লাগিয়েছে , ভারতবাসী-ই এই বর্ণে ভ্রমণ করে। এখন হল শুদ্র বর্ণে। শুদ্র বর্ণের পরে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ বর্ণ আসে। ব্রাহ্মণ বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মুখ বংশাবলী। প্রজাপিতা ব্রাহ্মার নিশ্চয়ই অ্যাডপ্ট করা সম্ভব হবে। বাচ্চারা জানে যে ভারত পূজ্য ছিল , এখন পূজারী হয়েছে। বাবা তো সর্বদা পূজ্য ছিলেন। তিনি আসেন -- পতিতদের পবিত্র করতে। সত্যযুগ হল পবিত্র দুনিয়া। সত্যযুগে পতিত পাবনী গঙ্গা , এই নাম হবেনা কারণ সেইটি হল-ই পবিত্র দুনিয়া। সকলেই হবে পুণ্য আত্মা। পাপাত্মা নেই। কলিযুগে আবার কোনো পুণ্যাত্মা নেই। সবাই হল পাপাত্মা। পুণ্য আত্মা পবিত্রদের বলা হয়। ভারতেই অনেক দান পুণ্য করা হয়। এই সময় যখন বাবা আসেন তখন ওঁনার কাছে নিজেকে অর্পণ করে । সন্ন্যাসীরা ঘর সংসার ত্যাগ করে। এখানে বলা হয় বাবা এই সব কিছুই হল আপনার। আপনি সত্যযুগে অথাহ ধন দিয়েছিলেন। মায়া এখন কড়ি তুল্য করেছে। এখন এই আত্মাও পতিত হয়েছে। তন মন ধন সবই হয়েছে পতিত। আত্মা প্রথমে পবিত্র থাকে তারপর পাট প্লে করতে করতে পতিত হয়। গোল্ডেন , সিলভার এই স্টেজে মানুষকে অবশ্যই আসতে হবে। সম্পূর্ণ চক্র পুরো করে শেষের দিকে তমো প্রধান নকল গহনায় পরিণত হতে হবে। সব আত্মারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলতে থাকে কারণ তাদের শেখানো হয়েছে , ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। গায়নও আছে তুমি আমাদের মাতা পিতা লক্ষ্মী

নারায়ণের সামনে গিয়েও এই মহিমা করে। কিন্তু তাঁদের তো একটি পুত্র সন্তান একটি কন্যা সন্তান হয়। যেমন সুখ রাজা রানীদের থাকে তেমনই সুখ সন্তানদেরও থাকে। সবারই ঘন সুখ থাকে। এখন তো তাঁরা অন্তিম জন্মে আছেন। ঘন দুঃখের সময়ে।

বাবা বলেন এখন আবার তোমাদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি। বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে এই রথে রথী রূপী আত্মা বিরাজিত আছে। এই রথী প্রথমে ১৬ কলায় সম্পূর্ণ ছিল। এখন কলা বিহীন হয়েছে। বলেও তারা -- আমি নিগুণ যার এখন আর কোনো গুণ নেই। আপনার কাছে করুণা প্রার্থী ... অর্থাৎ দয়া করো। কারোর কোনো গুণ নেই। একেবারেই দুঃখী ও পতিত হয়েছে তবেই তো গঙ্গা নদীতে পবিত্র হতে যায়। সত্যযুগে কেউ যায়না। নদী তো সে-ই আছে। কিন্তু হ্যাঁ, এইটি বলা হবে যে এই সময় প্রতিটি জিনিষ হয়েছে তমো প্রধান। সত্যযুগে নদী গুলিও খুব পরিষ্কার স্বচ্ছ হবে। নদীতে আবর্জনা ইত্যাদি ফেলা হত না। এখানে দেখ কত আবর্জনা ফেলা হয়। সাগরে যায় সেসব । সত্যযুগে এমন হতে পারেনা। নিয়ম নেই। সব কিছু পবিত্র হয়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন এখন সবার হল শেষ জন্ম। খেলা সম্পূর্ণ হচ্ছে। এই খেলার টাইম লিমিট অর্থাৎ সময় সীমা হল ৫ হাজার বছর। এইসব কথা নিরাকার শিববাবা বোঝাচ্ছেন। তিনি হলেন নিরাকার সবচেয়ে উঁচু পরমধাম নিবাসী। পরম ধাম থেকে তো সব আত্মারা-ই এসেছে। এখন হল কলিযুগের অন্ত সময় , ড্রামা সম্পূর্ণ হয়ে আবার হিস্ট্রি রিপিট হয়। মানুষ যে গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে , সেসব তৈরি হয় দ্বাপরে। এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। কেউ রাজ যোগ শেখাতে পারবেনা। তাঁদের স্মরণে পুঁথি ইত্যাদি তৈরি হয়। তাঁদের পুনর্জন্ম হল। কিন্তু তাঁদের স্মৃতি চিহ্ন গুলি পুঁথি পুস্তকে স্থান পেল। এই দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয় সঙ্গমে। বাবা এসে এই রথে বিরাজিত হন। ঘোড়া গাড়ির কোনো কথা নেই। এই রথে , বৃদ্ধ দেহে প্রবেশ করেন। তিনি হলেন রথী। গায়নও আছে ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণের রচনা হয়েছে। এই হল মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। সব বাচ্চারা বলে আমরা হলাম ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ বী. কে.। এই ব্রহ্মাও এডপ্ট হয়েছেন। বাবা নিজেই বলেন আমি হই এই রথের রথী, জ্ঞান প্রদান করি। এনার থেকে আরম্ভ করি। জ্ঞান কলস প্রদান করি মাতাদের। মাতা তো ইনিও হলেন তাইনা। সর্ব প্রথম ইনি তারপরে তোমরা পরিণত হও। ব্রহ্মার দেহে শিব বিরাজিত আছেন , কিন্তু সামনে বসিয়ে কাকে শোনাবেন। তাই আত্মাদের সঙ্গে বসে কথা বলেন। অন্য কোনও বিদ্বান এমন নেই যে এমন ভাবে আত্মাদের সঙ্গে বসে কথা বলে যে আমি হলাম তোমাদের পিতা। তোমরা আত্মারা হলে নিরাকার। আমিও হলাম নিরাকার। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর স্বর্গের রচয়িতা। আমি নরকের রচনা করিনা। এই নরক তো রাবণ মায়া তৈরি করে। বাবা বলেন আমি তো হলাম রচয়িতা নিশ্চয়ই স্বর্গের রচনা করব। তোমরা হলে ভারতবাসী , স্বর্গবাসী ছিলে এখন নরকবাসী হয়েছে। নরক বাসী করেছে রাবণ কারণ আত্মা রাবণের মতানুসারে চলে। এইসময় তোমরা আত্মারা রাম শিববাবা , শ্রী শ্রী -র মতানুযায়ী চলো।

বাবা বোঝাচ্ছেন এখন সবার পার্ট পুরো হয়েছে , সব আত্মারা একত্র হবে। যখন সবাই এসে পড়বে তখন ফিরে যাওয়া আরম্ভ হবে। তারপরে বিনাশ আরম্ভ হবে। ভারতে এখন অনেক ধর্ম রয়েছে। শুধুমাত্র এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মটি নেই। কেউ নিজেকে দেবতা বলে পরিচয় দেয়না। দেবতাদের মহিমাও গায়ন করে সর্বগুণ সম্পন্ন.... আর নিজেদের বলবে নীচ পাপী অধম যারা সতপ্রধান পূজ্য ছিল , তারা এখন তমো প্রধান পূজারী হয়েছে। দ্বাপর থেকে রাবণের রাজত্ব আরম্ভ হয়। রাম রাজ্য হল ব্রহ্মার দিন , রাবণ রাজত্ব হল ব্রহ্মার রাত। তাহলে বাবা কবে এসেছেন ?

যখন ব্রহ্মার রাত পূর্ণ হবে তখনই তো আসবেন তাইনা। এবং এই ব্রহ্মা দেহেই আসবেন তবেই তো ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হবে। সেই ব্রাহ্মণদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেন। বাবা বলেন যে আকারী বা সাকারী অথবা নিরাকারী চিত্র আছে সেসব তোমাদের স্মরণ করতে হবেনা। তোমাদের তো লক্ষ্য দেওয়া হয়, মানুষ তো চিত্র স্মরণ করে। বাবা বলেন চিত্র গুলি দেখা বন্ধ কর। এই হল ভক্তিমার্গ। এখন তো আত্মারা তোমাদের আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। পাপের বোঝা অনেক আছে। এমন তো নয় , গর্ভ জেলে প্রত্যেক জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়। কিছু বিনষ্ট হয় , কিছু থেকে যায়। একজন আমি পান্ডা রূপে এসেছি । এইসময় সব আত্মারা মায়ার মতানুযায়ী চলে। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলা এই হল মায়ার মতামত। কখনো বলে সর্বব্যাপী , কখনও বলে ২৪ অবতার আছে। বাবা বলেন আমি সর্বব্যাপী কোথায়। আমি তো হলাম পতিত পাবন , স্বর্গের রচয়িতা। আমার কাজ হল নরককে স্বর্গে পরিণত করা। গান্ধী চাইতেন রামরাজ্য হোক। এখন বলে -- অলমাইটি রাজ্য হোক। ওয়ান রিলিজেন বা একটি ধর্ম হোক। স্বর্গে তো থাকেই এক ধর্ম , এক রাজ্য। সেখানে কোনো পার্টিশন ছিলনা। বাবা বলেন আমি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হই না। তোমাদের করি। তারপর রাবণ এসে সেই রাজ্য তোমাদের থেকে কেড়ে নেয়। এখন হল সবাই তমো প্রধান , পাথর বুদ্ধি। সত্যযুগে হয় পারস বুদ্ধি। এইসব বাবা বসে বোঝান, রথী বসে আছেন। আত্মা-ই কথা বলে এনার অর্থাৎ ব্রহ্মার আত্মাও শোনে। বলেন বাচ্চারা কোনও চিত্র দেখো না। মামেকম্ স্মরণ করো, বুদ্ধি যোগ উপরে যুক্ত করো। যেখানেই যাও ওঁনাকেই স্মরণ করতে হবে। এক বাবা আর অন্য কেউ নয়। তিনি-ই হলেন প্রকৃত বাদশাহ , সত্য বলেন যিনি। তাই তোমাদের কোনও চিত্রকে স্মরণ করতে হবেনা। এই শিবের যে চিত্রটি রয়েছে সেইটিও স্মরণ করতে হবেনা কারণ শিবের রূপ তো এমন নয়। যেমন আমরা হলাম আত্মা তেমনই উনি হলেন পরম আত্মা। যেমন আত্মা ভ্রুকুটির মধ্যখানে বাস করে তেমনই বাবা বলেন একটু খানি স্থান গ্রহণ করে আত্মার পাশে বিরাজিত হই। রথী রূপে এনাকে (ব্রহ্মাকে) জ্ঞান প্রদান করি। এনার (ব্রহ্মার) আত্মায় জ্ঞান ছিলনা , পতিত ছিল। যেমন এনার আত্মা রথী রূপে শরীর দ্বারা কথা বলে। তেমনই আমিও এনার অর্গন দ্বারা কথা বলি। নাহলে আমি বোঝাব কিভাবে। ব্রাহ্মণ রচনা করবে ব্রহ্মা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। যিনি আবার নারায়ণ রূপে পরিণত হবেন। এখন তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান। তারপর সূর্যবংশী নারায়ণের বংশে জন্ম গ্রহণ করবে। বাচ্চাদের বোঝান হয় এই শাস্ত্র ইত্যাদি সব হল ভক্তিমার্গের , তবুও এইসব তৈরি হবেই। আত্মারা যেসব পঠন করেই তমোপ্রধান হয়ে যায়। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা হল, ত্রেতা থেকে দ্বাপর , তারপরে কলিযুগ হল। পতিত হবে তবে তো পতিত পাবন এসে পবিত্র করবেন তাইনা! শাস্ত্র কাউকে পবিত্র করতে পারেনা। এখন তো একেবারেই কাঙাল হয়েছ। যুদ্ধ লড়াই লেগেই আছে। বানরের চেয়েও বদ । বানরের মধ্যে ৫ বিকারের মাত্রা বেশী থাকে। দেহ অহংকারও বানর সম অতিরিক্ত মাত্রায় অন্য কারো হয়না। কাম ক্রোধ লোভ মোহ সব বিকার বানরে এমন হয় , যে বলার নয়। বাচ্চার মৃত্যু হলে হাড় টুকু ছাড়বেনা। মানুষও আজকাল এই রকমই হয়েছে। বাচ্চার মৃত্যু হলে ৬-৮ মাস কান্না কাটি করে। সত্যযুগে অকালে মৃত্যু হয়না। না কেউ কান্না কাটি করে। সেখানে কেউ শয়তান নেই। বাবা এই সময় বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন। যদিও ঘর সংসার সামলাও , গৃহস্থে বাস করে এমন অদ্ভুত কর্ম করে দেখাও যা সন্ন্যাসীরাও করতে পারেনা। এইরূপ সতপ্রধান সন্ন্যাস পরমাত্মা-ই শেখান। বলা হয় এই পুরানো দুনিয়া এখন শেষ হচ্ছে তাই এর প্রতি মমত্ব মেটাও। সবাইকে ফিরে যেতে হবে। দেহ সহ যা পুরানো জিনিষ আছে সেসব ভুলে যাও। এই পাঁচটি বিকার আমায় অর্পণ করো। যদি অপবিত্র হবে তো পবিত্র দুনিয়ায় আসতে পারবেনা। বাবার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা কর , এই অন্তিম জন্মের জন্যে। তারপরে তো পবিত্রতা স্থাপিত হয়েই যাবে, ৬৩ জন্ম তোমরা বিকারে হাবুডুবু

খেয়ে একেবারে অপরিষ্কার হয়েছ। নিজের ধর্ম, কর্ম ভুলে গেছ। হিন্দু ধর্ম বলছ। বাবা বলেন তোমরা তো অবুঝ হয়ে ছিলে, কেন বুঝ না ভারত স্বর্গ ছিল, আমরা দেবতা ছিলাম। আমি তোমাদের রাজ যোগ শেখাই। তবুও তোমরা বল কৃষ্ণ হলেন সকলের পিতা স্বর্গের রচয়িতা। বাবা তো হলেন নিরাকার সব আত্মাদের পিতা। অথচ ঔনার জন্যে বলা হয় উনি হলেন সর্বব্যাপী। তোমরা নিজের পিতাকে অমর্যাদা কর। শিব ও শঙ্করকে মিলিয়ে দিয়েছে, কতখানি গ্লানি করা হয়েছে। শিব তো হলেন পরমাত্মা। উনি বলেন আমি আসি দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে। তারপর বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী নারায়ণ রাজত্ব করবে। সত্যযুগের স্থাপনা করেন একমাত্র সদগুরু। তিনি এই রথের রথী। যাকে নন্দী গণও বলা হয়, ভাগীরথও বলা হয়। তোমরা হলে অর্জুন, তোমাদের বলছেন আমি এই রথে এসেছি, যুদ্ধের মাঠে তোমাদের মায়াকে পরাজিত করতে। সত্যযুগে রাবণ হয়না, দহনও হয়না। এখনতো রাবণ দহন হতেই থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কোনও চিত্রের স্মরণ করবে না। বিচিত্র বাবার স্মরণে থাকবে। বুদ্ধি যোগ উপরের দিকে লাগিয়ে রাখতে হবে।

২) বাড়ি অর্থাৎ পরমধাম ফিরতে হবে তাই দেহ সহ সব পুরানো জিনিসের ওপর থেকে মমত্ব মিটিয়ে দেবে। সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে।

বরদান :- সংস্কার সমাপন ও মিলনে এভার রেড থাকা রুহানী সেবাধারী হও।

ব্যাখা: যেমন স্থূল সেবায় সর্বদা এভার রেডী থাকো, যেখানে নিমন্ত্রিত হও সেখানে পৌঁছে যাও। এমন ভাবে মন্মাতেও যে সঙ্কল্প ধারণ করতে চাও তাতেও এভার রেডী থাকো। যা ভাবছ সেটাই কর। রুহানী সেবাধারী বাচ্চারা রুহানী সম্বন্ধ ও সম্পর্ক প্রতিপালনে এভার রেডী। তাদের সংস্কার সমাপনে বা সংস্কার মিলনে সময় লাগেনা। যেমন বাবার সংস্কার তেমনই তোমাদেরও সংস্কার। এই সংস্কার মিলন-ই হল সবচেয়ে বড় রাস।

স্লোগান - পবিত্রতার রয়্যালটি অনুভব করা এবং করানো-ই হল রয়্যাল আত্মার লক্ষণ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রী শ্রীর শ্রেষ্ঠ মতে চললেই তোমরা নর থেকে নারায়ণ হতে পারবে । নিশ্চয় বা বিশ্বাসের মধ্যেই বিজয় নিহিত আছে

প্রশ্ন - ঈশ্বর পরিচালিত রচনায় কোন বিশেষত্ব অবশ্যই থাকা উচিত ?

উত্তর - সব সময় প্রফুল্ল থাকা । ঈশ্বর রচিত মুখ দ্বারা যেন সর্বদা জ্ঞান রত্ন বেরোতে থাকে । চলার ভঙ্গী যেন মার্জিত হয় । বাবার নাম বদনাম হবে, এমন চলন যেন না হয় । কান্নাকাটি, মারামারি, অশুদ্ধ ভোজন - এ সব ঈশ্বরীয় সন্তানের চিহ্ন নয় ।

যাদের ঈশ্বরীয় সন্তান হচ্ছে, তারা যদি কেউ কোনও অকর্তব্য করে, তবে বাবার সম্মান হানি হয় ; তাই বাচ্চাদের অনেক ভাবনা চিন্তা করে চলা উচিত । সবসময় ঈশ্বরীয় নেশাতে প্রফুল্ল থাকতে হবে ।

ওম শান্তি । বাবাকে বাচ্চাদের মুখ দেখতে হয় । এরা কেউ সাধু সন্ত নয়, এখানে বাপদাদা আর বাচ্চারা । একে বলে ঈশ্বরীয় কুটুম্ব পরিবার । ঈশ্বর মানে পরমপিতা যাঁর সন্তান ব্রহ্মা আর তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার কুমারী । ইনি হলেন বিশ্বের ফাদার । এমনিতে দুনিয়ায় তিন জন ফাদার হন । এক হলেন নিরাকার বাবা, দ্বিতীয় জন ব্রহ্মাবাবা, তৃতীয় জন হলেন লৌকিক বাবা । কিন্তু একথা কারও জানা নেই । চিত্র ইত্যাদি তৈরি হয় কিন্তু জানেনা ইনি কবে এসেছিলেন ? শিবেরও ছবি আছে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্করেরও ছবি আছে, কিন্তু এনারা কি পার্ট পালন করেন, কেনই বা এনাদের নাম-গান করা হয় কেউ জানেনা । হয়তো অনেক পড়াশোনা করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ বক্তৃতা শুনতে যায়, কিন্তু বাচ্চারা তোমাদের তুলনায় তারা কিছুই জানেনা । একদম তুচ্ছ বুদ্ধি, বাবা-ই এসে তোমাদের বুদ্ধি স্বচ্ছ করে তোলেন । তোমরা সব কিছু জানো । শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর বাবা উনি-ই এখন নতুন রচনা রচিত করছেন । নতুন দুনিয়াতে নতুন সৃষ্টি চাই - তাই না ? গান্ধীজীও বলতেন নতুন দুনিয়া, নতুন রাজ্য চাই । ভারতই সেই সত্যযুগী রাজ্য ছিল । সূর্যবংশীয় লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য তারপর চন্দ্র বংশীয় রাজত্ব শুরু হলে সূর্য বংশীয় প্রায় লুপ্তপ্রায় হয়ে যায় ; তখন বলা হয় চন্দ্রবংশীয় রাজ্য । হ্যাঁ, তারা জানে যে লক্ষ্মী -নারায়ণই রাজত্ব করে এসেছে, কিন্তু বলা হয় রাম-সীতার রাজ্য । ব্রহ্মা কোনও সৃষ্টিকর্তা নন । রচনাকারী হলেন বাবা । শিববাবা রচনা করেন, এসে বলেন যে কি করে উনি এই রচনা রচিত করেছেন । ব্রহ্মা দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণদের রচিত করি, সুতরাং বাবার কাছ থেকেই নিশ্চয়ই বর্সা পাওয়া উচিত । এই সামান্য কথাটাও যদি কেউ বুঝতে পারে ত ২১ জন্মের জন্য অহো! সৌভাগ্য! কখনও দুঃখী বা বিধবা হবে না । কারও বুদ্ধিতেই পুরো নেশা নেই অথচ কত সহজ এটা ।

গান - আমার ভাগ্য জাগিয়ে নিয়ে এসেছি

ওম শান্তি। তোমরা এই পাঠশালায় আসো, কিসের পাঠশালা ? শ্রীমত ভগবতের পাঠশালা । তারপর এর নাম গীতা রাখা হয়েছে । শ্রীমত শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মার, উনিই বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ মত দিচ্ছেন । আগে তো তোমরা রাবণের আসুরি মতে চলে এসেছ । এখন ঈশ্বর বাবার মত পাচ্ছ । আমি শুধুই তোমাদের বাবা নই । আমি একাধারে তোমাদের বাবা, শিক্ষক আবার সদগুরু । যারা আমার

হয়, বলে - শিববাবা, ব্রহ্মা মুখ দ্বারা আমি তোমার হয়ে গেছি । প্রতিজ্ঞা করে বাবা আমি তোমার, তোমার হয়েই থাকব । বাবাও বলেন তুমি আমার এখন আমার মতে চলো । শ্রীমতে চললে তুমিও শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারবে কথা দিচ্ছি । কল্প আগেও তোমাকে নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী বানিয়েছিলাম । এমন কথা কোনও মানুষ বলতে পারবে না । এটা একমাত্র বাবাই বলতে পারেন যে বাচ্চারা আমিই তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে স্বর্গের মালিক বানাই । সত্য যুগ আল্লার দুনিয়া । ভগবান ভগবতীকে আল্লা বলে । এই সময় সব উল্টো ঝুলে আছে । চিল এসে ঠোঁকর মারে না ! মায়াও এখানে এসে ঠোঁকর মারছে । দুঃখী হতে থাক । এখন বাবা এসে বলেছেন তোমাদের এই দুঃখ থেকে, বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাব । এখন ক্ষীর সাগর তো কোথাও নেই । বলা হয়ে থাকে বিষ্ণু সৃষ্টিবতনে ক্ষীর সাগরে থাকেন । এটা হল মহিমা । এখন আমি জ্ঞানের সাগর তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাচ্ছি । তোমরা কামচিভায় বসে জ্বলে কালো হয়ে গেছ, আমি এসে তোমাদের জ্ঞান রূপী বর্ষা দিই যাতে তোমরা ফর্সা হতে থাক । শান্ত্রে আছে সাগর রাজার সন্তানেরা জ্বলে মরেছিল । কথা তো অনেক বানিয়ে বলে দিয়েছে । এখন বাবা এসে বলেছেন তোমাদের এই সব কথা বুদ্ধি থেকে বের করে দিতে হবে । এখন আমার কথা শোনো । সংশয় বুদ্ধি বিনাশক্তি আর আমার প্রতি নিশ্চিত থাকো, তো নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তি । বিজয় মালার হতে পারবে । মালার রহস্যও তোমাদের বুঝিয়েছি । যে যথার্থ সেবা করে সে-ই বিজয় মালা তৈরি হয় । সবচেয়ে ভালো সেবাধারী রুদ্র মালার দানা হয় । তারপর বিষ্ণুর মালার প্রথম দিকে যাবে । নম্বর অনুযায়ী ১০৮, তারপর ১৬ হাজারকে যুক্ত কর । এমনটা নয় যে সত্য আর ত্রেতায় শুধু ১০৮ রাজপুত্র রাজকন্যা থাকবে। বুদ্ধি পেতে থাকবে । প্রজা বুদ্ধি পেলে রাজপুত্র রাজকন্যার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে । বাবা বলেন কিছু বুঝতে না পারলে জিজ্ঞাসা কর । আমার মিষ্টি বাচ্চারা আমাকে জানলে তোমরা সৃষ্টি রূপী ঝাড়কে জানতে পারবে । এই ঝাড় কখনও পুরানো হয় না । ভক্তি মার্গ কখন শুরু হয় তা তোমরা জান । এটা হলো কল্প বৃক্ষ, নীচে কামধেনু বসে আছেন ; নিশ্চয়ই ওনার বাবাও আছেন । এখন তোমরাও কল্পবৃক্ষের নীচে বসে আছ, এরপর তোমাদের নতুন ঝাড় শুরু হবে । প্রজা তো লক্ষ্যধিক হয়ে গেছে আরও তৈরি হচ্ছে । রাজা হওয়া এখানে কিছু মুশকিল । সাধারণ আর গরীবরাই লাভবান হয় ।

বাবা বলেন আমি দীনবন্ধু, দান তো গরীবদের ই দেওয়া হয় । অহল্যা, কুন্ডা , পাপ আত্মা যারাই আছে আমি তাদেরই বরদান দিই । তোমরা সন্ন্যাসীদেরও জ্ঞান শোনাবে । ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ দেবতা হতে পারবে না । যে দেবতা বর্ণের ছিল সে-ই ব্রাহ্মণ বর্ণে আসবে আবার দেবতা বর্ণে যেতে পারবে । তুমি মাতাপিতা •• গায় তো সবাই কিন্তু এখন তোমরা বাস্তবে আছ । এ হলো ব্রাহ্মণদের নতুন রচনা, সবার উপর ব্রাহ্মণ, সর্বোচ্চ হলেন ভগবান তারপর ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় । তোমাদের অতি নেশা থাকা উচিত । আমরা ঈশ্বরের পৌত্র পৌত্রী প্রজাপিতার সন্তান । ঈশ্বরীয় সন্তানদের তো সদা খুশিতে থাকা উচিত । কখনওই কান্নাকাটি করা উচিত নয় । এখানে অনেক ব্রহ্মাকুমার কুমারী হয়েও কান্নাকাটি করে বিশেষ করে কুমারীরা। পুরুষরা কান্নাকাটি করে না । কান্নাকাটি করে নাম বদনাম করে, তারা মায়ার বশবর্তী দেখা যায় । বাবার বশবর্তী নয় দেখা যায় । বাবা ভেতরে তো বোঝেন বাইরে খোড়াই প্রকাশ করবেন, নয়তো আরও নীচে নামতে থাকবে । বাবা বলেন নিজেকে সামলাও । সদগুরুর নিন্দা যারা করে তারা কখনওই পার পায় না । তারা বুঝে নেয় রাজসিংহাসন কখনওই পাবে না । তোমাদের তো সদা খুশিতে থাকা উচিত । এখন খুশিতে থাকলে ২১ জন্মও খুশিতে থাকতে পারবে । ভাষণ দেওয়া খুব সহজ, এমন বড়ো কিছু

নয় । কৃষ্ণের মতো হতে হবে । তাহলে এখন থেকে খুশিতে থাক আর মুখ থেকে জ্ঞান রত্ন দান কর । আমি আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে জ্ঞান পাচ্ছি । যা আমি আত্মা ধারণ করছি তাই আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে । যেমন বাবা শরীর লোন নিয়ে দান করে যাচ্ছেন দিচ্ছেন এমনই অবস্থা হওয়া উচিত । বাবা বাইরে থেকে যতই ভালবাসা দিন না কেন, কিন্তু দেখেন যে আচরণে চলেন কে বদনাম করে চলেছে সে বাবার অন্তরে ঠাঁই পাবে না । বাবার কাছে সংবাদও পৌঁছায় ঈশ্বরীয় সন্তান তবে কাল্লাকাটি কিসের ? সম্মান তো ঈশ্বরের যাবে তাই না ! কাল্লাকাটি করে, লড়াই ঝগড়া করে, অশুদ্ধ ভোজন করে । দেবতারা কাল্লাকাটি করত যদি সেটা হতো অন্য কথা কিন্তু এ তো স্বয়ং ঈশ্বরের সন্তান, সে যদি কাল্লাকাটি করে তবে কি গতি হবে ? এমন অকর্তব্য কাজ হওয়া উচিত নয় যেখানে বাবার সম্মান-হানি হয় । প্রতিটি কথা বুঝে চলা উচিত । ঈশ্বর তোমাকে পড়াচ্ছেন ।

এই সময় যত মানুষ ততই মত, একের সাথে অন্যের মেলে না । বাবা এসে বোঝাচ্ছেন এখানে তোমরা এসে বসেছ শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তৈরি করতে । শ্রেষ্ঠ ভাগ্য পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ তৈরি করতে পারবে না । সত্য যুগ সৃষ্টির আদিতে লক্ষ্মী-নারায়ণ, সে ত ভগবানই রচনা করেন । লক্ষ্মী - নারায়ণকে রাজ্য কিভাবে দিয়েছেন ? যথা রাজারানী তথা প্রজা কিভাবে হয়েছে কেউ জানেনা । বাবা বুঝিয়েছেন কল্পের সঙ্গমযুগে এসে আমিই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য স্থাপন করি । বাবা বলেন তোমাদের রাজতিলক দিচ্ছি । আমি স্বর্গের রচয়িতা তোমাদের রাজতিলক দেব না তো, কে দেবে? কথায় আছে না তুলসীদাস চন্দন ঘষছেন একথা এখনকার । বাস্তবে রাম শিববাবাই । চন্দন ঘষার কথা নয় । মনে মনে বুদ্ধি দ্বারা বাবা আর বর্সাকে স্মরণ কর । মায়াপুরীকে ভুলে যাও এতে শুধুই দুঃখ । এটা হল কবরস্থান । মিষ্টি বাবা আর মিষ্টি সুখধামকে স্মরণ কর । এই দুনিয়া ত বিনাশ হবে । বিদেশে তো বস্ত্র ইত্যাদি পড়ে সব বাড়ি ঘর ভেঙে পড়ে যাবে, সবাইকে মরতে হবে । নোংরা আবর্জনা সব শেষ হয়ে যাবে, দেবতারা নোংরা স্থানে বাস করতে পারে না । লক্ষ্মীকে আহ্বান করা হয় সব পরিষ্কার করে তাই না! এখন লক্ষ্মী - নারায়ণ আসবে তাই সারা সৃষ্টি পরিষ্কার হবে, বাকি খন্ড সব শেষ হয়ে যাবে তারপর ই দেবতারা আসবেন। ওনারা এসে মহল তৈরি করবেন । বস্ত্র এত ছিলই না । গ্রাম ছিল । এখন দেখ কি হয়ে গেছে, এমনটাই আবার হবে আর খন্ড থাকবে না । সত্য যুগে খরজলে গ্রাম থাকে না । মিষ্টি জলের পাড়ে থাকে । তারপর ধীরে ধীরে বুদ্ধি পেতে থাকে । মাদ্রাজ ইত্যাদি থাকে না । বৃন্দাবন, গোকুল ইত্যাদি নদী পারে থাকে। বৈকুণ্ঠের মহল ওখানেই দেখানো হয়। তোমরা জান আমরা এখানে এসেছি নর থেকে নারায়ণ হতে । শুধু মনুষ্য থেকে দেবতা এটা বোলো না । দেবতাদের তো রাজধানী আছে না ! আমরা এসেছি রাজ্য নিতে । একে বলাই হয় রাজযোগ । এটা কোনও প্রজাযোগ নয় । আমরা পুরুষার্থ করে বাবার থেকে সূর্য বংশী রাজ্য নেব । বাম্বাদের রোজ জিজ্ঞাসা করা উচিত কোনও ভুলচুক হলো না ত ? কাউকে দুঃখ দিইনি তো ? ডিস-সার্ভিস হল না তো ? অল্প সার্ভিসে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া উচিত না । জিজ্ঞাসা করা উচিত সারাদিন কি করেছে ? মিথ্যে বলেছ তো নীচে নামতে থাকবে । শিববাবার কাছে কিছু লুকানো থাকে না । এমন ভেবো না কে আর দেখছে ? শিববাবা তো চট করেই বুঝে যাবেন । বেকারই নিজের ক্ষতি হবে । সত্য যেখানে মন খুশিতে নাচে সেখানে.... আনন্দে সদা হাসিখুশি থাকা উচিত । দেখ স্ত্রী পুরুষ আছে কিন্তু একজনের সৌভাগ্যে স্বর্গের বাদশাহি আছে আর একজনের ভাগ্যে তা নাও হতে পারে । কারও সৌভাগ্য হয়েছে যারা দুজনেই হাতে হাত রেখে এগিয়ে এসেছে যে, আমরা জ্ঞান চিতায় বসে একসাথে যাব ।

তোমরা বাচ্চারা জগদম্বা মায়ের পরিচয় (বায়োগ্রাফি) জানো আর কেউ ৪৪ জন্ম মানবে না । ওনাকে বহুভূজা দেখানো হয়েছে । মানুষ তো বুঝবে ইনি তো দেবতা, জন্ম - মৃত্যু রহিত । আরে ! চিত্র তো মানুষের তাই না ? মানুষের এত বাহু তো হয় না । বিষ্ণুরও চার বাহু দেখানো হয়েছে, প্রবৃত্তিকে প্রমাণিত করার জন্য । এখানে তো দুটি বাহুই হয় । মানুষ তো নারায়ণের ৪ বাহু, লক্ষ্মীর দুটি বাহু দেখিয়েছে, কোথাও কোথাও আবার লক্ষ্মীরও ৪ বাহু দেখিয়েছে। নারায়ণকে শ্যাম বর্ণ আর লক্ষ্মীকে গৌর বর্ণ করে দিয়েছে, কারণ কিছুই জানে না । তোমরা এখন জান দেবতা যারা ফর্সা ছিল তারাই দ্বাপরে এসে যখন কামচিটায় বসে তখনই আল্লা কালিমা লিপ্ত হয় । তারপর বাবা এসে আবার কালো থেকে ফর্সা বানান । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার ভালবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) মিষ্টি বাবা আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে । এই মায়াপুরিকে ভুলে যেতে হবে ।

২) সার্ভিসে কখনও ক্লান্ত হলে চলবে না । বিজয় মালাতে আসতে হলে অক্লান্ত সার্ভিস করতে হবে । শিববাবার প্রতি সৎ থাকতে হবে । কোনও ভুলচুক যেন না হয় । কাউকে দুঃখ দেবে না ।

বরদান : এক বহ্নিশিখার পিছনে বহ্নিপতঙ্গ হয়ে আল্লাহুতি দেওয়া কোটির সেরা একজন শ্রেষ্ঠ আল্লা ভব

সারা বিশ্বে কোটির মধ্যে কেউ, আবার এর মধ্যেও কেউ এক শ্রেষ্ঠ আল্লা আমি, যে নিজে এটা অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুভব করেছে যে, আমিই কল্প পূর্বের শ্রেষ্ঠ আল্লা যে নিজেকে বাবা বহ্নিশিখার কাছে আহুতি দিয়েছে । আমরা পিছন পিছন ঘুরে বেড়ানো আল্লা নই । বহ্নিপতঙ্গ হয়ে সমর্পিত হয়ে যাব । সমর্পিত হওয়া মানে মরে যাওয়া । এইরকম জ্বলে মৃত্যু বরণ করার মতো বলিহারি হয়েছে ত ? জ্বলে যাওয়াই হলো বাবার হয়ে যাওয়া । জ্বলে যাওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ পরিবর্তন হওয়া ।

স্নোগান : বাবার সাথে মিলন আর সর্ব প্রাপ্তির আনন্দে থাকাই হলো সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - ঈশ্বরীয় বাবা তোমাদের কাছে আসেন অসীম বেহদের এই সৃষ্টি-জগতের সেবা করে নরককে স্বর্গ-রাজ্য বানাতে কল্প-কল্প ধরে প্রতি কল্পেই এক ও একমাত্র এই বাবা-ই তা করে থাকেন"

প্রশ্ন :- বর্তমানের এই সঙ্গমযুগে কি এমন প্রক্রিয়া চলে যা সম্পূর্ণ কল্পে অন্য সময়-কালের থেকে একেবারেই পৃথক ?

উত্তর :- সম্পূর্ণ কল্পে বাচ্চারা বাবাকে প্রণাম জানায়, কিন্তু কেবল এই সঙ্গম সময়ে বাবা আসেন, হারিয়ে যাওয়া খুঁজে পাওয়া হারানিধি বাচ্চাদের সেবার উদ্দেশ্যে। বাবার মতে, সে হিসাবে বাবার থেকেও বেশী সন্মানীয় বাচ্চারা। পুরো কল্পের অবসানে, বাবা বাচ্চাদের কাছে আসেন, সমগ্র সৃষ্টি-জগতের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে এই নরককে স্বর্গ-রাজ্য বানাতে। বাবার মতন এমন নিরাকারী, নির্বিকারী আর নিরহংকারী আর কেউ তো হতেই পারে না। এমন কি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত বাচ্চাদের পা মলিশও করে দেন বাবা।

ওম্ শান্তি! বাবা যখন বাচ্চাদের সামনে আসেন, তখন কি বাবা প্রথমে বাচ্চাদেরকে নমন জানান, নাকি বাচ্চারা সর্বাগ্রে বাবাকে প্রণাম জানান ? (যেখানে বাচ্চাদেরই প্রথমে তা করা উচিত)। -- কিন্তু না! বাবা-ই প্রথমে নমন জানান বাচ্চাদের প্রতি। সঙ্গমযুগের এই রীতি-নীতিই অন্য সব সময়কালের থেকে একেবারেই আলাদা। তাই বাবা স্বয়ং বলছেন - "যেহেতু আমি তোমাদের সকলের বাবা, তাই তোমাদের সেবা করার জন্যই আমি এসে উপস্থিত হই। সেই হিসাবে তো তোমরা বাচ্চারা বেশী সন্মানীয় হলে। জাগতিক দুনিয়ার রীতি-নীতি অনুসারে বাচ্চারা প্রথমে বাবাকে প্রণাম করে, কিন্তু এক্ষেত্রে তো বাবা-ই বাচ্চাদেরকে নমন জানান। তাই তো বাবাকে এমন নিরাকারী, নিরহংকারী হতে হয়। লোকেরা জাগতিক দুনিয়ার সাধু-সন্ন্যাসীদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। এমন কি তাদের চরণে চুষনও করে। অথচ, যার সঠিক অর্থ তারা কিছুই জানে না। পুরো কল্প বাদে বাবা আসেন বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে, যারা হারিয়ে যাওয়া খুঁজে পাওয়া হারানিধি বাচ্চা। তাই তো বাবা এত স্নেহ-ভরে বাচ্চাদেরকে বলেন-"মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা কত ক্লান্ত হয়ে পড়েছো।" যেমন ভাবে, অন্যরূপে তিনি দ্রোপদীরও পদ-সেবা করেছেন। অতএব তিনি সেবাধারীই তো হলেন। "বন্দে মাতরম্"- এই সন্মান কে জানিয়েছেন ? --অবশ্যই এই বাবা। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, বাবা এসেছেন সমগ্র সৃষ্টি-দুনিয়াতে বেহদের সেবা করতে। এই সৃষ্টি-জগৎ এখন ময়লা-আবর্জনায় ভরে গেছে। আক্ষরিক অর্থে যা নরকে পরিণত হয়েছে। তাই তো এমন সময়ে স্বয়ং বাবাকেই আসতে হয়, এই নরককে আবার স্বর্গ-রাজ্যে রূপান্তরিত করতে। আর একাজ করতে উনি আসেন- খুব উৎসাহ-উদ্দীপনায়। যেহেতু উনি জানেন, বাচ্চাদের সেবা করতে এক ও একমাত্র এই ঈশ্বরীয় বাবাকেই আসতে হবে। কল্প-কল্প এভাবেই এই সেবায় হাজির হতে হয় বাবাকে। যখন-যখন বাবা স্বয়ং আসেন, তখন-তখন বাচ্চারাও ভাবে, এই তো বাবা এসে গেছেন আমাদেরকে সেবা করবার জন্য। আর এখানে (এই ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ে) বসেই বাবা সকল বাচ্চাদেরই সেবা করতে থাকেন। তবে এমনটা অবশ্যই নয় যে, সেবার জন্য বাবাকেই সবার কাছেই যেতে হবে। লোকেরা তো 'সর্বব্যাপী'-র সঠিক অর্থটাই জানে না। সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণকারী ও

কৃপাসিন্ধু দাতা কেবলমাত্র একজনই -এই বাবা। ওনার মতন এই সেবা, যা কোনও মনুষ্যের দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়। তাই তো ওনার এই সেবাকে অসীম বেহদের সেবা বলা হয়।



গীত :- ওগো আমার আত্মারূপী প্রেমিকারা- তোমাদের জাগৃতি আসুক এবার! নব-অরুণোদয়ের আলো এই ফুটলো বলে !

ওঁম্ শান্তি! সত্যি, কি অপূর্ব এই গীত। নব যুগ (সত্যযুগ) আর পুরাতন যুগ (কলিযুগ) এই দুই যুগের তফাৎ-এর বোধের উপরেই অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। যুগের বিষয়টা ভালই বোঝে ভারতবাসীরা। ভারতবাসীদের থেকেই অন্যেরা যুগের বিষয়ে যা কিছু তা জানতে পারে। সত্যযুগ ও ত্রেতার পরে দ্বাপর থেকেই অন্যেরা আসতে শুরু করে। তাই এর পূর্বের যা কিছু তা তারা ভারতবাসীর কাছ থেকেই তা শুনে থাকে। যেহেতু এই ভারতই একমাত্র প্রাচীন ভূ-খণ্ড। একদা যেখানে দেবী-দেবতাদের রাজ্যত্ব ছিল। তখন ছিল কেবল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম, যার অস্তিত্ব আজ আর নেই। এই প্রচলিত কথা অবশ্য এখনও স্মরণ করা হয়- (শিববাবা) ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণু দ্বারা পালনা করান। যদিও উনি প্রত্যক্ষ তা করেন না, কিন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণু দ্বারা তা করান। তাই তো ওনার (শিববাবার) এত মহিমা। বাস্তবে, উনি সর্বপ্রথমে সূক্ষ্ম-বতনের রচনা করেন, যেহেতু একমাত্র উনিই তো সৃষ্টিকর্তা। গীতা প্রসঙ্গে সবাই বলে, তাদের নয়নের মণি সর্বশাস্ত্র শিরোমণি -'শ্রীমদভগবৎ গীতা'। কিন্তু, তারা গীতার প্রকৃত রচয়িতা ভগবানকেই জানে না। রচনাকার কে সেই ভগবান ? মুনী ব্যাসদেব সহ অন্যান্য অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা তা জানতে না পেরে, কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে সেখানে। অথচ, এই গীতা হলো দেবী-দেবতা ধর্মের মাতা-পিতা। অন্যান্য শাস্ত্র-পুরাণের রচনা তো অনেক পরেই হয়। এই গীতা-শাস্ত্রই সবচেয়ে প্রাচীন শাস্ত্র। আচ্ছা, ভগবান স্বয়ং এই গীতা-শাস্ত্র তবে কখন শুনিয়েছিলেন ? তখন নিশ্চয় সর্ব ধর্মেরই উপস্থিতি ছিল এই দুনিয়ায়। বাস্তবে সব ধর্মেরই মূল ও প্রধান এই গীতা-শাস্ত্র। যেহেতু সর্ব ধর্মেরই মান্য গীতা। কিন্তু বাস্তবে তারা তা মানে কৈ ? মুসলমান, খ্রীষ্টানেরা যে খুবই কড়-পন্থী। তারা কেবল তাদের ধর্ম-শাস্ত্রকেই মানে। যখন তারা তা জানতে ও বুঝতে পারবে যে, এই গীতা-শাস্ত্রই সবচেয়ে প্রাচীন শাস্ত্র, একমাত্র তখনই তারা (ভারত থেকে) তা কিনবে। তারা তো এও জানে না যে, ভগবান স্বয়ং কবে এই গীতা-শাস্ত্র শুনিয়েছিলেন! চিন্ময়ানন্দ বলেছেন, খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ বছর পূর্বে গীতার ভগবান স্বয়ং গীতা-শাস্ত্র শুনিয়েছিলেন। কিন্তু ৩৫০০ বছর পূর্বে ওনার সেই ধর্মের অস্তিত্ব তো ছিলই না। তবে সেই সময় সব ধর্মের একটিমাত্র শাস্ত্র গীতা তা হবেই বা কি প্রকারে। একমাত্র এই বর্তমান সময়েই সব ধর্মেরই উপস্থিতি দুনিয়ায়। তাই বাবা ঠিক এই সময়ে এসে গীতা-শাস্ত্র দ্বারা অন্য সকল ধর্মেরই সদগতি করেন। যেহেতু এই গীতা-শাস্ত্র স্বয়ং বাবার মুখ-নিঃসৃত। কিন্তু, অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা সেখানে বাবার (শিবের) নামের বদল বাচ্চার (কৃষ্ণের) নাম লেখার ফলেই যত সব মুন্সিলের সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদের শাস্ত্রের দ্বারা তো এটাও জানা যায় না যে, প্রকৃত শিবরাত্রি কোন সময়-টায় ? তাদের হিসেব অনুযায়ী, শিব-জয়ন্তী আর কৃষ্ণ-জয়ন্তী প্রায় একই সময়েই হয়ে যাচ্ছে। শিব-জয়ন্তী পর্ব শেষ হতে না হতেই কৃষ্ণের জন্ম পালন করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের কর্ম-কর্তব্যে এ কথাও উল্লেখ নেই যে, কৃষ্ণের জ্ঞান রুদ্র যজ্ঞ। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের সূচনা হয় একমাত্র এই রুদ্র শিববাবার মাধ্যমে। যার দ্বারা বিনাশের জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়। তা তো নিজেরাই দেখতে পাচ্ছে। এর ফলেই আবার আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনার কার্য চলছে। পরে আর অন্য কোনও ধর্মের অস্তিত্বই থাকবে

না। কৃষ্ণের আবির্ভাবও তখনই হয়, যখন আর অন্য কোনও ধর্ম থাকে না দুনিয়ায়। এসব গুহ্য কথা বোঝার ব্যাপার আছে।

সত্যযুগে (স্বর্গ-রাজ্যে) যখন সূর্যবংশী দেবী-দেবতাদের রাজত্ব চলে, তাই সেখানে তখন মনুষ্যও অনেক কম সংখ্যায় থাকে। যেহেতু সেই সময়ে অন্যসব আত্মারা মুক্তিধামেই থাকে। সকলেই মিলিত হতে পারে ভগবানের সাথে। (নিয়মানুসারে) সেখানে বাবাকে প্রণাম করতেই হয় সকলকে। -তাই না ? বাবাও তেমনি আবার এই সময়ে এখানে এসে ওনার আত্মাধারী বাচ্চাদেরকে নম্ন জানান। প্রতি উত্তরে আত্মাধারী বাচ্চারও প্রণাম জানায় তাদের পিতা পরমাত্মাকে। বর্তমান সময়ে সেই চৈতন্য-স্বরূপ বাবা, অর্থাৎ পরমাত্মা এই ধরাতেই উপস্থিত। অতএব আত্মারূপী বাচ্চারও সবাই সেই বাবার সাথে মিলিত হওয়া উচিত অবশ্যই। সবারই উচিত বাবার সাথে মিলিত হওয়া। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে কৈ ? আসলে, সবার ভাগ্যে তো আর ওনার সাথে সেভাবে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য হয় না। কোটি-কোটির মধ্যে অল্প কয়েক লক্ষ আবার সেই লক্ষের মধ্যেও বিশেষ কেউ কেউ-ই সেই সুযোগ পেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে ভক্তরা আর মিলিত হবার সুযোগ পাবে কিভাবে ? --যেখান (পরমধাম) থেকে তাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে ভগবানের সাথে, একমাত্র সেখানে গিয়েই তাদের মিলন হবে। অর্থাৎ ভগবানের নিবাস স্থান পরমধামে। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকে বলে থাকেন, সকল বাচ্চাকেই এই দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত করতে পরমধামে নিয়ে যাই আমি। এটাই যে বাবার কর্ম-কর্তব্য। জগতে এখন কত অনেক ভাষা। সংস্কৃত ভাষার প্রচলন করলে, এতসব বাচ্চা, যা তারা অনেকেই তা বুঝতে পারবে না। লোকেরা তো আজকাল সংস্কৃত গীতার শ্লোকগুলি কেবল কন্ঠস্থ করে। খুব সুন্দর রীতিতে সংস্কৃততে পাঠও করে তারা। কিন্তু, অহল্যা, কুন্ডা, বা অবলা ইত্যাদিরা তারা সেই সংস্কৃত ভাষা শিখবেই বা কোথেকে ? হিন্দী-ভাষা প্রায় সবারই জানা। তাই হিন্দীতেই এর প্রচার সর্বাধিক। অতএব ভগবানকেও সেই হিন্দীতেই শোনাতে হয় ওনার বাণী অর্থাৎ গীতা। অষ্টজনী শাস্ত্রকারেরা তো গীতাকে কত অনেক অধ্যায়ে বিভক্ত করেছে। কিন্তু প্রকৃত গীতার বাণীগুলিকে কি অধ্যায়ে বিভক্ত করে পরিবর্তন করা যায় ? এই মুরলী তো শুরু থেকে এভাবেই চলে আসছে।

বাবার আসার উদ্দেশ্যই হলো, পতিত এই সৃষ্টি-জগতকে পবিত্র বানানো। যেখানে তিনি স্বর্গীয় ঈশ্বরীয় পিতা, সেখানে স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা অবশ্যই তিনি। নরক-রাজ্য বানানো ওনার কাজ নয়। এই নরক-রাজ্য স্থাপনা করে রাবণ। আর বাবা স্থাপনা করেন স্বর্গ-রাজ্য। তাই তো ওনার যথার্থ নাম - 'শিব'। শিবের প্রকৃত অর্থ বিন্দু স্বরূপ। আত্মাও বিন্দু স্বরূপ। কিন্তু তারা দেখতে কেমন ? কত অনেক ছোট অতি ক্ষুদ্র দেখায় তাকে, - তাই না ? (শরীরের মতন) আত্মারও কি সেভাবে উপরে গিয়ে বড় হয়ে যায় ? মোটেই না। দেখানো হয় আত্মার অবস্থান দুই ভ্রুকুটির মাঝে। আত্মা সম্বন্ধে এ কথা বলা হয়, দুই ভ্রুকুটির মাঝে স্কুলিঙ্গের বলকের মতন জ্বলজ্বল করা (অতি ক্ষুদ্র) আশ্চর্য এক তারা। আত্মা এতই ক্ষুদ্র যে, অনায়াসেই সে কপালের ঐ ভ্রুকুটি অঞ্চলে অবস্থান করতে পারে। আত্মার যে আকার ও রূপ, পরমাত্মাও ঠিক সেরূপ। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে, এত ক্ষুদ্র প্রতিটি আত্মার মধ্যেই তাদের যার যত জন্ম, সে হিসাবে তা সবগুলিই রেকর্ডের মতন ভরা থাকে তাতে, তাদের নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্য অনুসারে। যা চিরকালীন এবং যার কোনও লয় বা ক্ষয় হয় না, যা ক্রমান্বয়ে একের পর এক চলতেই থাকে। ভীষণ রহস্যের ব্যাপার এটা। পূর্বে কি কখনও এমন কথা তোমাদেরকে জানিয়েছেন বাবা ? পূর্বে শুনেছিলে, আত্মা লিঙ্গরূপ, খানিকটা বুড়ো

আঙ্গুলের আকৃতির। কিন্তু পূর্বেই যদি বাবা এইসব রহস্যের উন্মোচন করে দিতেন, তখন তোমরা তা সেভাবে বুঝতেই পারতে না। এখন জ্ঞান-বুদ্ধির যোগে তা বুঝতে পারছো। এমনিতে তো সবাই বলবে, আত্মা তারার মতনই দেখতে। আত্মার সাক্ষাৎকারও সেই তারা স্বরূপেই হয়। তবে তোমাদের আর সাক্ষাৎকারের কি দরকার ? নতুন দুনিয়ার ? এই বাবাই সেই নতুন দুনিয়া অর্থাৎ স্বর্গের রচয়িতা। উনিই সবাইকে এই দুনিয়ায় পাঠান, কর্মফল অনুযায়ী যার যার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট পালন করাতে। আর কল্পে মাত্র একবার নিজেই আসেন এখানে।

মানুষেরা সবাই এখন শান্তির সন্ধান। যেহেতু এবার তাদের যেতে হবে শান্তিধামে। তাই এখন শান্তির প্রকৃত ধারণা হওয়ায় জাগতিক এই সুখকে কাক-বিষ্টার মতন ভাবছে তারা। সে উদ্দেশ্যেই সবাইকে জানানো হয়- গীতার মাধ্যমেই যে রাজযোগ শেখানো হয় এখানে, তার দ্বারা রাজারও রাজা হওয়া যায়। যারা বর্তমানের এই সুখকে কাক-বিষ্টার মতন ভাবে, কেবলমাত্র তারাই আগামীতে প্রথমদিকেই রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী হতে পারবে। কিন্তু তা কি প্রকারে ? বর্তমানের এসব কিছুই যে প্রবৃত্তি-মার্গের। জাগতিক সন্ন্যাসীরা তো গীতার প্রকৃত অর্থটাই বুঝে উঠতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বাবা জানাচ্ছেন - মূলতঃ সন্ন্যাসী দুই-প্রকারের। যদিও তাদের মধ্যেও আবার অনেক প্রকারের সন্ন্যাসী। কিন্তু এখানে কেবল এক-প্রকারেরই সন্ন্যাসী। অর্থাৎ বাচ্চারা, তোমরা যেমন এই পুরোনো দুনিয়ার সন্ন্যাস নাও। ঘর-সংসারে, গৃহস্থ ব্যবহারেই থেকেও তোমাদেরকে পদ্ম-ফুলের মতন পবিত্র থাকতে হয়। তাদের কাছে যদি জানতে চাও যে, তা কি সম্ভব ? তারা বলবে, এমন ভাবে তো অনেকেই থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসীদের কাজ তো আর তা নয়। তাই যদি হতো, তবে তারা নিজেরাই ঘর-সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস নেবেই বা কেন ? বাচ্চারা, তাই সর্বাগ্রে তোমরা নিজের ও নিজেদের ঘর থেকেই নিজেদের কর্ম-কর্তব্যের মাধ্যমে তা শুরু কর। সর্বাগ্রে নিজের স্ত্রীকে তা শেখাও। শিববাবাও এমন কথাই বলেন যে, সর্বাগ্রে উনি ওনার স্ত্রী অর্থাৎ সাকার ব্রহ্মাবাবাকে তা বোঝান। অর্থাৎ নিজের ঘর থেকেই পার্শ্বের প্রথম সোপান শুরু করা। যেহেতু এই ঈশ্বরীয় পাঠশালা- শিববাবার চৈতন্য গৃহস্থী-ঘর। তাই সর্বাগ্রে উনি ওনার স্ত্রী (সাকার ব্রহ্মাবাবা) -কে শেখান। তারপর স্ত্রী তার দত্তক সন্তানদের তা শেখান, যদিও শিখবার ক্ষেত্রেও ধারণা ও ধারণের ক্রমিক অনুসারেই তা শিখতে পারে ব্রহ্মার বি.কে. সন্তানেরা। এসবেও যথেষ্ট বোঝার ব্যাপার আছে। সব শাস্ত্রগুলির মূল- মুখ্য শাস্ত্র হলো গীতা। কিন্তু সেই গীতা শাস্ত্র থেকে কেউ কোনও অনুপ্রেরণাই নেয় না। উনি (পরমাত্মা) যে এই সময়েই এই ধরায় উপস্থিত হন, একথা তাদের স্মরণেও আছে। তারই স্মৃতিতেই তো এত অনেক শিব-মন্দির। উনি (শিববাবা) স্বয়ং তা বলেন, উনি আসেন এক সাধারণ ব্রহ্মার শরীরের আধারে। যেই ব্রহ্মা তার নিজের জন্ম-বৃত্তান্তের অতীত-ভবিষ্যৎ কিছুই জানে না। যা একমাত্র ওনার ব্যাপারই নয়। বাচ্চারা, এখানে তোমরা যারা বসে আছো, তারা সবাই ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী দত্তক সন্তান। এমন তো আর হতে পারে না, বাবা কেবল একজনকেই সব বোঝাবে। তাই ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নেওয়া তোমরা বি.কে.-ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকেই বোঝান উনি। যজ্ঞ সর্বদাই ব্রাহ্মণদের দ্বারাই হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যেরা যারা গীতা শোনান, তাদের কাছে কোনও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত থাকে না। তাই তাকে যজ্ঞ বলা যায় না। কিন্তু এখানকার এই যজ্ঞ তো অতি বৃহৎ এক যজ্ঞ। যেহেতু তা অসীম-বেহদের বাবার বেহদের যজ্ঞ। যে যজ্ঞ বহুদিন ধরে লাগাতর চলতেই থাকে। ভাণ্ডারের কাজ-কর্মও সে অনুসারেই চলতেই থাকে। কিন্তু এর সমাপ্তি কবে ? -যখন নতুন রাজধানী স্থাপনার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। বাবা জানাচ্ছেন তখন একসাথে সব বাচ্চাদেরকেই উনি সাথে করে স্বধামে ফিরিয়ে নিয়ে

যাবেন। তারপর বাচ্চাদের (কর্ম-কর্তব্য ও পুরুষার্থের) ক্রম-অনুসারে আবার সেই বাচ্চাদেরকে কর্মফল অনুযায়ী পাঠাবেন যার যার নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের পাট করার জন্য।

বাবার মতন এমন ভাবে আর কারওরই বলার বলার ক্ষমতা নেই! বাচ্চারা, তোমাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার একমাত্র আমিই তোমাদের দিশা-নির্দেশক পাণ্ডা। যে যে মানুষেরা পতিত অবস্থায় আছে, তাদের সবাইকে পবিত্র বানিয়েই ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। তারপর তারা তাদের সময় অনুসারে নিজ নিজ ধর্ম স্থাপন করার সময় পবিত্র আত্মারা ধীরে ধীরে আসতে শুরু করে। এখন তো কত অনেক ধর্ম দুনিয়াতে। কেবলমাত্র বিশেষ একটি ধর্মই (দেবী-দোবতা ধর্ম) নেই এর মধ্যে। এরপর অর্ধ-কল্প শাস্ত্র বলে কোনও কিছু থাকে না। তখন কেবলমাত্র 'গীতা' থাকে, যা সব ধর্মেরই, যে সকল শাস্ত্রেরই শিরোমণী এই একটিই থাকে কেবল। যেহেতু একমাত্র এর দ্বারাই সবার গতি ও সদগতি হতে পারে। অতএব সবাইকে তা বোঝাতে হবে। আর এই সদগতি হয় কেবলমাত্র ভারতবাসীদেরই। অবশ্য গতি কিন্তু সবারই হয়। সেই ভারতবাসীদের মধ্যেও সর্বাগ্রে জ্ঞানের পাঠ তারাই নেবে, যারা একেবারে শুরুর দিকে পরমাত্মার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, তারাই সর্বাগ্রে জ্ঞান ধারণ করবে। তারাই আবার সবার আগে ঘরে ফেরা শুরু করবে। সেখান থেকে সবারই আসতে হয় তাদের নিজ নিজ ক্রমিক অনুসারে। সতো-রজঃ-তমো স্থিতির গুণগুলিকে পার করতে হয় সবাইকে। কল্প-চক্রের আয়ু এখন একেবারেই শেষ পর্যায়ে। এই এখন প্রায় সব আত্মারাই এই দুনিয়ায় উপস্থিত। এমন কি বাবাও স্বয়ং এসে উপস্থিত। কারণ (কর্মফল অনুসারে) প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের পাট তো করতেই হয়। জাগতিক নাটকে যেমন সকল অভিনয়কারী একত্রে আসে না, যার যার নিজের পাটের সময় অনুসারে রঙ্গমঞ্চে এসে পাট করে। বাবা তো সেসব ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়েই দেন, কিভাবে আত্মারা তাদের নিজের নিজের ক্রম-অনুসারে আসতে থাকে। বর্ণের (জাতি) রহস্যের বিষয়েও সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। চূড়ামণি হলো ব্রাহ্মণেরা। কিন্তু ব্রাহ্মণদের এমন উচ্চ বানায় কে ? বর্তমান এই শূদ্রযুগের কেউ নিশ্চয় তা বানাতে সক্ষম নয়। সেই চূড়ার উপর আবার সর্বোচ্চ চূড়ায় থাকে ব্রাহ্মণদের বাবা যিনি ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মার বাবা আবার 'শিববাবা'। তাই তোমরা বি.কে.-রা হলে শিববংশী ব্রহ্মা-মুখ বংশাবলী অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখ কমল দ্বারা দত্তক সন্তান। তোমরা বি.কে.রাই পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হও। বর্ণের এই হিসাবগুলিও লোকেদের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে। বাবা বাচ্চাদেরকে সেই আদেশই দিয়ে থাকেন। এ তো জানা কথাই যে, সবাই একই প্রকারের দক্ষতাসম্পন্ন কুশলী হয় না। জ্ঞানে আসা কোনও নতুন বাচ্চার সঙ্গে কোনও বিদ্বান-পণ্ডিত ব্যক্তি এসব বিষয়ে তর্ক জুড়ে দিলে সে তার যথাযথ উত্তর দিতে পারবে না। তখন তার বলা উচিত - "যেহেতু এই জ্ঞান-মার্গে আমি নতুন, তাই আপনি যদি অমুক সময়ে আসেন, তবে আমার অগ্রজরা এসে আপনাকে তা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবে। আমার চাইতে অনেক বেশী জানে, এমন জ্ঞানী এই জ্ঞানের পাঠে অনেকই আছে। আমার তো এখনও আরও অনেক কিছু শেখার বাকী আছে।" জাগতিক স্কুলগুলির ক্লাসেও এমনি ক্রমিক অনুসারে থাকে। কখনই তাদের দেহ-অভিমাণে আসা উচিত নয়। তা হলেই তোমার এবং বাবার উভয়েরই মান-সন্মান সব খুইয়ে ফেলতে পারো। তখন আবার লোকেরাই বলবে, বি.কে.রা নিজেরাই ভালভাবে পুরোপুরি এসব বোঝে না, অপরকে তা বোঝাবেই বা কি প্রকারে ? আর এই কারণেই বাবা বার-বার বলেন, দেহ-অভিমানকে ঝেড়ে ফেলে তখন অন্যকে সে দ্বায়িত্ব সঁপে দিতে। বাবা আবার এও বলেন, উনিও বাচ্চাদেরকে এসব বিষয়ে প্রশ্ন করবেন। জাগতিক পণ্ডিদের কাজই তো হলো, অপরের মাথা খারাপ করা। তাই তাদেরকে তখন বলতে হবে, "অপরাধ নেবেন না, আমায় ক্ষমা করুন, আমি যে এখনও

শিক্ষার্থী। আগামীকাল আসুন আপনি, তখন আমাদের অভিজ্ঞ ভাই-বোনেরা আপনাকে তা বুঝিয়ে বলতে পারবে।" বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও অতি-জ্ঞানী মহারথী, দক্ষ-বি.কে. যেমন অশ্বারোহী, অল্প-জ্ঞানী অর্থাৎ সামান্য সৈন্য এমনও তো আছে। কেউ কেউ আবার সিংহের মতো তেজি লোকদেরকেও অধীন বানাতে হয়। যেখানে এমন লোকেরা খুবই ত্যেজবান হয়, যদিও এমন লোকেরা একা-একা নিজেরাই নিজের জ্ঞান-অন্ধকার জঙ্গলেরই রাজা হয়। হাতিরা কিন্তু তোমাদের মতন দলবদ্ধ হয়েই থাকে। সেই হাতিই যখন আবার একা-একা থাকে, তখন তাকে কেউ মেরে ফেলতেও পারে। আবার সিংহের মতো তেজি লোকেরা জাগতিক জ্ঞানে যতই পাণ্ডিত্য দেখাক না কেন, জ্ঞানের শক্তিদ্বারা বি.কে.বোনাদের জ্ঞানের কাছে পরাজিত তারা।

তোমাদের এই ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য দেশ-বিদেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। বাবা তা লক্ষ্য রেখে চলেছেন, কে কতটা আগ্রহভরে তা করে চলেছে। লোকদের ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করাতে হবে যে, প্রাচীন দেবী-দেবতা ধর্ম কে স্থাপনা করেন। অনেকে হয়ত বলবে, তা তো দেবী-দেবতারাই নিজেরাই তা করেছেন। তারা ভাবে যে, দেবী-দেবতা ও ঈশ্বর পৃথক সত্ত্বা। লক্ষ্মী-নারায়ণকেই তারা ভগবান-ভগবতী ভেবে থাকে। যা ঈশ্বরীয় নিয়মের পরিপন্থী। আসলে তো তারা দেবী-দেবতা। লক্ষ্মী-নারায়ণকেই যদি ভগবান-ভগবতী বলা হয়, তবে তো তারও উপরের স্তরের ব্রহ্মা-বিশ্ব-শংকরকেও ভগবান বলতে হয়। এসব বোঝার জন্য বিশেষ বোধের দরকার। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের নমন জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেহ-অভিমাণে না গিয়ে নিজের থেকে বড়কে এগিয়ে রাখতে হবে। বাবার মতনই নিরহংকারী হতে হবে বাচ্চাদেরকে।

২) শুরুটা সর্বাগ্রে নিজের ঘর থেকেই হওয়া উচিত (চারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম) সর্বাগ্রে নিজের গৃহস্থ পরিবারের ব্যবহারকে পদ্ম ফুলের মতন বানাতে হবে। ঘর-গৃহস্থের মধ্যে থেকেই নিজের বুদ্ধিকে বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়াতে থেকেও সন্ধ্যাস নিতে হবে।

বরদান :- তিন কাল আর তিন লোকের জ্ঞান ধারণকারী বুদ্ধিমান বাচ্চারা বিঘ্ন-বিনাশক হও

বিস্তার :- যে তিন কাল আর তিন লোক-এর জ্ঞানে জ্ঞানী যে, সে প্রকৃত বুদ্ধিমান অর্থাৎ গণেশ। (জ্ঞানের দেবতা) গণেশ অর্থে বিঘ্ন-বিনাশক। সে কোনও পরিস্থিতিতেই অপরের প্রতি বিঘ্নরূপ হতেই পারে না। কিন্তু, অপর কেউ যদি তার প্রতি বিঘ্ন-রূপ ধারণ করে, তখন যদি তুমি বিঘ্ন-বিনাশক হতে পারো, তাতে অবশ্যই সেই বিঘ্ন নাশ হয়ে যাবে। বিঘ্ন-বিনাশক আত্মারা বাতাবরণ ও বায়ুমণ্ডলকেও পরিবর্তন করে দেয়, অথচ অপরকে তার কোনও বর্ণনও করে না তারা।

স্লোগান :- নিজের চলন আর চেহারার দ্বারা সত্যতার ভব্যতা অনুভব করানো-ই হল প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এ হল বাবার জ্ঞানের চমৎকার যে তোমরা জ্ঞান ও যোগবলের দ্বারা একেবারে পবিত্র হয়ে যাও, বাবা এসেছেন তোমাদের জ্ঞান দিয়ে জ্ঞান-পরী বানাতে"

প্রশ্ন:- বাবার এই চমৎকারের পরিবর্তে বাচ্চারা বাবাকে ইন-এডভান্স কি পুরস্কার দিয়ে থাকে ?

উত্তর :- বাবার কাছে সমর্পিত হয়ে বাচ্চারা বাবাকে ইন-এডভান্স পুরস্কার দেয়। এমন নয় বাবা প্রথমে সুন্দর করবেন তারপরে বাচ্চারা সমর্পণ করবে। এখনই পূর্ণ রূপে সমর্পিত হতে হবে। শরীর নির্বাহ করতে করতে, ঘর সংসারের দায় দায়িত্ব পালন করতে করতে শ্রীমৎ অনুসারে চলা-ই হল সমর্পিত হওয়া। এই পুরানো দুনিয়া তো তুচ্ছ বস্তুতে ভরা, এইসব থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে বাবা এবং নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করতে হবে।

গান: তুমি হলে প্রেমের সাগর, তোমার এক বিন্দু প্রেমের পিয়াসী আমরা....।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে বাবা সামনে বসে আছেন এবং যারা দূরে বসে আছে , সকলের জন্যেই বলছেন , তাদেরও তো শুনতে হবে। বাচ্চারা জানে যে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাহলে এঁনার মধ্যে অবশ্যই জ্ঞান ভরা থাকবে তাইনা! যেমন সল্ল্যাসীরা হল বিদ্বান তো তারা নিজেদের বিদ্বান ভাবে। বাচ্চারা জানে পরম পিতা পরমাত্মা , মাতা পিতার সামনে বসে আছি। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান দ্বারা সদগতি হয়। জ্ঞানের সাগর থেকে যেন জ্ঞানের কলস ভরা হয়। সাগর তো সর্বদা ভরপুর থাকে তাইনা। সাগর থেকে কত জল সম্পূর্ণ দুনিয়া প্রাপ্ত করে। কখনও শেষ হয়না, অসীম জলরাশি। বাবাও হলেন জ্ঞানের সাগর , যত দিন জীবিত থাকবে তত দিন জ্ঞান প্রাপ্ত হতেই থাকবে। তিনি হলেন সদা ভরপুর। একটু খানি জ্ঞান রত্ন দান করেন , তাতেই সম্পূর্ণ সৃষ্টির সদগতি হয়। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর , শান্তির সাগর , সুখের সাগর , ওঁনার সঙ্গ দ্বারা পতিত থেকে পবিত্রে পরিণত হওয়া যায়। তোমরা হলে জ্ঞান গঙ্গা, যেমন মান সরোবর হয় কিনা। সরোবর হল বিশাল পুকুর। তাও কৈলাশ পর্বতের ওপরে দেখানো হয়। ভাবে বিশাল সাগর , যাতে ডুব দিয়ে মানুষ পরী হয়ে যায়। পরী শব্দের অর্থ তো বোঝেনা। পরীরা খুব সুন্দর হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা আমাদের জ্ঞান স্নান করিয়ে এমন সুন্দর শোভনীয় জ্ঞান পরী করে দেন। সেখানে তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকে। এখানে কাজল ক্রিম ইত্যাদি লাগিয়ে শৃঙ্গার করে। এই হল আর্টিফিসিয়াল বিউটি । ত্ব হল তমো প্রধান। সেখানে ত্ব হল সতো প্রধান হয়। দেবতাদের মতন সুন্দর আর কেউ নয়। এখানকার সৌন্দর্যে হেল্খ তো থাকেই না। সেখানে হেল্খও ভালো, সৌন্দর্যও ভালো। বাচ্চারা ভাবে বাবা চমৎকার করেন। মানুষ মার্বেল পাথরের বিশাল মূর্তি তৈরি করে অথবা ভালো আর্ট দ্বারা ছবি তৈরি করে , ফলে অনেক পুরস্কার অর্জন করে। এবারে বিচার করো বাবা জ্ঞান ও যোগবলের দ্বারা আমাদের কি থেকে কি তৈরি করে দেন। এইটি তো বাবার চমৎকার । জ্ঞান এবং যোগের বলিহারি। বাবার চমৎকার দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান বলের দ্বারা আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যায় । ৫ ত্ব পবিত্র হয় , ফলে ন্যাচারাল বিউটি থাকে। কৃষ্ণ গৌর বর্ণ ছিল। মায়া শ্যাম করেছে। নতুন দুনিয়ায় ও পুরানো দুনিয়ায় তফাৎ তো থাকেই তাইনা। প্রতিটি জিনিষ সতো প্রধান , সতো, রজো তমো হয়। দুনিয়া-টাও এইরকম হয়। মানুষ যেমন তার বৈভব সেইরকম হয়। বিত্তবান দের বৈভব উচ্চ মানের হয় তাইনা। সুতরাং বাবা হলেন অতি প্রিয় , আমরা ওঁনার-ই

মহিমা করব। বাবা নিজে তো বলবেননা যে -- আমি অতি প্রিয়। বাচ্চারা বাবার মহিমা গায়ন করে। বাবা বলেন আমি তোমাদের গুণান যোগের দ্বারা কিরূপে পরিণত করি। বাবা কি পুরস্কার প্রাপ্ত করেন। বাবা পেয়ে যান অগ্রিম পুরস্কার অর্থাৎ বাবার কাছে বাচ্চারা সমর্পিত হয়। তোমরা গায়নও কর আমরা তোমার কাছে সমর্পণ করি ,তো প্রথমে সমর্পণ করতে হবে তাইনা। এমন নয় যে বাবা প্রথমে সুন্দর করবেন তারপর সমর্পণ করা হবে। সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে হবে। সেই রহস্যটিও বাবা বুঝিয়েছেন। এমনও নয় সবাইকে এসে বাবার কাছে বসতে হবে। তোমাদের শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। তিনি হলেন সর্ব আত্মাদের পিতা। ওঁনাকে আত্মাদের রচয়িতা বলা হবেনা। সৃষ্টির রচয়িতা বা স্বর্গের রচয়িতা বলা হবে। যদিও আত্মা এবং ড্রামার এই খেলা হল অনাদি। কিন্তু এইসময় পুরানো দুনিয়াকে নতুনে পরিণত করেন। পরিবর্তন করেন। শরীর তো বিনাশী। বাবা এখন আমাদের আয়ু বৃদ্ধি করে দেন। বেহদের আয়ু প্রাপ্ত করি। স্বর্গে সকলের এভারেজ আয়ু ১৫০ বছর হয়। এখানে তো কারো আয়ু এক বছরও হয়। কারো এক মাসও হয় না। জন্ম নিতেই মৃত্যু হয়। সেখানে এমন হয়না। সবার আয়ু বেশী থাকে। নিয়ম অনুযায়ী বাসন তাড়াতাড়ি ভাঙ্গেনা (দেহ ত্যাগ হয়না)। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে এখন অনেক পরিশ্রম করতে হবে। তোমরা হলে শিব শক্তি সেনা বাবার সহযোগী। তোমরা জানো যে এই সময় হল রাবণের রাজ্য, সবাই এখানে বিকারী। ওই বিকারীদের থেকে সন্ন্যাসীরা আলাদা হয়ে যায় তখন সৃষ্টি রচনা হয়না। সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস রূপী সৃষ্টি রচনা করবেন অর্থাৎ মুখের দ্বারা নিজ সম সন্ন্যাসী তৈরি করবেন। তাদের বংশধর বলা হবেনা। বংশধর গৃহস্থ আশ্রমে বাস করে। সত্যযুগে বংশধর ফুলের মতন হয়। সন্ন্যাসীদের বংশধর হয়না। তারা সীমিত। এই টি হল অসীম , আন লিমিটেড কিনা। গৃহস্থ আশ্রম বলা হয়। বাস্তবে আশ্রম হল খুব উঁচু তো। আশ্রম পবিত্র হয়। বিকার যুক্ত গৃহস্থকে আশ্রম বলা হবেনা। বাবা পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ধর্মীয় করেন , মায়া রাবণ অধর্মী করে। মানুষ এখন হয়েছে অধর্মী। ধর্মী , অধর্মী মানুষদের বলা হয়। পশুদের নয়। সুতরাং বাবা এসে ধর্মী করেন , মায়া অধর্মী করে। কিন্তু তাঁকে কেউ জানেনা। যেমন ঈশ্বরকে কেউ জানেনা তেমনই মায়াকেও জানেনা। পরমাত্মার উদ্দেশ্য বলে দেয় সর্বব্যাপী। কিন্তু সর্বব্যাপী হল ৫ বিকার। এই সময় ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে অর্থাৎ সবেতেই ভগবানের স্মৃতি আছে। এমন নয় যে উনি হলেন সর্বব্যাপী। ৫ - টি বিকার হল দুঃখের কারণ। তাই ভক্তগণ অনেক দুঃখে ভগবানকে স্মরণ করে। তবুও বলে দেয় সুখ দুঃখ সবই ভগবানের দান। রাবণের নাম ভুলে যায় আর ধন সম্পত্তিকে মায়া ভেবে নেয়। ধন-কেই সম্পত্তি বলা হয়। এই সময় সব মানুষ হল রাবণের গোলাম। তোমরা এসে ঈশ্বরের গোলাম হয়েছ। তারা রাবণের কাছে দুঃখের বর্সা প্রাপ্ত করে। তোমরা বাবার কাছে সুখের বর্সা প্রাপ্ত কর। বাবা এসে মাতাদের গুরু পদ মর্যাদা প্রদান করেন। এখানে বলা হয় স্বামী হল স্ত্রী-র গুরু, কিন্তু সে তো আরও পতিতে পরিণত করে। দ্রোপদীও বলেছিল আমার সম্মান রক্ষা করো। এখন বাবা বলেন এই কন্যাদের হাতেই উদ্ধার কার্য সম্পন্ন করা হবে। কন্যাদের গায়ন আছে , কুমারী সে-ই শ্রেষ্ঠ যে পিতার কুল ও শ্বশুর কুলের ২১ জন্মের জন্যে উদ্ধার করে। এই সময় তোমরা কুমারী হয়েছ কিনা। মাতারাও কুমারী হয়ে যায়। ব্রহ্মাকুমারী কিনা। সুতরাং তোমাদের এই সময়ের মহিমার - ই গায়ন প্রচলিত আছে। কুমারীরা চমৎকার কাজ করেছে। বাবা-ই কুমারীদের আপন করেছেন। তাই নামের মান রাখতে হবে। মাতারাও ঈশ্বরের কোলে এসে কুমারী স্বরূপে পরিণত হয়। কন্যাদের মহিমা হল এমনিতে শুধুমাত্র গায়ন । এখন সেই সব প্রাক্টিক্যাল বাবা তোমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলছেন। বাবা কুমারীদের আপন করেছেন। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আবার নীচে নেমে আসা-টা খুব মুশকিল হয়ে যায়। এখনও বলা হয় যে -- অকারণে বিবাহ হয়েছে। সন্তান জন্ম নিলে মোহ মমতার টান

উৎপন্ন হয় যায়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন অর্ধকল্প কন্যাদের বিবাহের বন্ধনে যুক্ত করে বিকারী করেছে। এখন বাবা এসে বলছেন পবিত্র হও। দেখছ তো পবিত্রতায় সুখও আছে সম্মানও আছে। সন্ন্যাসীদের কত মান দেওয়া হয়। তারা বন্ধন মুক্ত হয়ে থাকেন। সে হল পবিত্রতার বল, কোনো যোগ বল নয়। যোগ বল শুধু তোমাদের কাছে আছে। তাদের হল তত্ত্ব যোগ , সেটি হল থাকার জায়গা । যেমন ৫ তত্ত্ব হয় সেইটি হল ষষ্ঠ তত্ত্ব , তাকেই ব্রহ্ম ঈশ্বর বলে দেওয়া হয় তাই সেই যোগ হল আর্টিফিসিয়াল। সেই যোগের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয়না, তাই গঙ্গা স্নান করতে যায়। যদি নিশ্চয় থাকতো যে সেই যোগের দ্বারা পবিত্র হয় যায় তবে গঙ্গা স্নান করত না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তাদের যোগ নিয়ম বিরুদ্ধ। যেমন হিন্দু কোনও ধর্ম নয় তেমনই ব্রহ্ম কোনও ঈশ্বর নয়। থাকার জায়গাকে ঈশ্বর ভেবে নেয়। এইসব বাবা এসে বোঝান। তাই কুমারীরা বোঝাতে পারে। আমরা বী. কে. রা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করি, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির রাজ্য তৈরি করি। বাবা বলেন মাতাদের নাম উচ্ছল করতে হবে। পুরুষদের এই বিষয়ে সাহায্য করা উচিত। তারা পবিত্র থাকতে চাইলে পবিত্র থাকতে দাও। তাই বাবা এসে প্রথমে মাতাদের এবং কুমারীদের জ্ঞান প্রদান করে আপন করেন। শিব বংশী তো সবাই , তারপরে ব্রহ্মাকুমার ও কুমারী হয়। কুমার আছে কিন্তু কম। কুমারীরা আছে বেশী। তোমাদের স্মারক চিহ্ন স্বরূপ মন্দিরও আছে একুরেট। মানুষ ভাবে বিকার ছাড়া সৃষ্টি কিভাবে হবে। বাবা বলেন এখন এই দুঃখ দায়ী পতিত সৃষ্টি চাইনা। তাই অবশ্যই পবিত্র হয়ে থাকতে হবে। গভর্নমেন্টও বলে জন্মদর কম হোক কারণ তারা ভাবে এত অল্প কথা থেকে আসবে। তারা পবিত্রতার কথা বোঝেনা। তোমরা জানো এখন শিবালয় স্থাপন হচ্ছে। বেহদের দুনিয়া শিবালয়ে পরিণত হয়। তারা তো একটি মন্দিরের নাম রেখেছে শিবালয়। সে হল হদের শিবালয়। এইটি হল বেহদের শিবালয়। সম্পূর্ণ স্বর্গকে শিবালয় বলা হবে। শিব দেবী দেবতাদের রচনা করেছেন। তাঁদের মন্দির রয়েছে। স্বর্গ হল চৈতন্য শিবালয়। তারপরে বেশ্যালয়ে পরিণত হয়। চৈতন্য দেবতাদের জড় মন্দির তৈরি করে বিকারী জন তাঁদের পূজা করে। শিবালয়ের নির্মাণ শিববাবা করেন। শিবশক্তি পাণ্ডব সেনা হল সহযোগী। শক্তির সংখ্যা বেশী হওয়ার জন্য তাদের নাম ডাক রয়েছে বেশী। কন্যাদের সংখ্যা বেশী আছে। শিববাবা তোমাদের আপন করেছেন। কৃষ্ণ ছোট রাজকুমার আপন করবে কিভাবে। কৃষ্ণ নিজেই স্বয়ম্বর করে মহারাজা হয়। সুতরাং এখানে শিববাবা কংস পুরী থেকে মুক্ত করে কৃষ্ণ পুরী সত্যযুগে নিয়ে ছিলেন। এই হল কংস পুরী। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়া হল এক দিকে ও তোমরা কয়জন কন্যারা হলে অন্য দিকে। অর্ধকল্প মানুষ উল্টো বুঝেছে। বাবা এসে সোজা করে বুঝিয়েছেন। প্রথমে কন্ডাস্টার ভাল বই ছিল। এখন আরও ভাল ভাল পয়েন্টস বেরোচ্ছে। বাবা বলেন দিন প্রতি দিন তোমাদের অনেক গুহ্য কথা বলি। সব জ্ঞান একসাথে দেওয়া যাবেনা। প্রথমে জ্ঞানযুক্ত হালকা মাপের পয়েন্টস বলা হয়েছে। দিন প্রতিদিন যেসব গুহ্য হতে থাকছে। সব গুহ্য কথা একসাথে কিভাবে বলা যায়। যা এখন বোঝানো হচ্ছে সেসব কল্প পূর্বেও বোঝানো হয়েছিল , এতে সংশয়ের কোনো কথা নেই। এমন নয় প্রথমে বাবা এমন বলেছেন। এখন এমন বলছেন। আরে প্রথমে তো প্রথম ক্লাস হয়েছে। এখন অনেক পয়েন্টস বেরোচ্ছে আরও বেরোতেই থাকবে। যত দিন বেঁচে থাকবে বাবা তত দিন জ্ঞান শোনাবেন। বাবা কোনও গুহ্য রহস্য যদি বলেন তাহলে শোনানো হবে। এখন আমরা পড়ছি। শাস্ত্রবিদগণ শাস্ত্র গুলি মুখস্থ করেন। এবারে ১৮ টি অধ্যায় তো নেই। ইনি হলেন জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান শোনাতে থাকেন। উনি পিতা , উনি হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর , শান্তির সাগর। এই দুনিয়ায় তো কিছুই নেই। প্রেমও নেই , জ্ঞানও নেই। সেসব শুধুমাত্র কথার সাগর।

মানুষ বলে তিনি হলেন সর্বব্যাপী। আমরাও তাই কিন্তু ওঁনার মহিমা সর্বোচ্চ। সব ভক্ত সাধু ইত্যাদি ওনাকেই স্মরণ করে। দুঃখে আছে তবেই বলে নির্বাণ ধামে ফিরে যাই। সে তো তখনই সম্ভব যখন নির্বাণ ধামের মালিক এসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। স্বর্গের উপহার বাবা বাচ্চাদের জন্যে নিয়ে আসেন। নিজে স্বর্গের মালিক হন না। বাবা স্বর্গের উপহার দেন। তারপর রাবণ এসে দুঃখ দেয়। দুঃখকে উপহার বলা হবেনা। স্বর্গের উপহারের চাবি কাঠি দিয়েছেন কন্যাদের হাতে। কন্যারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করে। কন্যারা নিজের মিত্র আত্মীয় জনদের বোঝাতে পারে -- আমরা পারলৌকিক মাতা পিতার কোলে স্থান নিয়েছি। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) গৃহস্থকে আশ্রমে অর্থাৎ পবিত্র করতে হবে। পবিত্রতাতেই শক্তি, পবিত্রতাতেই সম্মান রয়েছে, তাই যোগবল ও পবিত্রতার বল জমা করতে হবে।

২) অতি প্রিয় হলেন একমাত্র বাবা, ওঁনার কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত হয়ে পুরানো দুনিয়া থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নিতে হবে।

বরদান :- ট্রাস্টি স্বরূপের স্মৃতি দ্বারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে একরস স্থিতির অনুভবকারী নির্লিপ্ত ও প্রিয় হও।

ব্যাখা: যখন নিজেকে ট্রাস্টি ভেবে থাকবে তখন প্রতিটি পরিস্থিতিতে স্থিতি একরস থাকবে কারণ ট্রাস্টি অর্থাৎ নির্লিপ্ত ও প্রিয় হওয়া। গৃহস্থ অর্থাৎ অনেক রকমের রস , আমার আমার ভাবের প্রবনতা বেশি। কখনও আমার ঘর , কখনও আমার পরিবার। গৃহস্থ স্বরূপ অর্থাৎ অনেক রসে ঘুরে বেড়ানো। ট্রাস্টি স্বরূপ অর্থাৎ একরস। ট্রাস্টি সর্বদা হালকা এবং সর্বদা উত্তরণ কলায় ব্যাস্ত থাকবে। তার মধ্যে আমার ভাবের মমত্ব থাকবেনা, দুঃখের ঢেউ আসবেনা না ।

স্লোগান - সন্তুষ্টতা ও সরলতার ভারসাম্য রাখা-ই হল শ্রেষ্ঠ আত্মার লক্ষণ ।

"মিষ্টি বাচ্চারা- তোমাদের দৃষ্টি কোনো দেহধারীর দিকে যেন না যায়, কেননা তোমাদের স্বয়ং নিরাকার জ্ঞানের সাগর পিতা পড়ান"

প্রশ্ন :- উঁচু পদ পাওয়ার জন্য কোন পরিশ্রমটি তোমরা বাচ্চারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও করতে পারো ?

উত্তর :- গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে শুধু জ্ঞানের তালোয়ার চালাতে থাকো। স্বদর্শন চক্রধারী হও এবং শঙ্খ ধ্বনি করতে থাকো। চলতে-ফিরতে বেহদের বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, সেই সুখেই মগ্ন থাকো তাহলে উঁচু পদ পাবে। এটাই হল পরিশ্রম।

প্রশ্ন :- যোগের দ্বারা তোমাদের কি রকম ডবল লাভ হয় ?

উত্তর :- প্রথমত এই সময়ে কোনো বিকর্ম হয় না, দ্বিতীয়ত পূর্বকৃত বিকর্মের বিনাশ হয়।

গীত :- মা তুমিই সকলের ভাগ্য বিধাতা

ওম্ শান্তি। সংসঙ্গে বা কলেজ ইত্যাদিতে দেখতে পাওয়া যায় - কে পড়াচ্ছেন। চোখ পড়ে যায় শরীরে। কলেজে বলা হয় অমুক প্রফেসর পড়ান। সংসঙ্গে বলে অমুক বিদ্বান বলেন। মানুষের দিকেই দৃষ্টি যায়। এখানে তোমাদের দৃষ্টি কোনো দেহধারীর দিকে যায় না। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীরের দ্বারা শোনান। বুদ্ধি চলে যায় মাতা-পিতা এবং বাপদাদার দিকে। বাচ্চারা শোনায় - বলে জ্ঞানের সাগর পিতার দ্বারা যেটা শুনেছি সেটাই শোনাই। প্রভেদ এসে গেলো না ? সংসঙ্গে যা কিছু শোনে ভাবে অমুকে বেদ পাঠ করেন। মানুষদের সামাজিক শ্রেণী এবং জাত -পাতের দিকে দৃষ্টি যায়। এ হিন্দু এ মুসলমান, দৃষ্টি সেই দিকে চলে যায়। এখানে তোমাদের দৃষ্টি শিববাবার দিকে নিবদ্ধ থাকে। শিববাবা পড়ান। এইসময় পিতা এসেছেন ভবিষ্যৎ দুনিয়ার জন্য উত্তরাধিকার দিতে। আর কেউ এটা বলতে পারে না যে বাচ্চারা তোমাদেরকে স্বর্গের জন্য রাজসোগ শেখাচ্ছে। এখন এই গীতও শুনলে। গীত তো অতীতের। এমন ছিলেন জগদম্বা। অবশ্যই তিনি সৌভাগ্যশালিনী ছিলেন, যাঁর মন্দিরও আছে। কিন্তু তিনি কে ছিলেন, কি করে এলেন, কি সৌভাগ্য প্রদান করলেন, কিছু জানে না। অতএব সেই পড়ানো এবং এই পড়ানোয় দিন-রাত্রির ফারাক। এখানে তোমরা বোঝো জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা পড়ান। বাবা এসেছেন। ভক্তের নিকট ভগবানকে আসতেই হয়। নাহলে ভক্তরা ভগবানকে কেন স্মরণ করে ? সকলেই ভগবান ,এটা তো ভুল হয়ে যায়। সর্বব্যাপীর জ্ঞান প্রদানকারীরা নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করার জন্য নিজেদের ২০টা নথির জোর লাগায়। তোমাদের বোঝানো আলাদা হয়ে যায়। বেহদের পিতার উত্তরাধিকার বাচ্চারাই পায়। সন্ন্যাসীদের রাস্তাই বৈরাগ্যের ,নিবৃত্তির। তাদের কাছ থেকে কখনো সম্পত্তির অধিকার পাওয়া যায় না। তারা সম্পত্তি চায়ই না। তোমরা সব সময় সুখের সম্পদ চাও। নরকের ধন -সম্পত্তিতে দুঃখ আছে। হতে পারে বিত্তবান, কিন্তু চাল - চলন এমন খাবার, পয়সা ওড়াতে থাকে। তারপর বাচ্চারা অনাহারে মরে। নিজেরাও দুঃখী এবং বাচ্চাদের দুঃখ দেয়। ইনি হলেন বেহদের বাবা, বাচ্চাদের বসে বোঝান। তারা তো ভিন্ন - ভিন্ন পিতা, যাদের কাছ

থেকে ঋণিক সম্পদ পাওয়া যায়। অনেক রাজাও আছে কিন্তু তারাও এও সমীম দুনিয়ার। সমীম দুনিয়ার সুখ দু' দিনের। এই বেহদের পিতা অবিনাশী সুখ প্রদানকারী। বাবা বোঝান ভারতবাসী যারা একদিন ডবল মুকুটধারী ছিল, স্বর্গের মালিক ছিল তারা আজ নরকের মালিক হয়ে গেছে। নরকে দুঃখ আছে, তাছাড়া এমন কোনো নদী ইত্যাদি নেই, যেমন কিনা রৌরব নরক, বিষয় বৈতরণী নদী ইত্যাদি, যার ছবি গরুড় পুরাণে দেখানো হয়। এখানে তো শাস্তি পেতে হয়। তাই তারা মনোরঞ্জন কথা লিখে দিয়েছে। আগে এমন হতো, যে অপেরা দ্বারা কুর্কম করা হতো সেটা কেটে ফেলা হত। ভীষণ কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। এখন এতো কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নেই। ফাঁসির সাজা মোটেই কঠোর নয়। বরং খুব সোজা। মানুষ যেন আত্মহত্যাও সহজেই করে। শিব ও অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ বলি দিয়ে ফেলো। তোমরা জানো, আত্মা দুঃখ পেলে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু যারা আত্মহত্যা করে, তারা এসব বোঝে না। তারা তো এখানেই এক শরীর ত্যাগ করে পুনরায় এখানেই আর এক খারাপ জন্ম গ্রহণ করে। কোনো জ্ঞান নেই - দুঃখ পেয়ে কেবল শরীরটাই নষ্ট করে দেয়। কিন্তু পুনরায় আর এক দুঃখজনক জন্ম হয়। তোমরা জানো, আমরা এক নতুন দুনিয়ার যোগ্য হয়ে উঠছি। যারা আত্মহত্যা করে, তাদেরও ভ্যারাইটি আছে। যেমন কোনো স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে সতী হয়ে যায় যেটা এক আলাদা ব্যাপার। ভাবে আমিও পতিলোকে যাব, শুনেছে অনেকে যায়। শাস্ত্রেও লেখা আছে পতিলোকে যায়। কিন্তু স্বামী তো ছিল কামুক। পুনরায় এই মৃত্যু লোকেই আসতে হবে। এখানে তো জ্ঞান চিতায় বসলেই স্বর্গে পৌঁছে যাবে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই জগৎ অস্বা, জগৎ পিতা নতুন সৃষ্টি স্থাপনার জন্য নিমিত্ত হয়েছেন এবং পুনরায় স্বর্গে পালন-কর্তা হবেন। মানুষেরা জানেনা বিষ্ণু কুল কাকে বলা হয়। বিষ্ণু হলেন সূক্ষ্মলোকবাসী তাহলে ওনার কুল কি করে হয় ? এখন তোমরা জানো বিষ্ণুর দুই রূপ, লক্ষ্মী -নারায়ণ হয়ে পালন করেন, রাজ্য চালান। এটা হল জ্ঞান চিতা। তোমরা সেই সব স্বামীর একমাত্র স্বামীর সাথে যোগ-যুক্ত হও। তিনি হলেন শিববাবা, সব স্বামীর স্বামী, সব পিতার পিতা। সব কিছুই একমাত্র তিনি। তাঁর মধ্যেই সকল সম্পর্ক এক হয়ে আছে। বাবা বলেন এই সময় যারাই তোমাদের কাকা-মামা আছে, তারা সকলেই দুঃখের পরামর্শই দেবে। বিপরীত রাস্তার আসুরী মতামতই দেবে। বেহদের বাবা এসে বাচ্চাদের সঠিক রাস্তা বলে দেবেন। মনে করো লৌকিক বাবা বলছেন কলেজে পড়ে জজ-ব্যারিস্টার হও, সেটা কি কখনও ভুল পরামর্শ হতে পারে ! শরীর নির্বাহ করার অর্থে, সেটা তো ঠিকই। সেই পুরুষার্থ তো করতেই হবে। তার সাথে-সাথে ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্যও পুরুষার্থ করতে হবে। পড়াশুনো তো শরীর নির্বাহের জন্যই করা হয়। শাস্ত্রের পড়াও হলো নিবৃত্তি - মার্গের লোকেদের শরীর নির্বাহের জন্য। তারাও নিজেদের শরীর নির্বাহের জন্যে পড়ে। সন্ন্যাসীরাও কেউ ৫০, কেউ ১০০, কেউ হাজার রোজগার করে। এক কাম্বীরের রাজার মৃত্যুতেই আর্থ সমাজ ইত্যাদিদের কাছে কত পয়সা পেয়ে গেলো। এসব তো পেটের জন্যই করা হয়। সম্পত্তি ছাড়া সুখ তো হয় না। পয়সা থাকলে মোটর গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। অতীতে সন্ন্যাসীরা পয়সার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করত না, তারা জঙ্গলে চলে যেত। এই দুনিয়ায় বীতরাগ হয়ে সংসার ত্যাগ করে। কিন্তু ত্যাগ করতে পারে না। তবে অবশ্যই পবিত্র থাকে, তারা পবিত্রতার শক্তির দ্বারা ভারতকে সামলে রেখেছে। এরাও ভারতকে সুখ দেয়। যদি এরা পবিত্র না হতো তাহলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ-ভাবে বেশ্যালয়ে পরিণত হত। পবিত্রতা শেখানোর জন্য এক আছে এই নিবৃত্তি-মার্গের লোকেরা এবং দ্বিতীয় হলেন এই বাবা। সেটা হল নিবৃত্তি-মার্গের পবিত্রতা। এটা হলো প্রবৃত্তি - মার্গের পবিত্রতা। ভারতে পবিত্র প্রবৃত্তি-মার্গ ছিল। আমরা দেব-দেবীরা পবিত্র ছিলাম। এখন অপবিত্র হয়ে গেছি। সম্পূর্ণ অর্ধকল্পে ৫ বিকারের দ্বারা আমরা অপবিত্র হয়ে যাই। মায়া আস্তে - আস্তে সম্পূর্ণ অপবিত্র, পতিত

করে দেয়। দুনিয়াতে কেউই জানেনা আমরা পবিত্র থেকে অপবিত্র কি করে হয়ে যাই। বোঝেও যে এটা অপবিত্র দুনিয়া। মনে করো কোনো বাড়ির বয়স ১০০ বছর, তাহলে বলব ৫০ বছর নতুন, ৫০ বছর পুরানো, আস্তে-আস্তে পুরানো হয়ে যায়। এই সৃষ্টিরও একই ব্যাপার। একদম নতুন দুনিয়ায় সুখ হয় পুনরায় অর্ধেকের পর পুরানো হয়ে যায়। সত্যযুগে অগাধ সুখের গাওয়াও হয়। পুরানো দুনিয়ার সাথে দুঃখ আরম্ভ হয়। রাবণ দুঃখ দেয়। রাবণ আমাদের পতিত করেছে, তাই রাবণের কুশপুতলিকা দহন করা হয়। এ-ই হল সবথেকে বড় শত্রু। কিছু লোক আবার গভর্নেন্ট-এর কাছে আবেদনও করেছে যেন রাবণকে পোড়ানো না হয়, বহুলোকে নাকি দুঃখ পায়। রাবণকে বিদ্বানও বলা হয়। মন্ত্রী ইত্যাদি কেউই বোঝেনা। এখন তোমরা জানো যে রাবণের রাজ্য দ্বাপর যুগ থেকে আরম্ভ হয়। ভারতেই রাবণকে পোড়ানো হয়। বাবা বোঝান দ্বাপর থেকেই ভক্তি ও অজ্ঞানতার যাত্রা আরম্ভ হয়। জ্ঞানের দ্বারা দিন, ভক্তির দ্বারা রাত্রি।

এখন দেখো জগৎ অশ্বার গীত গেয়ে থাকে। কিন্তু বোঝেনা কি করে তিনি সৌভাগ্য-দাত্রী হন। কত বড় মেলা হয়। কিন্তু জাগদম্বা কে, তাও জানেনা। বাংলায় কালী ভক্তি খুব আছে, কিন্তু জানেনা কালী ও জাগদম্বার ফারাক কি। জাগদম্বাকে ফর্সা দেখানো হয় এবং কালীকে কালো। জাগদম্বাই লক্ষ্মী হন তাই তিনি উজ্জ্বল বর্ণ। পুনরায় ৮৪ জন্ম গ্রহণের শেষে কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে যায়। মানুষেরা কত বিভ্রান্ত। বাস্তবে কালী ও অশ্বা তো একই। কিছুই জানেনা। একেই বলে অন্ধ শ্রদ্ধা। এখন তোমরা, বাচ্চারা জানো অতীতে জগৎ-অশ্বা ছিলেন - তিনিই ভারতের ভাগ্য বিধাতা ছিলেন। তোমরাও ভারতের সৌভাগ্যের নির্মাতা। মায়েদের নামই প্রধান। সন্ন্যাসীদেরকেও মায়েদেরই উদ্ধার করতে হবে। এটাও আগে থেকে স্থির। পরমপিতা পরমাত্মার নির্দেশ, এদেরকেই জ্ঞান বাণে বিদ্ধ করো। তোমরা ছোট মেয়েরা যখন সন্ন্যাসীদের সম্মুখীন হও, বোঝাও যে আমাদেরকে পরম পিতা পরমাত্মা পড়ান। তোমরা হলে হদের সন্ন্যাসী, আর আমরা বেহদের বা অসীমের। যখন তোমাদের হঠ-যোগ সম্পূর্ণ হয় কেবল তখনই আমাদের বাবা রাজ যোগ শেখান। হঠ-যোগ ও রাজযোগ দুই একত্রে থাকতে পারে না। সময় আর এখন বেশি নেই, খুব অল্প সময় আছে। বাবা বলেন বাচ্চারা, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকবে। ব্রাহ্মণদের পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হবে। কুমারীরা তো পবিত্র আছেই, পদ্ম ফুলের মতন। অন্যেরা যারা বিকারগামী, তাদেরকে বলা হয় পবিত্র হও, গৃহস্থ ব্যবহার থেকেও পদ্ম ফুলের মতন হও। প্রত্যেকে স্বদর্শনচক্রধারী হও। শঙ্খ বাজাও। জ্ঞানের তরবারি চালাও তাহলেই গন্ডি পেরোতে পারবে। পরিশ্রম আছে, পরিশ্রম ছাড়া উঁচু পদ পাওয়া যাবে না। হাঁটতে - চলতে এই সুখেই মগ্ন থাকো। বাবাকে স্মরণ করো। যে সুখে রাখে তাকে সব সময় মনে পরে তাই না। এখন তোমাদের অসীমের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তাঁরই পরিচয় দিতে হবে। তোমাদের বোঝাতে হবে, বলা এই জন্মেই রাজ-বিদ্যা শিখে ব্যারিস্টার ইত্যাদি হবে। আচ্ছা মনে করো, পড়াশুনো করতে-করতে, পরীক্ষা পাস করতে গিয়ে তোমার আয়ু পূর্ণ হয়ে এলো, শরীর ত্যাগ করার সময় হলে তখন লেখা - পড়া এখানেই শেষ হয়ে যাবে। কেউ পরীক্ষা পাস করে লন্ডনে চলে গেলো এবং সেখানেই মৃত্যু হল, তাহলে পড়াশুনো সেখানেই শেষ হয়ে যাবে। সেটা হলো নশ্বর পড়াশুনো। আর এটা হল অবিনাশী পড়াশুনা। এটার কোনো বিনাশ নেই। তোমরা জানো, নতুন দুনিয়ায় এসে তোমাদের রাজত্ব করতে হবে। ওটা হল অল্পকালীন সুখ, তাও যদি কপালে থাকে। না জানি কতদিন টিকবে। এখানে তো ফলাফল নিশ্চিত। এদিকে তোমার পরীক্ষা শেষ, ওদিকে তুমি গিয়ে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভোগের অধিকার পাবে। বেহদের বাবা, শিক্ষক এবং গুরুর কাছে বেহদের সম্পদই প্রাপ্ত হয়। ভাবে গুরুর কাছে শান্তি পেলাম। আরে এখানে কখনো শান্তি

হতে পারে? অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা কর্ম করতে-করতে ক্লান্ত হলে, আত্মা শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়। বাবা বলেন শান্তি হলো তোমাদের স্বধর্ম। এই অরগ্যান্স দ্বারা কাজ করতে না চাইলে চুপ-চাপ বসে পড়ো। আমরা হলাম অশরীরী, বাবার সাথে যোগ-যুক্ত থাকলে বিকর্মের বিনাশ হয়। হতে পারে কোনো সন্ন্যাসীর কাছে তুমি শান্তি পেলে, কিন্তু তার দ্বারা তোমার বিকর্মের বিনাশ হতে পারে না। এখানে বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে বিকর্মজীত হতে থাকবে। আচ্ছা সে শান্তিতে বসে আছে, এমন করে বিকর্মের বিনাশও হবে। ডাবল লাভ হবে। পুরানো বিকর্মেরও বিনাশ হয়। এই যোগবল ছাড়া কারো পুরানো বিকর্মের বিনাশ হতে পারে না। প্রাচীন যোগ ভারতেরই - গায়ন আছে। । এর দ্বারাই জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্মের বিনাশ হয়। আর কোনো উপায় নেই। এখন এই বৃদ্ধি বন্ধ হতে হবে। সরকারও চায় বৃদ্ধি বেশি না হোক। আমরা তো বৃদ্ধি এত কম করি যে অল্প কিছু থাকবে এবং বাকি সবাই চলে যাবে। মানুষ বোঝেও যে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ দেখে ভাবে, না জানি হবে কি হবেনা। ঠান্ডা মেরে যায়। বাবা বোঝান বাচ্চারা খুব অল্প সময় আছে তাই আলস্য কোরো না। আচ্ছা !

ধারণার জন্য মুখ্য সার ---

১) শরীর থেকে পৃথক, অশরীরী হয়ে সত্যিকারের শান্তির অনুভব করতে হবে। বাবার স্মরণের দ্বারা নিজেকে বিকর্মজীত করতে হবে।

২) অবিনাশী প্রারম্ভ নির্মাণের জন্য, অবিনাশী পড়াশুনোর প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। অন্যদের দেখানো উল্টো রাস্তা ছেড়ে বাবার দেখানো সোজা রাস্তায় চলতে হবে।

বরদান :- সসীমের প্রাচীর অতিক্রম করে লক্ষ্যের সমীপে গমনকারী, উপরাম ভব

যেকোন প্রকারের হদের সীমা অতিক্রম করবার লক্ষণ হলো - অতিক্রম করল উপরাম হয়ে গেল। উপরাম স্থিতি অর্থাৎ উর্ধ্বমুখী কলা। এইরকম উর্ধ্বমুখী কলা স্থিতি সম্পন্ন, কক্ষনো আটকে বা ঝুলে থাকে না, তারা সব সময় লক্ষ্য সমীপে দেখতে পায় । তারা উড়ন্ত পাখির মতন কর্মের এই কল্প বৃক্ষের ডালে আসবে। অসীমের সমর্থ স্বরূপের দ্বারা কর্ম করে আবার উড়ে যায়। কর্ম রূপী ডালের বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। সর্বদা স্বতন্ত্র থাকবে।

স্লোগান;- অনুভবের অথরিটি হও , তাহলে মায়ার ভিন্ন-ভিন্ন রাজকীয় রূপের দ্বারা বিভ্রান্ত হবে না ।

"মায়াকে দোষী বানানোর পরিবর্তে মাস্টার রচয়িতা এবং শক্তিশালী হও"

আজ বাপদাদা সমগ্র সংগঠনে বিশেষ সেই আত্মাদের লক্ষ্য করছেন, যারা জ্ঞান আর যোগের প্রতিমূর্তি হয়ে মাস্টার রচয়িতার স্টেজে সদা স্থিত থাকে। তোমরা সবাই নিজেদের জ্ঞানী আর যোগী বলে থাকো, কিন্তু তোমরা নশ্বরের ভিত্তিতে বাবা সমান জ্ঞানী আত্মা এবং বাবা সমান যোগী আত্মা। বাবা সমান অর্থাৎ মাস্টার রচয়িতার পজিশনে সদা স্থিত থাকে। এই মাস্টার রচয়িতার সহজ আসনে স্থিত শক্তিশালী আত্মার সামনে সকল রচনা দাসীরূপে সেবায় সহযোগী হয়। মাস্টার রচয়িতা সেকেন্ডে নিজের শুদ্ধ সঙ্কল্পরূপী অর্ডার দ্বারা যেমন ইচ্ছে বায়ুমণ্ডল বানাতে পারে। যেরকম ভাইব্রেশন সর্বদিকে ছড়িয়ে দিতে চায় সেইরকমই বিস্তৃত করতে পারে। যে শক্তিকেই আহ্বান করে সেই শক্তিই সহযোগী হয়। কোনো আত্মার কোনো অপ্রাপ্তি থাকলে সেটা জেনে সর্ব প্রাপ্তির মাস্টার দাতা হয়ে সেই আত্মাকে দিতে পারে। বাবা দেখছিলেন, কতদূর পর্যন্ত তোমরা এমন শক্তিশালী মাস্টার রচয়িতা, সদা সহজ আসনধারী হয়েছ! কি দেখলেন বাবা? সবাই-ই নশ্বরের ভিত্তিতে। যতই হোক, বাবা কিন্তু সেই আত্মাদের দেখেছেন যাদের মাস্টার রচয়িতা বলা হয়, তারা সঙ্কল্প শক্তির একটা ব্যর্থ সঙ্কল্পে বিভ্রান্ত হয়ে যায়, ভয় পেয়ে যায়। স্মৃতির প্রেশার লো(low) হয়ে যায়, এই কারণে প্রবল উদ্যম-উৎসাহের হৃৎস্পন্দন স্লো (slow) হয়ে যায়। ভগ্নোৎসাহের শ্বেদক্ষতি(ঘামের জল) ঝরতে থাকে। এইরকমই তো হয়, তাই না? কি করবো, কিভাবে করবো এই চিন্তাতেই তোমরা আকুল হয়ে যাও। এটা মাত্র এক সেকেন্ডের ভুল। নিজের মাস্টার রচয়িতার পজিশন থেকে নীচে নেমে আসো। মায়াকে কে আহ্বান করে? তোমরা নিজেরাই তোমাদের পজিশনের সীট ছেড়ে নীচে নেমে আসো এবং তারপরে যখন মায়ী সীট খালি দেখে, নিজের বানিয়ে নেয়, এইজন্য মায়ী বলে দোষী আমি নই, তোমরা আমাকে আহ্বান করো, সেইজন্য আমি আসি। বুঝেছ তোমরা? আচ্ছা - আজ মিলনের দিন। বাবা তোমাদের অন্য কোনো সময়ে বলবেন, আর যা যা তোমরা করো!

সর্ব মাস্টার রচয়িতা, সহজ আসনধারী, সদা যে বালক সেই মালিকভাবের স্মৃতিস্বরূপ, সদা বাবা সমান জ্ঞানযুক্ত, এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

কুমারীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার:-

কুমারীরা, তোমরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছ? কারণ কুমারী জীবনই দৃঢ় সঙ্কল্প করার সময়। তোমরা কতো ভাগ্যবান, যখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তখনই তোমরা বাবার কাছে এসে গেছ! জীবন যদি সামান্যও এগিয়ে যেত, তো তোমরা খাঁচার ময়নার মতো হয়ে যেতে। সুতরাং, তোমরা কি হতে চাও? খাঁচার ময়না নাকি মুক্ত বিহঙ্গ? কুমারী তো মুক্ত বিহঙ্গ। কুমারীদের চাকরী করারই বা কি অবশ্যকতা আছে! তোমরা কি ব্যাক্স ব্যালেন্স জমাতে চাও? লৌকিক বাবার কাছেও যদি তোমরা থাকো, তো দুটো রুটি জুটেই যাবে, অলৌকিক বাবার কাছে থাকলেও তোমাদের কোনকিছুর অভাব থাকবেনা, তবে কেন চাকরী করতে যাও? সেন্টারে থাকতে কি ভয় লাগে? এমনকি তোমাদের বলাও হয় যে, যদি তোমাদের মোহ থাকে তবেও দুঃখের লহর অনুভব হবে। এমনিতেও, কুমারীরা ঘরে থাকেনা। এই নেশায় থাকো যে তোমরা বাবার হৃদয় সিংহাসনাসীন। সত্যযুগের রাজ্য সিংহাসনও এই আসনের সামনে কিছুই না। সদা এই স্মৃতি বজায় রাখো, তোমরা সদা রাজমুকুট এবং তিলকধারী।

যদি কেউ বসার জন্য খুব ভালো আসন পেয়ে যায়, তবে সেটা সে কিভাবে ছেড়ে দিতে পারে ! তোমরা যদি কিছু হতে যাও তো শ্রেষ্ঠই তো হবে, যদি হ্যাঁ তো হ্যাঁ ! যদি মরতে যাও তো এক হেঁচকায় ! এই মৃত্যুই মিষ্টি ! যদি লক্ষ্য স্থির হয়, তবে কেউ তোমাকে টলাতে পারবে না । আর লক্ষ্য যদি স্থির না হয় তবে অনেক বাহানা এবং পরিস্থিতি আসবে যা বাধার সৃষ্টি করবে । এইজন্য সদা দৃঢ় সঙ্কল্পে স্থির হও ।

অধরকুমারদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার:-

সবরকম মেহনত থেকে বাবা তোমাদের রেহাই দিয়েছেন, তাই না ? ভক্তির মেহনত থেকে তোমরা রেহাই পেয়েছ এবং গৃহস্থ জীবন থেকেও ছাড়া পেয়েছ । গৃহস্থ জীবনে ট্রাস্টি হয়ে গেছ, সুতরাং মেহনত তো শেষ হয়ে গেছে, তাই না ! এখন তোমরা ভক্তির ফল লাভ করেছ, ভক্তিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো অর্থাৎ মেহনত শেষ হয়েছে । তোমরা নিজেদের ভক্তির ফল ভক্ষণকারী মনে করো ? বাস্তবে, বলা হয়ে থাকে, ভক্তির ফলই জ্ঞান, কিন্তু তোমরা আগে থেকেই ভক্তির ফল হিসেবে জ্ঞানদাতাকে লাভ করেছ । ভক্তির ফল তোমরা লাভ করেছ এবং গৃহস্থের যা দুঃখ, অশান্তির ঝঞ্ঝাট ছিলো, তাও শেষ হয়ে গেছে । উভয় ক্ষেত্রেই তোমরা মুক্ত হয়ে গেছ । জীবনবন্ধ হওয়া থেকে তোমরা জীবনমুক্ত আত্মা হয়ে গেছ । যখন কেউ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে খুশিতে নাচে । তোমরা বন্ধনমুক্ত আত্মারাও সদা খুশিতে নাচতে থাকো । ব্যস্ ! গীত গাও আর খুশিতে নাচো । এটা তো খুব সহজ, তাই না ! সদা মনে রেখো তোমরা আত্মারা জীবনমুক্ত । সব বন্ধন সমাপ্ত হয়ে গেছে, মেহনত থেকে মুক্ত হয়ে গেছ এবং ভালোবাসা ব্যক্ত করেছ । সুতরাং, হালকা হয়ে উড়তে থাকো । তোমরা পূজারী থেকে পূজ্য, দুঃখী থেকে সুখী, কাঁটা থেকে ফুলে রূপান্তরিত হয়েছ, কতো ফারাক হয়ে গেল, তাই না ! এখন পুরানো কলিযুগী দুনিয়ার কোনো সংস্কার যেন না থাকে । যদি পুরানো দুনিয়ার কোনো পুরানো সংস্কার থেকে যায় তো সেটা নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে তোমাদের । এইজন্য সদা নতুন জীবন, নতুন সংস্কারে থাকো । তোমাদের জীবন যখন শ্রেষ্ঠ, তখন সংস্কারও তো শ্রেষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন । শ্রেষ্ঠ সংস্কার মানেই স্ব-কল্যাণ এবং বিশ্ব কল্যাণ করা । এইরকম সংস্কারে তোমরা নিজেদের ভরপুর করেছ ? স্ব-কল্যাণ আর বিশ্ব কল্যাণ ব্যতীত আর কোনো সংস্কার যদি তোমাদের থাকে তবে সেগুলো এই জীবনে বিঘ্ন ঘটাবে । অতএব, এখন পুরানো সংস্কার সব সমাপ্ত করো । সদা এই স্মৃতি বজায় রাখো, তুমি রুহানী গোলাপ ! রুহানী গোলাপ অর্থাৎ যারা সদা রুহানী সুবাস ছড়ায় । যেমন, স্থূল গোলাপ নিজের সুবাসে সুবাসিত করে, এর সৌন্দর্য এবং রঙ আর অতীব সুগন্ধ সবাইকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে । একইভাবে, তোমরাও বাবার বাগানের রুহানী গোলাপ । গোলাপ সদা পূজায় অর্পণ করা হয় । রুহানী গোলাপও বাবার সামনে অর্পিত হয় । এই যজ্ঞের সেবাদারী হওয়াও অর্পিত হওয়া । নিজেদের অর্পণ করার অর্থ এই নয় যে তোমাদের একস্থানেই থাকতে হবে । যে কোনখানেই থাকতে পারো, কিন্তু শ্রীমৎ অনুসরণ করতে হবে । নিজভাব যেন এতটুকুও মিশ্র না হয়ে যায় । তোমরা নিজেদের ভাগ্যবান সুগন্ধিত রুহানী গোলাপ মনে করো, তাই না ? সদা এই স্মৃতি বজায় রাখো, "আমরা আল্লার বাগানের রুহানী গোলাপ; এই নেশা যেন সদা থাকে । নেশায় থাকো আর বাবার গুণের মহিমা সঙ্গীত গাইতে থাকো । ঈশ্বরীয় এই নেশায় তোমরা যা বলবে, তাথেকেই তোমাদের ভাগ্য তৈরি হবে ।

সদা নিজেকে বিজয়ী পাণ্ডব মনে করে চলে। কল্পে কল্পে পাণ্ডবদের বিজয় অতি প্রসিদ্ধ। সংখ্যায় মাত্র পাঁচ হয়েও তারা বিজয়ী ছিলো। তাদের বিজয়ের কারণ ছিলো, বাবা সাথী ছিলেন। ঠিক বাবা যেমন সদা বিজয়ী, তেমনই যারা বাবার হয় তারাও সদা বিজয়ী। স্মৃতিতে যখন এটাই থাকে যে, "আমি সদা বিজয়ী রত্ন", তখন এই ভাবধারাও অনেক নেশা আর খুশি নিয়ে আসে। পাণ্ডবদের কাহিনী যখন শোনো, তখন কি মনে হয়? সেটা তোমাদেরই কাহিনী? নিমিত্তে একমাত্র অর্জুনের নামই প্রথমে উল্লিখিত হয়েছিলো, কিন্তু দুনিয়ার হিসেবে তারা ছিলো পাঁচ, সদা বিজয়ী। এই স্মৃতি যেন সদা সতেজ থাকে। স্মৃতি এতই স্পষ্ট হোক যেন মনে হয় এতো কালকের ব্যাপার! সবাই তোমরা ঘরে বসে বসেই ভাগ্য প্রাপ্ত করেছ, তাই না! ঘরে বসে এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য লাভ হয়েছে, যা অন্ত পর্যন্ত গাওয়া হবে। তোমরা বাবার ঘর থেকে এসেছ; তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘরে এসেছ, উৎসব করেছ, খেয়েছ, খেলেছ। সাধারণতঃ, তোমরা যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ো, রেস্টে চলে যাও। এখানেও, তোমরা তোমাদের বিজনেসের কাজ করে, চাকরী করে, ক্লান্ত হয়ে আসো আর এখানে এসেই কমল হয়ে যাও। বাবা ব্যতীত তোমরা কাউকে দেখতে পাওনা, রেস্ট পেয়ে যাও। শুধুমাত্র এক বাবার সাথে মিলন যাপন করা, তাঁর কথা শোনা, তাঁকে স্মরণ করা, ব্যস! এটাই কাজ, আর অন্যকিছু ক'রোনা! সুতরাং, তোমাদের ক্লান্তি উধাও হয়েছে, তোমরা রিফ্রেশ হয়েছ, তাই না! যদি কেউ দু'ঘন্টার জন্যও এখানে আসে, সে রিফ্রেশ হয়ে যায় কারণ এই স্থানই রিফ্রেশ হওয়ার। এখানে আসা অর্থাৎ রিফ্রেশ হওয়া। আচ্ছা -

বিদায়ের সময় :- প্রত্যেক বাচ্চা একে অন্যের থেকে অধিক প্রিয়। সবার মধ্যে নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। এমনকি, কেউ লাস্ট নাম্বারে হলেও সে তো বাবারই বাচ্চা। তোমরা যেমনই বাচ্চা হও, তবুও ভ্যাগের ভাগ্য কিন্তু তোমরা লাভ করেছ, তাই না! সুতরাং, নিজেকে এই প্রত্যয় দাও অর্থাৎ নিজেকে বিশ্বাস করাও যে, তোমরা সবাই বাবার প্রিয়। নম্বর ভিত্তিতে হলেও তো সবাই স্মরণ-স্নেহ লাভ করছ, তাই না? বাপদাদা সবাইকে গভীর হৃদয়ে তাঁর স্মরণ-স্নেহ দেন। হৃদয়ের গভীরে সবার জন্য তাঁর স্নেহ একরকম। সবাই তোমরা তাঁর হারানিধি স্নেহী বাচ্চা, বাবার ভুজসকল। সুতরাং, নিজের বাহু তো অবশ্যই প্রিয়ই লাগবে, তাই না! নিজের বাহু কখনো অপ্রিয় হতে পারে কি? লাস্ট নম্বরও তো কোটির মধ্যে এক, তাই না! সুতরাং, কোটির মধ্যে তো প্রিয় হয়েই গেছ, তাই তো! আচ্ছা -ওম্ শান্তি।

অব্যক্ত মহাবাক্য

সন্তুষ্টমণি হয়ে সদা সন্তুষ্ট থাকো আর সবাইকে সন্তুষ্ট করো

বাপদাদা চাইছেন, সারা বছর ধরে তোমরা বাচ্চারা যখনই কারও সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাকে সন্তুষ্টতার সহযোগ দেবে। নিজেও সন্তুষ্ট থাকবে আর অন্যকেও সন্তুষ্ট রাখবে। এই সীজনের স্বামন হলো, সন্তুষ্টমণি, এইজন্য সদা সন্তুষ্ট থাকা আর সন্তুষ্ট করা - এই স্বামনের সীটে সদা একাগ্র থাকতে হবে। আজকের এই বর্তমান সময়ে টেনশন আর দুশ্চিন্তার প্রাবল্য অনেক বেশি থাকার কারণে অসন্তুষ্টি ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। এই সময় তোমরা সব সন্তুষ্টমণির নিজের সন্তুষ্টির জ্যোতি দ্বারা অন্যদেরও সন্তুষ্ট বানাও। সর্বাগ্রে নিজের প্রতি নিজে সন্তুষ্ট থাকো, তারপর সেবায় আর তারপর সম্বন্ধে সন্তুষ্ট থাকো, তো তখনই তোমাদের সন্তুষ্টমণি বলা হবে। বাপদাদা বাচ্চাদের নিরন্তর প্রকৃত সেবাধারী হওয়ার জন্য বলেন, যদি সেবার নামে নিজেরাই ডিস্টার্বড হও, যা অন্যকেও ডিস্টার্ব

করবে, এমন সেবা না করাই শ্রেয় কারণ সেবার বিশেষ গুণ সন্তুষ্টতা। যেখানে সন্তুষ্টি নেই, না নিজের প্রতি, না সম্বন্ধীয় কারও প্রতি তো সেই সেবা না নিজেকে ফল প্রাপ্তি করা হবে না অন্যদের। এইজন্য প্রথমে নিজেকে সন্তুষ্টমণি বানাও তারপর সেবা করো। নয়তো, সূক্ষ্ম বোঝা বেড়ে যায় আর সেই বোঝা উড়তি কলায় বিঘ্নরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সদা নির্বিঘ্ন, সদা বিঘ্ন-বিনাশক এবং সদা নিজে সন্তুষ্ট থেকে সকলকে সন্তুষ্ট করা- সেবাধারীদের এই সার্টিফিকেট সদা নিতে হবে। এই সার্টিফিকেট নেওয়া অর্থাৎ হৃদয় সিংহাসন আসীন হওয়া। সদা সন্তুষ্ট থেকে সবাইকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য রাখো। যে আল্লার সর্বপ্রাপ্তির অনুভূতি হবে, সে সদা সন্তুষ্ট হবে। তার চেহারার ওপরে সদা প্রসন্নতার লক্ষণ দেখা যাবে। সেবাধারী যখন নিজের প্রতি এবং সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তো নিজে থেকেই সেবা এবং সহযোগিতায় উদ্যম -উৎসাহ থাকে। তোমাদের তখন কোনকিছু বলতে হবেনা অথবা, অন্যদের বলার কিছু প্রয়োজন হবেনা কারণ সন্তুষ্টতা সহজেই উত্সাহ-উদ্দীপনা আনে। সেবাধারীদের সন্তুষ্ট থাকার এবং অন্যকে সন্তুষ্ট রাখার বিশেষ লক্ষ্য থাকা উচিত। নিজেকে যত সর্ব প্রাপ্তির দ্বারা সম্পন্ন অনুভব করবে তত সন্তুষ্ট থাকবে। যদি সামান্যতমও কম অনুভব হয় তাহলে সেই অভাব তোমাকে অসন্তুষ্ট বানাবে। যদিও এটা তোমাদের রাজ্য নয়, এইজন্য তোমাদের খানিক মেহনত করতে হয় কিন্তু প্রবলেম তো এখানে খেলা হয়ে গেছে। যখন তোমাদের সাহস আছে তোমরা সময়মতো সহযোগ তো পেয়েই যাও। অতএব, তোমাদের সন্তুষ্টির সাথে সাথে তোমাদের শ্রেষ্ঠ স্থিতির দ্বারা সকল আল্লাদের সন্তুষ্টতার সহযোগ দাও। যিনি সব করান তিনিই করাচ্ছেন, আমি শুধু নিমিত্ত হয়ে কার্য করছি - এই স্মৃতি বজায় রাখাই সেবাধারীর বিশেষত্ব। এতে সেবায় এবং স্ব-পুরুষার্থে সদা সন্তুষ্ট থাকবে আর যাদের নিমিত্ত হবে তাদের মধ্যেও সন্তুষ্টতা থাকবে। সদা সন্তুষ্ট থাকা এবং অন্যকে সন্তুষ্ট রাখাই বিশেষত্ব।

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিচক্ষণ, তারা সদা নিজেরাও সন্তুষ্ট থাকবে আর অন্যদেরও খুশি করবে। যদি তুমি অসন্তুষ্ট হও আর সেটা অন্যদের দ্বারা করানোর কারণে হয়, তবে তুমি সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ জীবনের সুখ লাভ করতে পারবেনা। শক্তিস্বরূপ হয়ে অন্যদের বায়ুমন্ডল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া অর্থাৎ নিজেকে সেফ করে নেওয়া। এটাই এই লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করার বিধি। যারা হৃদয় দিয়ে সেবা করে, স্মরণ করে তাদেরই মেহনত কম এবং সন্তুষ্টতা বেশি হয় আর যারা তাদের হৃদয়ের স্নেহ দিয়ে স্মরণ করেনা, শুধু নলেজের আধারে মগজ দ্বারা বাবাকে স্মরণ এবং সেবা করে, তাদের মেহনত বেশি করতে হয়, সন্তুষ্টতা কম থাকে। যদি তারা সফল হয়েও যায়, তবুও অন্তরের সন্তুষ্টতা কম হবে। তারা সর্বদা এটাই ভাবে, যদি এটা হতো ভালো হতো, কিন্তু তবুও, তবুও ...তারা এইরকম বলতেই থাকবে সেক্ষেত্রে যারা হৃদয় দিয়ে সবকিছু করে তারা সন্তুষ্টির গীত গাইতে থাকবে। সন্তুষ্টতা তৃপ্তির লক্ষণ। যদি তৃপ্ত আল্লা না হও, তবে শরীরের খিদেই হোক বা মনের খিদে তখন তোমরা যতটুকুই পাও না কেন, তোমরা সর্বদা অতৃপ্তই থেকে যাবে। রয়্যাল আল্লারা সদা অল্পতেই ভরপুর থাকে। যেখানে পরিপূর্ণতা সেখানেই সন্তুষ্টতা। যে সেবা অসন্তোষ তৈরি করে সেই সেবা সেবাই নয়। সেবার অর্থ হলো, সেবা যা তোমাদের মেওয়া অর্থাৎ আল্লাদের পৌষ্টিক আহার দেয়। যদি সেবায় অসন্তুষ্টি থাকে, তবে সেবা ছেড়ে দাও, কিন্তু মনের সন্তোষ ছেড়োনা। কিন্তু সদা হৃদের ইচ্ছার উর্ধ্বে এবং সদা সম্পন্ন থাকলে তোমরা সমান হয়ে যাবে। সঙ্গমযুগের বিশেষ বরদান সন্তুষ্টতা, এই সন্তুষ্টতার বীজ সর্বপ্রাপ্তি। অসন্তুষ্টতার বীজ, স্থূল এবং সূক্ষ্ম অপ্রাপ্তি। তোমরা সব ব্রাহ্মণদের গায়ন - "অপ্রাপ্ত নহে কোনোকিছু তব ব্রাহ্মণ-ধনভাণ্ডারে" অথবা "তব ব্রাহ্মণ জীবনে"। তাহলে অসন্তুষ্টি কেন? যখন বরদাতা, দাতার ভাণ্ডার ভরপুর এবং এতবড় প্রাপ্তি, তবে অসন্তোষ আসছে কেন? যারা সন্তুষ্টমণি,

তারা তাদের মনে, তাদের হৃদয়ে, সবার সাথে, বাবার সাথে এবং ড্রামার সাথে সদা সন্তুষ্ট থাকবে। তাদের মনে এবং তনে সদা প্রসন্নতার তরঙ্গ প্রতীয়মান হবে। এমনকি যে কোনো পরিস্থিতি আসুক, আত্মারা যদি হিসাব-নিকাশ চুকাতে তাদের সামনে বিরোধিতাও করতে আসে, যদি তারা শরীরের কর্মভোগ মোকাবিলা করতে তাদের সামনে আসতে থাকে, তবে হৃদের কামনা থেকে মুক্ত আত্মা সন্তুষ্টির কারণে সদা প্রসন্নতার উজ্জ্বলতায় জ্বলজ্বলে নক্ষত্র প্রতীয়মান হবে। সন্তুষ্ট আত্মারা সদা নিঃস্বার্থ এবং সদা সবাইকে নির্দোষ অনুভব করবে; তারা কোনকিছুর জন্য কাউকে দোষ দেবে না। তারা ভাগ্যবিধাতাকে দোষ দেবে না, না দেবে ড্রামা বা কোনো ব্যক্তিকে, না শরীরের হিসেব-নিকেশ-এর ক্ষেত্রে তারা ভাববে আমার শরীরই এইরকম! তারা সদা নিঃস্বার্থ, নির্দোষ বৃত্তি-দৃষ্টির হবে। সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব সন্তুষ্টতা, এটাই ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ প্রাপ্তি। সন্তুষ্ট আর প্রসন্নতা না থাকলে ব্রাহ্মণ হওয়াতে লাভ নেই। এইজন্য সন্তুষ্ট থাকো আর সবাইকে সন্তুষ্ট করো, এতেই প্রকৃত সুখ, এটাই প্রকৃত সেবা।

বরদানঃ- দিব্য বুদ্ধির বরদান দ্বারা নিজের রেজিস্টার দাগহীন রেখে কর্মের গতির জ্ঞাতা ভব

ব্রাহ্মণ জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই সব বাচ্চাদের বুদ্ধির বরদান প্রাপ্ত হয়। এই দিব্য বুদ্ধিতে কোনরকম সমস্যার, সঙ্গের বা মনমতের প্রভাব না পড়লে তখন রেজিস্টার বেদাগ থাকতে পারে। কিন্তু যদি সময়মতো দিব্য বুদ্ধি কাজ না করে, তো রেজিস্টারে দাগ লেগে যায়, এইজন্য বলা হয়ে থাকে কর্মের লীলা অতি গুহ্য। দুনিয়ার লোকেরা তো প্রতি পদে তাদের কৃত কর্মের জন্য অনুতাপ করে, সেখানে তোমরা বাচ্চারা, কর্মের গতির জ্ঞাতা কৃতকর্মের জন্য কখনো অনুতাপ করেনা। তোমরা তো বলবে, বাহু আমার শ্রেষ্ঠ কর্ম।

স্লোগানঃ:- একমাত্র পবিত্রতার গভীর ধারণা থেকেই অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এক ঈশ্বরের মতই হলো শ্রেষ্ঠ মত, যে মতে চললে তোমরা প্রকৃত সোনা হতে পারবে, বাকি সমস্ত মত অসত্য বানায়"

প্রশ্ন :- কোন্ পাট এক জ্ঞানের সাগর বাবার মধ্যে ভরা আছে যা অন্য কোনো মনুষ্য আত্মার মধ্যে নেই ?

উত্তর :- বাবা বলেন - আমি আত্মার মধ্যে ভক্তদের দেখভাল করার, সবাইকে সুখ দেওয়ার পাট আছে । আমি জ্ঞানের সাগর বাবা সমস্ত বাচ্চাদের অবিনাশী জ্ঞানের বর্ষণ করাই, যে জ্ঞান রত্নের কেউই মূল্যায়ন করতে পারে না । আমি হলাম উদ্ধারকর্তা, আমি রুহানী পান্ডা হয়ে তোমাদের আত্মাদের শান্তিধামে নিয়ে যাই । এই সমস্তকিছুই হলো আমার পাট । আমি কাউকেই দুঃখ দিই না । তাই সকলেই আমাকে নয়নে বসিয়ে রাখে । শত্রু রাবণ দুঃখ দেয়, তাই সকলে তার কুশপুতলিকা জ্বালায় ।

গীত --- যে পিয়ার সাথে আছে

ওম শান্তি । বাবা তো বাচ্চাদের ওম শব্দের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন । ওম অর্থাৎ অহম্ আত্মা । ব্যস, অর্থই এতো ছোটো । এমন নয় যে আমিই ভগবান । যথার্থ আর অযথার্থ, সত্য আর অসত্য । সত্য হলো একমাত্র বাবা । বাকি এই সময় হলো অসত্যতার রাজ্য । রামরাজ্যকেই সত্যতার রাজ্য বলা হবে । রাবণ রাজ্যকে অসত্যতার রাজ্য বলা হবে । ওরা অযথার্থ কথা শোনায়ে । বাবাই হলেন সত্য, তিনি সমস্ত সত্য কথা শুনিয়ে প্রকৃত সোনা বানিয়ে দেন । এরপর মায়া অসত্য বানায় । মায়ার প্রবেশের কারণে মানুষ যা কিছুই বলবে, অসত্যই বলবে, যাকে আসুরী মত বলা হয় । বাবার হলো ঈশ্বরীয় মত । আসুরী মতের লোকেরা মিথ্যা কথাই বলবে । এই দুনিয়ায় অনেক প্রকারের আসুরী মত আছে । গুরুও অনেক আছে । তাদের "শ্রীমত" বলা হবে না । এক ঈশ্বরের মতকেই শ্রীমত বলা হয় । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, আমরা ঈশ্বরের মতে চলে শ্রেষ্ঠ তৈরী হচ্ছে । সবথেকে শ্রেষ্ঠ হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । যিনি থাকেন উঁচুর থেকেও উঁচু স্থানে । সমস্ত ভক্তরা তাঁকেই স্মরণ করে । ভক্তরা শ্রীমতকে স্মরণ করে তাহলে অবশ্যই তারা আসুরী মতে চলতো । এখন তোমরা শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে, তাই এখানে ভগবান বলে আলাদা করে স্মরণ করার দরকার নেই । দেবী - দেবতাদের কোনো দুঃখ থাকে না যাতে তাঁদের স্মরণ করতে হয় । ভক্তদের তো অপার দুঃখ । এখন তো অনেক দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ার বাকি আছে । মহাভারী লড়াই, এই দুঃখের পাহাড় হলো - মানুষের জন্য । বাচ্চারা, তোমাদের জন্য হলো সুখের পাহাড় । দুঃখের পরে সুখ তো অবশ্যই আসতে হবে । এই বিনাশের পরে আবার তোমাদেরই রাজ্য হবে । অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে যায় আর যেই ধর্ম এখন প্রায় লোপ হয়ে গেছে, তার স্থাপনা হয় । এই মহাভারী লড়াইয়ের দ্বারাই স্বর্গের গেট খুলে যায় । এই গেট দিয়ে কারা যাবে ? যারা রাজযোগ শিখছে । এই রাজযোগ শেখান শিববাবা । যারা পিয়ার সাথে আছে তাদের কাছে এই জ্ঞান হলো বর্ষণ । পিয়া বাবাকে বলা হয় । ওই বর্ষণ তো জলের সাগর থেকে হয়ে থাকে । এ হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্নের বর্ষণ । তোমাদের বুদ্ধি রূপী ঝুলিতে এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ধারণা হয় । শিক্ষা তো বুদ্ধিতেই ধারণ করা হয়, তাই না ? আত্মা হলো মন - বুদ্ধির অধিকারী তাই আত্মাই এই জ্ঞান গ্রহণ বা ধারণ করে । আত্মার যেমন এই শরীর তেমনই মন -

বুদ্ধিও আত্মার। বুদ্ধির দ্বারাই আত্মা গ্রহণ করে। গ্রহণ তখনই হয় যখন সম্পূর্ণ যোগ থাকে। বাবা বসে এই সহজ কথা বুঝিয়ে বলেন। মানুষ তো অনেক শক্ত কথা বলে দিয়েছে। শাস্ত্রেও অনেক মত আছে। গীতার অনেক প্রচার। অধ্যায়গুলির অনেক অর্থ করা হয়। কতো অনেক গীতা বানিয়ে দিয়েছে, আর কোনো শাস্ত্র নেই যার জন্য বলা হবে অমুকের বেদ, অমুকের শাস্ত্র। গীতার জন্য বলা হয় -- গান্ধী গীতা, টেগোর গীতা, জ্ঞানেশ্বর গীতা, অষ্টবক্র গীতা এমনভাবে গীতার অনেক নাম রেখে দেওয়া হয়েছে, আর বেদ শাস্ত্রের এতো নাম কখনো শুনবে না। কিন্তু মানুষ কিছুই বোঝে না। এই জ্ঞানই প্রায় লোপ হয়ে যায়। এখন দৈব সার্বভৌম রাজত্ব কোথা থেকে পাওয়া যাবে? অবশ্যই যিনি সত্যযুগের স্থাপনা করবেন, তিনিই দেবেন। এখন বাবা এসেছেন তোমাদের স্বর্গের রাজত্ব দিতে। তাও ২১ জন্মের জন্য। গায়নও আছে, কুমারীরাই ২১ কুলের উদ্ধার করে। এখন সেই কুমারী কারা? তোমরা সবাই কুমার - কুমারী। তোমরা যে কেউই ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করতে পারো। শ্রীমতের দ্বারা অথবা বাবার মতের দ্বারা। পাঠশালায় যারা পড়ে তারা জানে যে আমরা স্টুডেন্ট। আর সত্যযুগে নিজেদের স্টুডেন্ট মনে করবে না। স্টুডেন্টদের এম অবজেক্ট বুদ্ধিতে থাকে। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় স্টুডেন্ট। ভগবান উবাচ: -- আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, মানুষ থেকে দেবতা বানাই। একসময় দেবতাদের রাজধানী ছিলো। যথা রাজা - রানী দেবী দেবতা, তথা প্রজাও তাই তোমরা নর থেকে নারায়ণ হও। এই এম অবজেক্টই হলো মুখ্য। এমন নয় যে তিনি রাজা রাম বা রানী সীতা বানাবেন। এ হলোই রাজযোগ। তিনি রাজার রাজা বানাবেন। কল্প কল্প আমি আসি তোমাদের হারিয়ে যাওয়া রাজ্য ফেরত দিতে। তোমাদের রাজ্য কোনো মানুষ হরণ করে নেয় নি। মায়া তা ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন তোমাদের এই মায়াকেই জয় করতে হবে। ওই লড়াই হয় রাজাদের মধ্যে। একজন আর একজনের উপর জয়লাভ করার জন্য লড়তে থাকে। এখন তো প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব হয়ে গেছে। হদের রাজাদের অনেক লড়াই লেগেছে। তাতে হদের রাজত্ব পাওয়া যায়। আর এই যোগবলে তোমরা বিশ্বের রাজধানী স্থাপন করো, একে অহিংসক লড়াই বলা হয়। এখানে লড়াই অথবা নিজে মরা বা মারার কোনো কথা নেই। এ হলো যোগবল। এ কতো সহজ। বাবার সাথে যোগ লাগালে আমরা বিকর্মজিত হতে পারি। তখন মায়ার কোনো আঘাত আসবে না। হাতিমতাইয়ের খেলা দেখানো হয়, মুখে গোলা ভরে দেয় আর মায়া অদৃশ্য হয়ে যায়। গোলা বের করা হলেই মায়া এসে যায়। আল্লাহ অবলদিনেরও নাটক আছে।

কিছুর ওপর টোকা মারলেই স্বর্গ বেড়িয়ে আসে। সে হলো বহিস্ত বা স্বর্গ। তো বাবা বসে সেই স্বর্গের স্থাপনা করেন ব্রহ্মার দ্বারা। পরমপিতা পরমাত্মা খোড়াই নরকের স্থাপনা করবেন। এমন হলে তাঁর কুশপুতলিকা বানানো হত। এই কুশপুতলিকা তো রাবণের বানানো হয়, কেননা রাবণই সকলের শত্রু। বাবা, যিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন তাঁকে তো নয়নে বসিয়ে রাখা হয়। বাবা বলেন, আমাকে ভক্তরা স্মরণ করে যে, এসে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করো, তাই আমি এসে উদ্ধার করি। বাবা হলেন উদ্ধারকর্তা আবার রুহানী পান্ডাও। তোমাদের নিয়ে যায় তাঁর শান্তিধামে। যে পিয়ার সঙ্গে থাকে তার জন্য অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের বর্ষণ হয়, যেই জ্ঞান রঞ্জের কোনো মূল্যায়ন করা যায় না। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাহলে অবশ্যই আত্মার মধ্যেও পার্ট ভরা আছে। পরমপিতা পরমাত্মা নিজেও বলেন, আমার যে আত্মা, যাঁকে তোমরা পরমাত্মা বোলো, সেই আমার মধ্যেও পার্ট ভরা আছে। ভক্তের দেখভাল করা, সবাইকে সুখ দেওয়া। মায়া তো দুঃখ দেয়। ভক্তদের অল্পকালের সুখ দেওয়ার পার্টও আমার। আমিই সাক্ষাৎকার করাই আর দিব্য বুদ্ধির দান দিই। যাকে জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন বলা হয়। যার দ্বারা তোমাদের বুদ্ধির গোডরেজ তালা খুলে যায়। আমারও পার্ট আছে, তাই যারা বাবার সাথে থাকবে, তাদের জন্যই জ্ঞানের এই বর্ষণ। এখন এতো সব বাচ্চারা কিভাবে একসাথে

থাকতে পারে। তোমরা যদি বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে তো বাবার সঙ্গেই আছো। কেউ লন্ডন বা কেউ যেখানেরই হোক না কেন, কিন্তু সাথে কোথায়? তাদের কাছেও মুরলী যায়। যারা বুদ্ধিমান, সমঝদার হয়, তারা যদি এক সপ্তাহও খুব ভালো করে বোঝে তাহলে তাদের আমি স্বদর্শন চক্রধারী বানিয়ে দিই। ৮৪ জন্মের স্বদর্শন চক্রের রহস্য এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পেরেছো। যেই স্বদর্শন চক্র ঘোরালে তোমরা মায়ী রাবণের শির কেটে দাও, অর্থাৎ তার উপর জয়লাভ করো। বাকি শির কাটার কোনো কথাই নেই। ওরা হিংসক অস্ত্র - শস্ত্র দেখিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে শঙ্খ হলো মুখ। চক্র ঘোরানো হলো বুদ্ধির কাজ। তাই এই অলংকার ভক্তিমার্গে অনেক দিয়ে দিয়েছে। শাস্ত্র ইত্যাদি যা ভক্তিমার্গে চলে এসেছে, ড্রামা অনুসারে তা আবার আসবে। হতে পারে, এই প্রকৃত গীতাও কারোর না কারোর হাতে এসে যাবে, তখন এর থেকেও কিছু দিয়ে দেবে। বাকি সেগুলোই আসবে। কোনো কোনো অক্ষর ওখানে এখান থেকে এসেছে। ভগবান উবাচঃ হলো সঠিক শব্দ। রাজযোগও ঠিক। বাবা বলেন এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। এই শরীর সমেত সবকিছুই ভুলে যেতে হবে, এর পরিবর্তে তোমরা পবিত্র শরীর পাবে। আত্মাও পবিত্র হয়ে যাবে। তোমাদের কাছে তখন অথৈ ধন থাকবে। তোমাদের অনেক লাভ আছে কিন্তু একে শুদ্ধ বলা হয়, এতে সম্পূর্ণ ভারত শুদ্ধ হয়। ভারতবাসী রামরাজ্য চায়, এক গভর্নেন্ট, এক জাতি, এক মত, অদ্বৈত মত যেন হয়। অদ্বৈতের অর্থ হলো দেবতা। এখানে হলো আসুরী মত। শ্রীমত ছাড়া সবই আসুরী মত। যেই কারণে একে অপরের সাথে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। ঈশ্বরের সন্তান না হওয়ার কারণে নির্ধনের হয়ে রয়েছে। সত্যযুগে দেবতার ধনী। সেখানে পশুরাও কখনো লড়াই করে না। এখানে তো সবাই লড়াই ঝগড়া করে। সত্যযুগে সকলেরই বেহদের সুখ।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা বাবার থেকে ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার নিষিদ্ধ। ঈশ্বর তো আমাদের সামনেই আছেন। তিনি বলেন আমি কল্পে কল্পে আসি ---- স্বর্গ স্থাপন করতে। বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য এই আশ্চর্যজনক উপহার নিয়ে আসি। বাবা বলেন, আমার অতি প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা পাঁচ হাজার বছর পরে এসে মিলিত হও। এমন আর কেউই বলে না। যতই তাঁরা নিজেদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শঙ্কর বলুক। এমন কথা কেউই বলতে পারবে না। এ কেউই কপি করতে পারবে না। বাবা বলেন, আমার অতি প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা পাঁচ হাজার বছর পরে আবার এসে মিলিত হয়েছো। কেবল তোমরাই। অনেক বাচ্চারাই মিলিত হতে থাকবে। রাজধানী স্থাপন করতে তো অনেক পরিশ্রম লাগে। রাজা, রানী এক, তারপর অনেক বাচ্চা বুদ্ধি পেতে থাকবে। ভারতে তো কতো প্রিন্স প্রিন্সেস হবে। মনে করো তা লাখ দু লাখ হবে আর প্রজা হবে ৪০ - ৫০ কোটি। তাহলে লক্ষ্য তো অনেক বড়। এ হলো বাবার কলেজ। তাহলে কতো ভালোভাবে পুরুষার্থ করা উচিত। বাবা তো বলবেন, রাজার রাজা হও, নাকি প্রজা হবে। তারাই হবে যারা আগের কল্পে হয়েছিলো। আমি সাক্ষী হয়ে দেখবো, কে কি প্রকারের আশীর্বাদী বর্ষা নেয়। কেউ তো একেবারেই ধরে নেয়। বাবা হলেন অতি প্রিয়। চুশ্বকের আকর্ষণে সূঁচ চলে আসে। কারোর মধ্যে জং বেশী থাকে, কারোর আবার কম। কাছাকাছি যারা, তারা তো সামনে এসেই মিলবে, স্বচ্ছ সূঁচ ঝট করে আকর্ষণ হবে। বাবা জং দূর করে এমন চমক এনে দেয় যে তোমরা বাচ্চারা ওখানে সাথেই থাকবে। তোমাদের তো রুদ্র মালায় গ্রথিত হতে হবে। গায়নও আছে কিন্তু মানুষ জানে না যে এই মালা কাদের দ্বারা গাঁথা হয়েছে। বাবা বলেন, যারা আমার মালায় থাকবে তারা স্বর্গের মালিক হতে পারবে। ভক্ত মালাও তোমরা বুঝে গেছো। সে হলো রাবণের মালা। প্রথমে রাবণের মালাতে কারা আসে,

কারা পূজ্য থেকে পূজারী হয় ? তোমরাই পূজ্য দেবতা, তারপর পূজারী হও । এ হলো কতো গুহ্য বোঝার কথা ।

তোমরা হলে লোক হিতৈষী বা মানব প্রেমী । তোমরা দেহ সমেত সবকিছুই বাবার কাছে বলি দাও । সন্ন্যাসীরা লোক হিতৈষী হয় না । তারা তো বাড়ি - ঘর ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায় । তোমরা সবকিছুই ঈশ্বরকে অর্পণ করো । তোমাদের সমস্ত কিছুই গড - ফাদারের জন্য । তখন বাবা বলেন, আমার সবকিছুই বাচ্চাদের জন্য । মানুষ যখন মারা যায় তখন সমস্তকিছু বিশেষ ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দেওয়া হয় । বাবা বলেন আমিও তেমন বিশেষ ব্রাহ্মণ পুরোহিত । তোমাদের কাছে পুরানো যত তুচ্ছ জিনিস আছে, তোমরা সবই দান করে দাও । বাবার কাছে বলিহারি যাও । তবুও তো তোমাদের কামনা আসে । বাবা তো বাড়ি বা মহল কিছুই নিজের জন্য বানান না । শিববাবা হলেন দাতা । তিনি সম্পূর্ণ স্বর্গের রাজত্ব তোমাদের দিয়ে দেন, তাই তাঁকে সওদাগরও বলা হয় । এ কতো মিষ্টি মিষ্টি কথা । পরীক্ষা শেষ হয়ে আসছে । বাবা, শেষ পরীক্ষা কখন সম্পূর্ণ হবে ? বাবা বলেন -- তোমরা যখন মৃত্যুর কাছাকাছি আসবে, তোমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখনই বিনাশ আরম্ভ হবে । এরপর তোমাদের সোনার চামচ নিয়ে জন্ম হবে । তোমরা জন্ম নেবে আর এই সোনার চামচ পাবে । এখানে তো ৩০ - ৪০ বছর পড়াশোনা করে, তো এখানেও এর ফল পাওয়া যায় । তোমাদের তো সবকিছুই ভবিষ্যতের জন্য । ভবিষ্যৎ জন্ম যখন তোমরা পাবে, তখন তোমরা রাজকুমার হতে পারবে । তাই পরীক্ষা তখনই শেষ হবে যখন বিনাশ শুরু হবে । একদিকে পড়া সম্পূর্ণ হবে অন্যদিকে বিনাশ শুরু হবে । বাকি রিহাসাল তো হতেই থাকবে । তোমরা এই পড়ার ফল নতুন দুনিয়ায় পাবে । সেখানে আত্মা, শরীর এবং রাজত্ব সবই নতুন হয় । এ খুবই গুহ্য ধারণার বিষয় । এই পড়া কখনোই ছাড়া উচিত নয় । বাবা তোমাদের বসে বোঝান, এ তো খুবই আশ্চর্যের কথা । দেহীতে যারা আসে তারাও চটে করে যোগ আর জ্ঞানে লেগে যায়, তাহলে তারাও উঁচু পদ পেতে পারে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শরীর আর আত্মা দুইই পবিত্র করার জন্য এই পুরানো শরীর সমেত সবকিছুই ভুলে যেতে হবে । দেহ সহিত বাবার প্রতি সমস্ত কিছু বলি দিয়ে মহাদানী হতে হবে ।

২) বাবার শ্রীমতে চলে বেহদের সুখ নিতে হবে । এই শুদ্ধ লোভ রাখতে হবে যাতে সম্পূর্ণ বিশ্ব সুখী হতে পারে । বাকি অশুদ্ধ লোভ ত্যাগ করতে হবে ।

বরদান : - মহাবীর হয়ে প্রতিটি সঙ্কল্পকে স্বরূপে এনে সদা বিজয়ী, সফলতামূর্ত্ত ভব

যে বিশেষ স্বরূপই নাও তাতে দৃঢ় হও, সঙ্কল্প করেই তার স্বরূপ হয়ে যাও, তাহলে বিজয়ের ঝাণ্ডা উড়তে থাকবে । এমন ভেবো না যে, দেখবো বা করবো ----- করবো বলতে থাকলে দুর্বল হতে থাকবে । এমন দুর্বল সঙ্কল্প করা অর্থাৎ মায়ার কাছে হেরে যাওয়া । সদা এই অমর, অবিনাশী সঙ্কল্প

করো যে, আমরা সদাকালের বিজয়ী, মহাবীর, সদা এগিয়ে যাবো, বিজয়ী হবো । তখন এই সংকল্পেই সফলতামূর্ত হতে পারবে ।

স্লোগান :- চেহায়ায় খুশীর ঝলক থাকলে তা বোর্ডের কাজ করবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নর থেকে নারায়ণ হতে পারফেক্ট ব্রাহ্মণ হও, প্রকৃত ব্রাহ্মণ হল সে যার মধ্যে কোনো বিকার রূপী শত্রু নেই "

প্রশ্ন:- বাবার রিগার্ড কোন্ বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয়? বিচক্ষণ হয় কারা ?

উত্তর :- বাবার রিগার্ড সেই বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয় যারা যজ্ঞের প্রতিটি কার্য দায়িত্বের সঙ্গে নিস্পাদন করে। কখনও গাফিলতি করেনা। পবিত্র করার দায়িত্ব বুঝে এই সেবায় ব্যস্ত থাকে। চলন খুব রয়্যাল হয় , কখনও নাম বদনাম করেনা। অলরাউন্ডার হয়। বিচক্ষণ হয় তারা যারা পুরোপুরি পাস করার চেষ্টা করে। কখনও দুঃখ দেয় না। কোনো উল্টো কর্ম করেনা ।

গান: আজ না হলে কাল বর্ষিবে।

ওমশান্তি। বাচ্চাদের এইরকম ডাইরেকশন কে দিচ্ছেন ? বেহদের বাবা, যাঁকে বাচ্চ এত পিতারত হয়ে স্মরণ করেনা। বাবা বলেন বাচ্চারা এবারে ফিরে যেতে হবে। বাচ্চা কাদের বলা হয় ? যারা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী হয় তাদের বাবা বাচ্চা বলবেন কারণ তারা-ই বাবার সন্তান হয়েছে। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যখন নতুন সৃষ্টির রচনা করতে হবে তখন পুরানো সৃষ্টির আত্মাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এখন তোমরা বাচ্চারা পিতা এবং পিতার নিবাস স্থান অর্থাৎ পরমধামকে জেনেছ। নিশ্চয়ই এমন আছে যে কেউ তো বাবাকে ভালো রীতি স্মরণ করে। শ্রীমৎ অনুসারে চলে , কেউ দেহ অভিমানের জন্যে স্মরণ করেনা। পবিত্রও থাকেনা। ব্রাহ্মণ হল ঈশ্বরীয় সন্তান , ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। গায়ন আছে রচয়িতা হলেন বাবা তাইনা। ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা সন্তান রচনা করেন। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বরাবর আমরা ঈশ্বরের সন্তান ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ হয়েছি। ব্রাহ্মণ তাদের বলা হয় যারা পবিত্র থাকে। সবকিছুই নির্ভর করছে পবিত্রতার উপর। এই দুনিয়াকে বলা হয় অপবিত্র পতিত দুনিয়া। মানুষ মাত্রই যারা হল পতিত, তারা পবিত্র কথাটির অর্থ বোঝেনা। কলিযুগ হল পতিত দুনিয়া, সত্যযুগ হল পবিত্র দুনিয়া -- এইসব কেউ জানেনা। অনেকে তো বলে দেয় সত্যযুগ ত্রেতা যুগেও পতিত মানুষ আছে। সীতা চুরি হয়েছে এই হল পবিত্র দুনিয়ার গ্লানি করা। যেমন দৃষ্টি , তেমনই সৃষ্টি দৃশ্যমান হয়। পবিত্র দুনিয়ায় যদি পতিত থাকে তবে কি বাবা পতিত দুনিয়া রচনা করেন ? বাবা তো পবিত্র দুনিয়া-ই স্থাপন করেন। গায়নও আছে পতিত পাবন আসুন , এই সৃষ্টিকে , বিশেষ ভাবে ভারতকে পবিত্র করুন। এই ব্রহ্মাকুমার কুমারী নাম তাদের দেওয়া হয় যারা পবিত্র থাকে। পতিতদের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বা বী. কে. বলা যাবেনা। তারা হয় কুখ বংশাবলী (দৈহিক নিয়মে জন্ম গ্রহণ করে যারা)। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। ব্রহ্মা কুখ বংশাবলী তো বলা হয়না। তারা হল পতিত। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ এইজন্যই যাতে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হও। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী অথবা ব্রহ্মাকুমার কুমারী স্বরূপ ধারণ করার পরেও যদি পতিত হয় বা বিকারগ্রস্ত হয় তো সে বী. কে. নয়। ব্রাহ্মণ কখনও বিকারগ্রস্ত হয়না। বিকারগ্রস্ত দের শুদ্ধ বলা হয়। ঈশ্বরীয় সন্তান এইজন্যই হয় যাতে ঈশ্বরের কাছে আমরা রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করতে পারি। রাজত্বের বর্সা প্রাপ্ত করতে পুরুষার্থ করা উচিত। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আমরা নর থেকে নারায়ণ হই।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে নশ্বরওয়ান হল কাম বিকার। সেকেন্ড নশ্বরে হল ক্রোধ। ক্রোধ ইত্যাদির ভূত ভিতরে থাকলে সেই আত্মা সম্পূর্ণ বর্ষা প্রাপ্তির যোগ্য হয়না। বলা হয় এই আত্মা তো কাম বিকার বা ক্রোধের বশে বশীভূত হয়েছে। বাবাকে স্মরণ না করার দরুন রাবণের বশে বশীভূত হয়ে যায়। এমন ক্রোধী বা কামী আত্মা নর থেকে নারায়ণ পদ প্রাপ্ত করতে পারেনা। এখানে চাই পারফেক্ট ব্রাহ্মণ। বাবা বোঝান প্রথম নশ্বরের ভূত হল দেহ-অভিমান। যদি দেহি -অভিমानी হয়ে বাবাকে স্মরণ করা হয় তবে বাবাও সাহায্য করেন। যে যত স্মরণ করে সে তত সাহায্য প্রাপ্ত করে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হল সে যার বিকার রূপী শত্রু থাকেনা। মুখ্য দেহ-অভিমানের কারণে অন্য অন্য শত্রুদের আগমন হয়। এই ভারত শিবালয় ছিল তখন দুঃখের কোনো কথা ছিল না। এইসব মানুষদের জানা নেই। তারা বলে দেয় মায়াও আছে , ঈশ্বরও আছে। আরে, ঈশ্বর নিজের সময়ে আসেন , মায়া নিজের সময়ে আসে। অর্ধকল্প হল ঈশ্বরীয় রাজ্য, অর্ধকল্প হল মায়ার রাজ্য। এইসব কথা শান্ত্রে বোঝানো হয়নি। সেসব হল-ই ভক্তি মার্গ। জ্ঞানের সাগর হলেন একমাত্র বাবা , ওঁনাকে পতিত পাবন বলা হয়। যে বাবাকে স্মরণ করেনা তাদের দ্বারা পতিত কাজ হতেই থাকবে। তাদের ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বলা হবেনা। খুবই সূক্ষ্ম কথা কিনা। শিববাবা অর্থাৎ দাদুকে স্মরণ না করলে বর্ষা প্রাপ্ত হবে কিভাবে। তবু তাদের এই পুরানো দুনিয়ার মিত্র আত্মীয় স্বজনদের কথাই স্মরণে আসে। ভালোভাবে বাবাকে স্মরণ করলে বাবাও সাহায্য করবেন। তোমরা কখনও মুরলী পড়ার সময়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড় তবে শিববাবা প্রবেশ করে মুরলী পড়ে দেবেন। বাচ্চারা জানতেও পারেনা যে শিববাবা এসে সাহায্য করেন। তারা ভাবে আজ আমরা মুরলী খুব ভালো পড়েছি। আরে আজ ভালো পড়েছ , গত কাল ভালো ভাবে মুরলী পড়েছিলে কি । না। তোমরা তো এও জানতে পারো না যে শিববাবা বলছেন , না, ব্রহ্মাবাবা বলছেন! শিববাবা বলেন -- বাচ্চারা , তোমরা হলে আমার ঈশ্বরীয় সন্তান, আমায় স্মরণ কর। এমন কথা আর কেউ বলতে পারেনা। আমি-ই এনার (ব্রহ্মাবাবার) মধ্যে প্রবেশ করে কথা বলতে পারি। আমি জ্ঞানের সাগর কিনা। তোমরা জ্ঞানী স্বরূপ আত্মায় পরিণত হচ্ছ। সুতরাং যে বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়ে থাকে বাবাও তাকে সাহায্য করেন। দেহ অভিমানী হবে যে সে কি আর স্মরণ করবে। বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। অহংকার যেন না হয় যে আমি মুরলী ভালো পড়েছি। না , ভাবা উচিত শিববাবা এসে মুরলী পড়েছেন। ঋণে ঋণে শিববাবাকে স্মরণ করা উচিত। অনেক বাচ্চারা আছে যারা পুরোপুরি স্মরণ করেনা ফলে তাদের কর্ম ভোগ নষ্ট হয়না। অসুখ করে। বিকর্ম বিনাশ হয়না।

বাচ্চাদের বাবার সঙ্গে যোগ করতে হবে । আমরা হলাম রাজ যোগী। বাবার কাছে রাজত্ব প্রাপ্ত করতে হবে। আমাদের নর থেকে নারায়ণ হতে হবে। মন থেকে বুঝতে হবে আমি যেন সূর্যবংশী হওয়ার যোগ্য হতে পারি। এমন নয় প্রথমে দাস দাসী হয়ে পরে রাজত্ব লাভ হবে। বাবাকে স্মরণ করলে বাবার সাহায্য প্রাপ্ত হবে। নাহলে একটু আধটু পাপ বা ঋতি হবে। সেসব খুব দুঃখ দেয়। লক্ষ্মী নারায়ণ হলেন সুখদায়ী তাইনা। বিচক্ষণ বাচ্চারা চেষ্টা করবে ফুল বা পুরোপুরি পাস করার। এমন হবেনা যে যা পেলাম সেটাই ঠিক আছে। প্রতিটি কথায় অলরাউন্ড পুরুষার্থ করতে হবে। এমনও যেন না হয় যে এই কাজটি অমুকের , সে করবে আমি কেন করব , বাবা অলরাউন্ড কাজ করতেন তাইনা। বাচ্চাদের চলন ঠিক না থাকলে নাম বদনাম করায়। বাবা বলেন আমার আপন হয়ে উল্টো কাজ করলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এমন ভেবোনা যে ব্রহ্মাবাবা আমাদের ডাইরেক্সন দিচ্ছেন। শিববাবা যেন স্মরণে থাকে।

বাচ্চাদের বোঝা উচিত দুনিয়াকে পবিত্র করার দায়িত্ব মাথার উপরে। আমরাই হলাম রেস্পনসিবল। ভারতকে পবিত্র করার দায়িত্ব কিন্তু বিশাল দায়িত্ব। যজ্ঞের প্রতিটি কার্য দায়িত্ববান হয়ে করতে হবে। কোনোরকম গাফিলতি যেন না হয় তবেই বাবা রিগার্ড দেবেন। নাহলে ধর্মরাজ এমন সাজা দেবেন যে কারাগৃহেও এমন সাজা কেউ ভোগ করেনি তাই বাবা বিনাশের পূর্বে সব বিকর্ম যোগের দ্বারা ভস্ম কর। নাহলে জন্ম জন্মান্তরের বিকর্মের সাজা ধর্মরাজপুরীতে ভোগ করতে হবে তাই গাফিলতি কোরো না। এই হল শেষ জন্ম। তারপরে তো যাবেই স্বর্গে। সাজা ভোগ করে প্রজা পদ প্রাপ্ত করাটা পুরুষার্থ নয়। সেই সময় গ্রাহি গ্রাহি করতে হবে। এইসব বাবা সাক্ষাৎকার করাবেন যে বার বার বোঝানো হয়েছিল, ব্রাহ্মণ হওয়া কোনো মাসীর বাড়ি নয়। ঈশ্বরের সন্তান হয়ে কোনোরকম বিকার গ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। তার মধ্যে কাম হল মহা শত্রু। যারা কাম বিকারের বশীভূত হয়ে পড়ে তাদের ব্রাহ্মণ বলা হবেনা। মায়া অস্তির করে দেবে কিন্তু তবুও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো পাপ কর্ম করবেনা। আলাপ পরিচয় মেলা মেশা করার হালকা নেশা -- এও হল মায়ার নেশা। বাবা বুঝিয়েছেন এতেও পাপের বোঝা বাড়ে। তোমরা ব্যভিচারী হয়েছ। ঈশ্বরীয় সন্তানের এই কাম ক্রোধ ইত্যাদি বিকার থাকা উচিত নয়। সেসব হল অসুরী গুণ। অনেকেই ঈশ্বরের সন্তান হয়ে আবার মায়ার কাছে ফিরে গেছে। দেহ অভিমানের বশে বশীভূত হয়েছে। বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে তবেই বাবা রেস্পনসিবল থাকবেন। ব্রহ্মার মতামত গায়ন আছে। ব্রহ্মার মতানুযায়ী চললেও শিববাবা রেস্পনসিবল হবেন। তাহলে নিজের রেস্পন্সিবিলিটি বাবাকে দিয়ে দেওয়া উচিত। বাপ-দাদা, দুজনের মতামত বিখ্যাত। মাতা-র মতানুযায়ী চলা উচিত কারণ মাতা হলেন গুরু। সেই মাতা পিতা হলেন আলাদা। এই সময় মাতাকে গুরু রূপে স্বীকার করার নিয়ম প্রচলিত হয়।

তোমরা পুরুষার্থ করছ শিবালয়ে যাওয়ার জন্যে। সত্যযুগকে শিবালয় বলা হয়। পরমাত্মার একুরেট নাম হল শিব। শিব জয়ন্তীর গায়ন রয়েছে। শিবকে কল্যাণকারী বলা হয়, তিনি হলেন বিন্দু। পরম পিতা পরমাত্মার রূপ হল স্টার। সোনার অথবা রূপের ছোট স্টার তৈরি করে টীকা লাগানো হয়। বাস্তবে সেইটি হল একুরেট, স্টার থাকেও ব্রহ্মুটির মধ্যখানে। কিন্তু মানুষের এই জ্ঞান নেই। কেউ আবার ত্রিশূল দেয়। ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী স্বরূপের চিহ্ন অর্থাৎ দিব্য দৃষ্টি, দিব্য বুদ্ধির চিহ্ন দিয়ে দেয়। এখন বাচ্চারা তোমাদের এইসব কথার জ্ঞান রয়েছে। তোমরা যদি চাও স্টার লাগাতে পারো। আমাদের চিহ্ন হল সাদা স্টার। আত্মার রূপও হল এমন স্টার সম। বাবা সব রহস্য বোঝাচ্ছেন। সাবধানও করছেন। বী. কে. হল তারা যারা প্রতিজ্ঞা করেছে যে পাপ কর্ম কখনও করবেনা। এই কথাটি মনে রাখতে হবে। কারো মনে দুঃখ দেবেনা। যদি কাউকে দুঃখ দাও তবে শিববাবার সন্তান নও। শিববাবা আসেন সুখ প্রদান করতে। সেখানে যথা রাজা রানী তথা প্রজা -- সবাই একে অপরকে সুখ দিয়ে থাকে। এখানে সবাই হল শ্যাম বর্ণ, কাম কাটারী চালাতে থাকে। এইটি হল একে অপরকে দুঃখ দেওয়ার দুনিয়া। সত্যযুগ হল একে অপরকে সুখ দেওয়ার দুনিয়া। বোঝানো উচিত যে আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছি। আমরা কোনো পাপ করিনা। নাহলে পুণ্য আত্মাদের দুনিয়ায় এত উঁচু পদ মর্যাদা লাভ করা হবেনা। প্রত্যেকে নাড়ি দেখে বোঝা যায় যে সে আমাদের কুলের কিনা।

আমরা বলি ভগবানুবাচ তো গায়ন আছে যে আমি তোমাদের রাজ যোগ শেখাই। ভগবান তো এক নিরাকারকেই বলা হয়। তিনি কবে এসে রাজ যোগ শেখাবেন? নিশ্চয়ই যখন নতুন দুনিয়া স্থাপন হবে। নতুন দুনিয়ার জন্যে অবশ্যই পুরানো দুনিয়ায় আসতে হবে। ভগবানুবাচ -- আমি তোমাদের

রাজ যোগ শেখাই। কোথাকার জন্যে ? নরকের জন্য কি ? পবিত্র দুনিয়ার জন্যে। ভগবানুবাচ--
আমি তোমাদের রাজার রাজ্য করি। বল কবে এসেছিলেন , তিনি কে ছিলেন, আবার কবে আসবেন
? নিশ্চয়ই সত্যযুগের জন্যে শেখাবেন। খুবই সহজ কথা। কিন্তু যদি কারো ভাগ্যে না থাকে তবে
বুদ্ধিতে কথাটা বসবেন। যেমন গরম তাওয়া (যার উপরে জল টেকে না) । তখন বুঝতে হবে
তারা আমাদের সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী কুলের নয় যদিও প্রজার সংখ্যা তো অনেক বেশি। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি ৫ হাজার বছর পরে বাবার কাছে বর্ষা নিতে ফিরে আসা বাচ্চাদেরকে মাতা
পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কখনও কারো মনে দুঃখ দেবেনা। প্রতিজ্ঞা করতে হবে কখনও কোনো পাপ কর্ম করবে না ।
সর্বদা সুখ দান করবে।

২) কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো উল্টো কর্ম করবে না । বাবা ও দাদার মতানুযায়ী নিজের কর্মের
বোঝা কম করতে হবে।

বরদান :- নিজেকে বদলে নেওয়ার ভাবনা দ্বারা সব কথায় বিজয় লাভকারী সফলতা স্বরূপ হও ।

ব্যাখা: সেবার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সঙ্গে মিলে মিশে চলার লক্ষ্য থাকলে , নিজেকে বদলে নেওয়ার ভাবনা
থাকলে সব কথায় সহজেই বিজয়ী হতে পারবে। অন্যজন বদলে যাক -- এই রূপ চিন্তাধারা হলে
ভুল হয়ে যাবে তাই আমায় বদলাতে হবে , আমায় করতে হবে , প্রথমে সব কথায় নিজেকে এগিয়ে
দাও। অভিমানে নয়, কার্য করতে এগিয়ে থাকো তাহলেই সফলতা নিশ্চিত। যে মোস্ত হতে জানে সে
রিয়েল গোল্ড হয়।

স্নোগান - যেমন চোখে আলো(নূর) থাকে তেমনই বুদ্ধিতে শিব পিতার স্মরণ যেন সমাযিত থাকে
।

"মিষ্টি বাচ্চারা, বাবার থেকে সর্ব সস্বন্ধের সুখ নিতে হলে, প্রত্যেকের থেকে অনুরাগ বা স্নেহসজ্জাত বুদ্ধিযোগ সরিয়ে একমাত্র আমাকে স্মরণ করো, এটাই সবচেয়ে উঁচু লক্ষ্য"

প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা এই সময় এমন কোন্ ভালো কার্য করো, যার রিটার্নে বিতশালী হও?

উত্তর:- সবচেয়ে ভালোর থেকেও ভালো কাজ হল, জ্ঞান রত্নের দান করা। এই অবিনাশী জ্ঞানভাণ্ডার ট্রান্সফার হয়ে তোমাদের ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য বিনাশী ধন হয়ে যায় আর এর থেকেই তোমরা মালামাল হয়ে যাও। যে যত জ্ঞানরত্ন ধারণ করে অন্যদের ধারণ করাতে উৎসাহিত করে সে ততই বিতশালী হয়। অবিনাশী জ্ঞানরত্নের দান করাই হলো সর্বোত্তম সেবা।

ওম্ শান্তি। শিববাবা তাঁর সালিগ্রাম বাচ্চাদের বোঝান, এই জ্ঞান আত্মাদের দেওয়া হয়েছে, পরমাত্মার বাচ্চাদের। আত্মা, আত্মাকে জ্ঞান দিতে পারেনা। একমাত্র পরমাত্মা শিব এখানে বসে ব্রহ্মা, সরস্বতী এবং তোমরা সব লাকী স্টার বাচ্চাদের বোঝান। এইজন্য এই জ্ঞানকে পরমাত্মা-জ্ঞান বলা হয়। পরমাত্মা তো এক, বাকি ক্রিয়েটরের ক্রিয়েশন। লৌকিক বাবা এইরকম বলবে না যে এরা সব আমার রূপ, না; বলবে তার বাচ্চারা সব তার রচনা। ইনি রুহানী বাবা, এঁনাকেও পার্ট নিতে হয়েছে। তিনি মুখ্য অ্যাক্টর, ক্রিয়েটর এবং ডিরেক্টর। আত্মাকে ক্রিয়েটর বলা হবে না। পরমাত্মার জন্যই বলা হয়, তুমিই জানো তোমার গতি তোমার মতি! সেইসকল গুরুদের নিজের নিজের আলাদা মত, এইজন্য পরমাত্মা এসে একমত দেন। তিনি মোস্ট বিলাভেড। সেই একের সাথে তোমাদের বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে। অন্য যাদের প্রতি তোমাদের ভালোবাসা আছে, তারা সবাই তোমাদের ঠকাবে, এইজন্য সবার থেকে বুদ্ধিযোগ সরাতে হবে। "আমি তোমাদের সর্ব সস্বন্ধের সুখ দেবো, শুধু আমাকে স্মরণ করো, এটাই লক্ষ্য। সবার ডিয়ারেস্ট ড্যাডও (প্রিয় বাবা) আমি, টিচারও আর গুরুও।" তোমরা বুঝতে পারো যে তাঁর কাছ থেকে তোমরা জীবনমুক্তি লাভ করো। এটা অবিনাশী জ্ঞানভাণ্ডার, এই ভাণ্ডার ট্রান্সফার হয়ে তোমাদের ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য বিনাশীধন হয়ে যায়। ২১ জন্ম আমরা মালামাল হতে যাই। আমরা রাজাধিরাজ হই। অবিনাশী এই ধন দান করতে হবে। আগে তোমরা বিনাশী ধন দান করতে, তো অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ তোমাদের পরের জন্মে লাভ হতো। বলা হয়ে থাকে পাস্ট জন্মে অর্থাৎ গত জন্মে কিছু দানপূণ্য করেছে যার ফল লাভ করছে। তোমরা সেই ফল এক জন্মের জন্য লাভ করতে পারো। জন্ম-জন্মান্তরের প্রারব্ধ বলা যাবেনা। আমরা এখন যা করবো, তার প্রারব্ধ আমাদের জন্ম-জন্মান্তর ধরে লাভ করবো। সুতরাং এটা হলো অনেক জন্মের লেনদেন। পরমাত্মার থেকে বেহদের উত্তরাধিকার নিতে হবে। সবচেয়ে ভালো কর্ম, অবিনাশী জ্ঞানভাণ্ডার দান করা। যত তুমি এই জ্ঞানরত্ন ধারণ করে অন্যদেরও ধারণ করানোয় উৎসাহিত করবে, তত নিজেও বিতশালী হবে এবং অন্যকেও বিতশালী বানাবেই। এটা হলো সর্বোত্তম সেবা, যাতে তোমরা সদগতি লাভ করো। দেবতাদের রীতিনীতি দেখ, তাঁরা কেমন সম্পূর্ণ নির্বিকারী, তাঁদের কাছে 'অহিংসা পরমোদ্যম'। পিউরিফিকেশন (সম্পূর্ণ পবিত্রতা) সত্যযুগ এবং ত্রেতাতেই থাকে। দেবতারাই স্বর্গে থাকেন। তাঁদের সর্বোত্তম হওয়ারই গায়ন হয়। যারা সত্যযুগে সূর্যবংশীয় হয় তারা সম্পূর্ণ, তারপর তাদের মধ্যে সামান্য খাদ মিশে যায়। তোমরা এখন জানো, দেবতারা কোন স্বর্গের নিবাসী! বৈকুণ্ঠ ওয়ান্ডারফুল দুনিয়া, সেখানে অন্য ধর্মাবলম্বীরা যেতে পারবে না। ইনি সর্বধর্মের রচয়িতা, উচ্চতম, ভগবান। এই দেবতা ধর্ম ব্রহ্মা স্থাপন করেননি, ব্রহ্মা তো বলেন, "আমি ইমপিওর

ছিলাম, তাহলে আমার মধ্যে এই জ্ঞান কোথা থেকে এলো ?" অন্য সব পিওর সোলস ওপর থেকে এসেছিলো তাদের নিজেদের ধর্ম স্থাপন করতে, এখানে তো পরমাত্মা নিজে এসেছেন ধর্ম স্থাপন করতে, যখন ঐনার মধ্যে আসেন তখন ঐনার নাম রাখেন ব্রহ্মা । বলা হয়ে থাকে ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ ইত্যাদি । এখন প্রশ্ন ওঠে, মনুষ্য সৃষ্টি সেই দেবতাদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিলো ? না ! পরমাত্মা বলেন, "আমি এই সাকারীর নাম দিই ব্রহ্মা, যার সাধারণ তনে আমি আসি ।" আর সেই ব্রহ্মা সূক্ষ্ম, সুতরাং দুই ব্রহ্মা ! ঐনার নাম ব্রহ্মা রাখা হয়, কারণ বলা হয় যে, ভগবান সাধারণ তনে আসেন । ব্রহ্মার কমল মুখ দ্বারা আমি ব্রাহ্মণ রচনা করি । আদি দেবের মাধ্যমে হিউম্যানিটি রচিত হয় । সুতরাং ইনি হলেন হিউম্যানিটির প্রথম বাবা । তারপর বৃদ্ধি হতে থাকে । এখন তোমাদের রাজার রাজা বানানো হচ্ছে । যতই হোক, রাজাধিরাজ একমাত্র তখনই হতে পারবে যখন তোমরা তোমাদের দেহ সমেত দেহ সম্বন্ধিত সমস্ত সম্পর্ক থেকে সরে আসবে । বাবা, আমি তোমারই, ব্যস্ ! তোমাদের নিশ্চয় আছে যে, তোমরা সেই প্রিন্সেস হচ্ছে । তোমাদের চতুর্ভুজের সাক্ষাৎকার হয়, তাই না ! সেই চতুর্ভুজের ছবি যুগলের । ছবিতে ব্রহ্মাকে ১০-২০ খানা হাতসমেত দেখানো হয় । কালীকেও কতো হাতসমেত দেখানো হয় । কারও এত হাত থাকতে পারেনা । অলঙ্কার সবই অস্ত্র-সস্ত্র । তোমরা প্রবৃত্তি মার্গেরই অন্তর্গত । ব্রহ্মার যে অনেক হাত দেখানো হয়েছে, তারা ভাবে, এরা, ব্রহ্মার বাচ্চারা যেন তাঁর ভুজসকল । বাস্তবে, কালী ইত্যাদি কিছু নেই, কৃষ্ণকে যেমন কালো করে দিয়েছে সেইরকমই কালীকে কালো করে দিয়েছে । এই জগদম্বাও ব্রাহ্মণ । আমরা নিজেদের ভগবান অথবা অবতার বলতে পারিনা । বাবা বলেন, শুধু আমাকে স্মরণ করো । বাস্তবে, তোমরা সব শিব কুমারেরা সালিগ্রাম । তারপরে যখন তোমরা মানুষের শরীরে আসো, তোমরা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী হও । ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীরা পরে বিষ্ণুকুমার-কুমারী হবে । বাবা তোমাদের ক্রিয়েট করেন, সেহেতু তাঁকে পালনাও দিতে হয় । এইরকম ডিয়ারেস্ট ড্যাডের তোমরা উত্তরাধিকার , তাঁর সাথে তোমরা সওদা করো । মাঝখানে ইঁনি (ব্রহ্মাবাবা) দালাল । বাবা হলেন হোলি গভর্নমেন্ট । তিনি এসেছেন এই গভর্নমেন্টকে পাওব গভর্নমেন্ট বানাতে । বাবার সহায়তায় গভর্নমেন্টের প্রজাদের আমরা মানুষ থেকে দেবতা বানাই । সুতরাং আমরা তাদের সার্ভেন্ট । আমরা ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট, আমরা বাবার সাথে এসেছি সারা দুনিয়ার সার্ভিস করতে । আমরা কিছু নিই না । বিনাশী ধন, মহল ইত্যাদি নিয়ে কি করবো ! সেবা করার জন্য তো আমাদের শুধু 'তিন পৈর পৃথ্বী' অর্থাৎ তিন পা জমি চাই । তোমরা বাচ্চারা এখন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করছো । শাস্ত্রে লেখা জ্ঞানকে জ্ঞান বলা যাবেনা, তা' হলো ভক্তি । জ্ঞান অর্থাৎ সদগতি । সদগতি অর্থাৎ মুক্তি এবং জীবনমুক্তি । যতক্ষণ জীবনমুক্তি না হয় ততক্ষণ তোমরা মুক্তি লাভ করতে পারোনা । আমরা জীবনমুক্ত হই, বাকি সবাই মুক্ত হয় । এই কারণে বলা হয়ে থাকে, তোমার মতিগতি তুমিই জানো । এক্ষেত্রে, এটাই প্রমাণ হয় যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী নন । তিনি তোমাদের বলেন, আমি প্রতি কল্পে এসে আমার নির্দেশানুসারে সবার সদগতি প্রদান করি । সদগতির সাথে গতিও (মুক্তি) অন্তর্ভুক্ত । নতুন দুনিয়ায় স্বল্পসংখ্যকই থাকে । আগে আমরা বলতাম, এই দুনিয়াতেই সূর্য, চন্দ্র, ন'লাখ তারা... এই সময়ই দুনিয়ায় সূর্যের অস্তিত্ব । দুনিয়াতে শিব, যাঁর এত বিস্তার । তারপর এই দুনিয়ায় মাম্মা বাবা এবং লাকি স্টারের অস্তিত্ব । বিবেকও এই কথাই বলে, সত্যযুগে জনসংখ্যা অবশ্যই স্বল্প হওয়া উচিত । পরে বৃদ্ধি হয় । এই সমস্ত ব্যাপার বুঝতে হবে । তোমরা যে যত পিওর অর্থাৎ পবিত্র হবে ততই এই জ্ঞান তোমরা ধারণ করতে পারবে । যেখানে ইমপিওরিটি, সেখানে ধারণও কম হবে । পিওরিটি ফাস্ট । তোমাদের মধ্যে এখনো যদি ক্রোধের ভূত থেকে থাকে তো হামেশা তোমাদের মায়ার কাছে হার স্বীকার করতে হবে । এটাও যুদ্ধ ! তোমাদের পুরো হাত ওস্তাদের হাতে দিতে হবে, মায়াও অতি প্রবল । যাঁরা তাদের হাত তাঁর হাতে রেখেছে তাদের ওপরেই

এই জ্ঞানবর্ষা হয় । বাবা তাঁর পাট প্লে করেন সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে এবং তিনি সবকিছু লক্ষ্য করেন । তোমরা এটা বুঝতে পারো যে তোমাদের মা-বাবা এবং তাঁদের অনন্য বাচ্চাদের, যারা লাকি স্টার তাদের ফলো করতে হবে । এটাতো তোমাদের বোঝানো হয়েছে, মুরলি পড়া কখনো ছেড়োনা । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

রাত্রিকালীন ক্লাস ২৩-১২-৫৮,

দেখ, আলমাইটি বাবার কত সব রুহানী কারখানা (সেন্টার্স) ! যেখান থেকে প্রত্যেকের রুহানী রত্ন লাভ হয় । বাবা সব কারখানার শেঠ । তাঁর ম্যানেজাররা সেসব সামলাচ্ছে এবং নিশ্চিতরূপে সেগুলো ভালো চলছে । তোমরা দোকানই বলো বা হোস্টেল, সেগুলো তোমরা সব ব্রাহ্মণদের পরিবারও । এই এডুকেশনের দ্বারা তোমাদের নিজেদের জীবন বানাতে হবে । এখানে রুহানী এবং শারীরিক উভয়ই একসাথে । উভয়ই বেহদের । সেই রুহানী এবং শারীরিক জ্ঞান উভয়ই হদের । গুরুগণ শাস্ত্রাদি থেকে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেয় সেই সবই হদের । আমরা কোনও মানুষকে গুরু মানিনা । আমাদের এক সদগুরু, যিনি এই একই রথে আসেন । তোমরা অবিরত যখন তাঁর স্মরণ করবে তখনই বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা সেই গ্র্যান্ড ফাদারের থেকে ধন লাভ করো এইজন্য তাঁকে স্মরণ করতে হবে । এমন কোনও কর্ম কোরোনা যা বিকর্ম হয়ে যায় । সত্যযুগে তোমাদের সব কর্ম, অকর্ম হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে, এই দুনিয়ায় তোমাদের কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়, কারণ সবার মধ্যে বিকাররূপী পাঁচ ভূত বিদ্যমান । আমরা কিন্তু একদম সেফ । বাবা বলেন, বিকার দান করে দাও, তারপর যদি তা' আবার ফিরিয়ে নাও তো তুমিই নিজের ক্ষতির কারণ হবে । এইরকম ভেবোনা, তুমি গোপনে করবে তো কেউ জানতে পারবে না । ধর্মরাজ সবকিছু জানতে পারেন । এই সময়ে বাবাকে অন্তর্যামী বলা হয়, প্রত্যেক বাচ্চার রেজিস্টারে কি আছে তিনি জানতে পারেন । আমরা সব বাচ্চাদের অন্তরকে তিনি জানতে পারেন । এইজন্য তোমাদের অবশ্যই কোনকিছু গোপন করা উচিত নয় । অনেকে এমন চিঠিও লেখে বাবা, আমার বড় ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দাও । ধর্মরাজের দরবারে আমায় শাস্তি দিওনা ! যেন তারা ডাইরেক্ট শিববাবাকে লিখছে । বাবার নামে এই পোস্টবক্সে চিঠি পোস্ট করে দেয় । তোমার ভুল স্বীকার করে নেওয়ায় সাজা অর্ধেক হয়ে যায় । এখানে তোমাদের অনেক পবিত্র থাকতে হবে । সর্বগুণ সম্পন্ন, ষোলকলা সম্পন্ন এখানেই হতে হবে । রিহার্সাল এখানে, তারপর ওখানে প্র্যাকটিক্যাল পাট অভিনয় করতে হবে । তোমার নিজেকে চেক করে দেখতে হবে, তুমি কোনো বিকর্ম তো করনি ! সঞ্চল তো অনেক আসবে, মায়া অনেক পরীক্ষাও নেবে, ভয় পেয়োনা । হয়তো অনেক ক্ষতি হবে, তোমার ব্যবসাদি ভালো চলবে না, এমনকি পা ভেঙে যেতে পারে অথবা অসুস্থ হয়ে পড়বে ... যা কিছুই হয়ে যাক বাবার হাত ছেড়ো না । অনেকরকম পরীক্ষা আসবে । প্রথমে সেসব বাবার সামনে আসে, এইজন্যই বাবা তোমাদের সতর্ক থাকতে বলেন । পালোয়ান হতে হবে । দেখ, ভারতে লোকে যত ছুটি পায়, এত আর কোথাও পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানে আমরা এক সেকেন্ডের ছুটিও নিই না, কারণ, বাবা বলেন প্রতিটা শ্বাসে তোমাদের স্মরণে থাকতে হবে । প্রত্যেক শ্বাস অমূল্য, তাহলে কিভাবে এটা ওয়েস্ট করতে পারো ? যারা ওয়েস্ট করে তারা তাদের পদ হারায় । এই জন্মের প্রতিটা শ্বাস মোস্ট ভ্যালুয়েবল । রাতদিন বাবার সার্ভিসে থাকা উচিত । তোমরা আলমাইটি বাবার

আশিক নাকি তাঁর রথের ? নাকি উভয়ের ? অবশ্যই তাঁদের উভয়েরই আশিক হতে হবে । তখন এটা তোমাদের বুদ্ধিতে থেকে যাবে যে বাবা এই রথে আছেন । তাঁর কারণে তোমরা এঁনার আশিক হয়েছ । শিবের মন্দিরেও পাথরের ষাঁড় রাখা আছে । তারও পূজা হয় ! এইসব কত গুহ্য বিষয় যা রোজ না শুনলে এই পয়েন্টস তোমরা মিস করে ফেলবে । যারা রোজ শোনে তারা কখনো অন্যকে পয়েন্টস দিতে ফেল করেনা । তাদের ম্যানারসও খুব ভালো । বাবার স্মরণে অনেক প্রফিট (সুবিধা) । তারপর বাবার নলেজও তোমাদের স্মরণ করতে হবে । জ্ঞানেও প্রফিট যোগেও প্রফিট । মোস্ট প্রফিট বাবার স্মরণে কারণ তোমাদের বিকর্ম এই স্মরণেই বিনাশ হয় এবং উঁচু পদও লাভ হয় । আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড নাইট, রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) প্রতি শ্বাসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, একটা শ্বাসও ব্যর্থ হতে দিও না । এমন কোনো কর্ম করো না যা বিকর্ম হয়ে যায় ।

২), ওস্তাদের হাতে হাত দিয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে । কখনো ক্রোধের বশীভূত হয়ে মায়ার কাছে হেরে যেও না । পালোয়ান হতে হবে ।

বরদানঃ- এক বল এক ভরসার আধারে সফলতা প্রাপ্ত করে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

যারা প্রকৃত নিষ্ঠাবান বাচ্চা, এক বল এক ভরসাতে চলে তারা সদা সাফল্য লাভ করে এবং নিরন্তর লাভ করবে । কারণ, প্রকৃত নিষ্ঠা বিল্বকে সহজেই সমাপ্ত করে দেয় । যখন সর্বশক্তিমান বাবার সাথে আছে তোমাদের এবং তাঁর ওপর তোমাদের পূর্ণ নিশ্চয় আছে তখন ছোট ছোট বিষয়গুলো এমনভাবে সমাপ্ত হয়ে যায় যেন কিছুই ছিলনা । অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায় । সব পরিস্থিতি যেন মাখন থেকে চুল টেনে তোলার সমান সহজ সমাধান হয়ে যায় । তাহলে নিজেকে এইরকম মাস্টার সর্বশক্তিমান মনে করে সাফল্যের প্রতিমূর্তি হয়ে চলো ।

স্লোগানঃ- নয়নে পবিত্রতার চমক আর ওষ্ঠাধারে স্মিত হাসি যেন থাকে - এটাই শ্রেষ্ঠ পার্সোনালিটি ।

২২-০২-১৮ : প্রাতঃমুরলী ঔম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা- বি.কে. ব্রাহ্মণদের এই তীর্থ-যাত্রা এখন উল্লতির শিখরে এগিয়ে যাচ্ছে, তাই তোমাদেরকে ডবল ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেমন দুই বাবা পেয়েছ, তেমনি দুই মা'কেও পেয়েছো তোমরা"

প্রশ্ন :- বর্তমানের এই সঙ্গমযুগে কি এমন পদবী নিজেদের জন্য রাখতে পারো না তোমরা ?

উত্তর :- বাচ্চারা, হিজ হোলীনেস্ বা হার হোলীনেস্ (পবিত্রতার প্রতীক) নিজেদের ক্ষেত্রে, তোমরা তা লিখতে পারো না। যদিও তোমাদের আত্মা এখন প্রায় পবিত্রই, কিন্তু শরীর তো সেই তমোপ্রধান তত্ত্বের দ্বারাই গঠিত। তাই এই মহান ব্যুৎপত্তি অবশ্যই নেবে না। যেহেতু এখনও তো তোমরা পুরুষাৰ্থী-ই।

গীত :- প্রদীপ আর ঝড়-তুফানের
সেই কাহিনী

ঔম্ শান্তি! অসীম বেহদের বাবা স্বয়ং বি.কে. বাচ্চাদেরকে সামনে বসিয়ে জ্ঞানের ব্যাখ্যা শোনাচ্ছেন। বাচ্চারা, একথা তোমরা বুঝতেই পেরেছো, বেহদের যেমন দুই বাবা, তেমনি বেহদের দুই মা-ও রয়েছে তোমাদের। একজন হলেন 'জগন্না' এবং অপরজন 'ব্রহ্মা' (ব্রহ্ম+মা)। অতএব ব্রহ্মা-ও মা। দুজনেই একত্রে বসে যখন তা বোঝাচ্ছন, তখন তো তা বলা যেতেই পারে, ডবল ইঞ্জিন পেয়েছো। ঠিক যেমন, পাহাড়ি অঞ্চলে উঁচুতে চড়ার সময় রেল-গাড়ীগুলিতে ডবল-ইঞ্জিন লাগানো হয়। তোমরা বি.কে.ব্রাহ্মণেরাও এখন তেমনি উচ্চ-স্তরের কঠিন পুরুষার্থে বেহদের তীর্থযাত্রায় রত। যেহেতু তোমরা জেনেছো, বর্তমান পৃথিবীটা এখন ঘোর পাপে তমসাস্থন্ন হয়ে আছে। এরপর বিনাশ যতই অন্তিম সময়ের দিকে এগোবে, দুনিয়াতে ততই হা-হা কার শুরু হবে। (প্রতি কল্পেই) দুনিয়া পরিবর্তনের সময় এমনটাই হয়ে থাকে। এমন কি রাজ-রাজাদের লড়াই-এর পর রাজত্ব পরিবর্তনেও লড়াই-ঝগড়া-যুদ্ধের ফলে তেমনটাই হয়। বাচ্চারা, তোমরা তো জেনেছো, এখন আবার নতুন যুগের নতুন রাজধানীর স্থাপনার কার্য চলছে। ফলে ঘোর তমোসাস্থন্ন এই অন্ধকার থেকে নব-সূর্যোদয়ের উম্মালোকের আলোকচ্ছটায় দুনিয়া আবার আলোকিত হতে চলেছে। একমাত্র তোমরাই সম্পূর্ণ জগতের এই সৃষ্টি-চক্রের ইতিহাস-ভূগোলকে জানো। তাই তোমাদের উচিত, অন্যদেরকেও তা জানানো। মাতা ও কন্যারা, যারা স্কুলগুলিতে পড়ানোর সাথে যুক্ত, তারাও যদি তাদের স্কুলের বাচ্চাদেরকে বেহদের এই ইতিহাস-ভূগোল বোঝায়, তাতে কিন্তু সরকারের কোনও আপত্তি থাকবে না। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও বোঝাতে পারলে তারা তো আরও অধিক খুশী হবে। কিন্তু তাদেরকে এভাবে বোঝাতে হবে, যতক্ষণ না বেহদের এই ইতিহাস-ভূগোলকে ভালভাবে জানা যায়, ততক্ষণ ছাত্র-ছাত্রীদেরও সেরূপ কল্যাণ করা সম্ভব নয়। আর তা না হলে দুনিয়াতে তাদেরও যে জয়-জয়কারও হবে না। এই ভাবেই বাচ্চাদেরকে সেবার বিষয়টা ব্যাখ্যা করেন বাবা। কেউ যদি টিচার হয়, এবং সে যেন এইভাবে সৃষ্টি-চক্রের ইতিহাস-ভূগোলের এই ধারণা অন্যের মনের মধ্যে বুদ্ধিতে পাকা করাতে পারে। এমন করাতে পারলেই সেই বি.কে.-রা ত্রিকালদর্শী হতে পারে। আর এই প্রকারে ত্রিকালদর্শী হতে পারলে সে চক্রবর্তী রাজাও হতে পারে। ঠিক যেভাবে বাবা বি.কে.-দেরকে ত্রিকালদর্শী, স্বদর্শন-চক্রধারী তৈরী করেন, তেমনি তোমাদেরও কর্তব্য অন্যদেরকেও তেমনি নিজেদের মতন করে গড়ে

তোলো। তেমনটা হতে পারলে তারাও তখন সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হতে পারবে। তাদেরকে একথাও খুব ভাল করে বোঝাতে হবে যে, অতি শীঘ্রই এই পুরোনো দুনিয়ার পরিবর্তন হতে চলেছে যে। শীঘ্রই বর্তমানের এই তমোপ্রধান দুনিয়ার পরিবর্তন হয়ে সতোপ্রধান দুনিয়ায় রূপান্তরিত হতে চলেছে।

বর্তমানের এই তমোপ্রধান দুনিয়াকে সতোপ্রধানে পরিবর্তন করার এক ও একমাত্র কারিগর পরমপিতা পরমাত্মা। একমাত্র তিনিই পারেন এই সহজ রাজযোগ আর স্বদর্শন-চক্রের এই বিশেষ জ্ঞান দিতে। সৃষ্টি-চক্রের আবর্তনের এই জ্ঞানকে বোঝানো খুবই সহজ ব্যাপার। আর এই চক্রের চিত্রকে যদি ফটকের সামনে রাখা যায়, তাহলেও মানুষ নিজেরাই তা বুঝতে পারবে, সত্যযুগে কারা কারা রাজত্ব করেছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর দ্বাপর যুগ থেকে কিভাবেই বা ধীরে ধীরে এত অনেক বিভিন্ন ধর্মের বৃদ্ধি শুরু হলো। এই তথ্যগুলিকে ভালভাবে বোঝাতে পারলে তাদের বুদ্ধির দরজা অবশ্যই খুলবে। এই সৃষ্টি-চক্রকে সামনে রেখে তোমরা তাদেরকে খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতেও পারবে। চিত্রের উপর আলাপ-আলোচনার জন্য নানা বিষয়ের উপর প্রস্তাবও রাখতে পারো তোমরা। তখন তাদেরকে এও বলতে পারো- এবার তবে সামনে এসো তোমরা, তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী হওয়ার দিশা দেখাই। যার দ্বারা তোমরা রাজাদেরও রাজা হতে পারবে। একমাত্র তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরাই এই সৃষ্টি-চক্রকে জানো। বাম্বারা তাই তো কেবলমাত্র তোমরাই বিশ্বের চক্রবর্তী রাজা হতে পারো। কিন্তু হতে কেবল তারাই পারবে, যারা এই সৃষ্টি-চক্রকে সর্বদাই বুদ্ধিতে রেখে পুরুষার্থ করতে পারবে। তোমাদের এই বাবা তো জ্ঞানের-সাগর। উনি স্বয়ং যেখানে তোমাদেরকে সামনে বসিয়ে এই সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানের পাঠ পড়ান। অন্যেরা যার কিছুমাত্রও জানে না। যারা বলে থাকে ঈশ্বর সর্বত্রই, এই বিশেষ জ্ঞান তাদের মাথায় অবশ্য ঢুকবে না, কারণ ঈশ্বরকে জানার পুরুষার্থ তারা করতে পারবে না আদৌ। এমন কি ভক্তি-মার্গেও চলতে পারবে না তারা। আবার তোমরা যা বোঝাবে, তাও সঠিক ভাবে বোধে আসবে না তাদের। কম বুদ্ধির লোকেরাও বুঝে উঠতে পারবে না, ভাববে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নয় - তা কি করে সম্ভব। ব্যাপারটা এমনই, কোনও এক অজ্ঞানী এমন কিছু জানিয়েছিল, তাতেই সবার ধারণায় তা বসে গেছে। যেমন কেউ একজন বলেছিল, আদি দেব মহাবীর, তাকেই মেনে নিয়েছে লোকেরা। কোনও যুক্তি-গ্রাহ্যর ধার না ধেরে, কিছু না বুঝেই যে কেউ যা কিছু বলেছে, পরম্পরায় তাই মেনে আসছে। কিন্তু এখন স্বয়ং বাবা এসে সামনা সামনি বসে তোমাদেরকে (যুক্তি ও ব্যাখ্যা করে) বোঝাচ্ছেন, যেখানে তোমরা বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই অবিনাশী ড্রামার পাটধারী - সেখানে ড্রামার রচয়িতা ও তার রচনাকে কেনই বা জানবে না। ভক্তি-মার্গে যেমন তোমরা অন্ধের মতন দেবী-দেবতাদের পূজা-অর্চনা করো - অথচ তাদের গুণ ও শক্তিগুলিকেও জানো না তোমরা। এতসব দেবী-দেবতা যারা পূর্বে রাজত্ব করে গেছেন, তাদের তেমন কিছু বিশেষ গুণ ও শক্তি তো অবশ্যই ছিল। তারা তেমনই জ্ঞানী ও বুঝদার ছিল বলেই তো পূজ্য হতে পেরেছিলেন। এখন তোমরা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ বাম্বারাও সেই জ্ঞানেরই পাঠে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হচ্ছে। তোমরা ছাড়া দুনিয়ার অন্যদেরকে তো রাবণ তার মায়া-জালের জেলে কয়েদ করে রেখেছে। বর্তমানের সমগ্র দুনিয়াটাই যে রাবণের মায়ার জেল। সবাইকেই তাই তার এই শোক-বাটিকায় পড়ে থাকতে হচ্ছে।

লোকেরা তো লাগাতার কত প্রকারেরই কনফারেন্স করে, শান্তি প্রচেষ্টার লক্ষ্যে। সেগুলি যখন হচ্ছে, তবে তো তাতে মানুষের দুঃখ-কষ্ট, অশান্তি সব দূর হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু হয়, তারাও তো সবাই রাবণের এই শোক-বাটিকাতেই বসে আছে যে। আর এই শোক-বাটিকা থেকে অশোক-

বাটিকায় মুহূর্তেই কেউ পৌঁছে যেতে পারে না। যেহেতু এই সময়ে শান্তি বা সুখ-বাটিকায় কেউ-ই যে নেই। অশোক-বাটিকা বলা হয় সত্যযুগকে। আর যেহেতু বর্তমান সময় কালটা সঙ্গমযুগ, তাই তোমাদেরকেও সম্পূর্ণরূপে পবিত্র বলা যেতে পারে না। কোনও বি.কে. নিজেদেরকে বলতে বা লিখে দিতে পারবে না যে, তারা নিজেরা হিজ বা হার হোলীনেস্, অর্থাৎ যা সম্পূর্ণ পবিত্রতার প্রতীক। এই হিজ হোলীনেস্ এবং হার হোলীনেস্ পদবী হয় একমাত্র সত্যযুগের (দেবী-দেবতাদের)। তবে তা এই কলিযুগে সেই পদবী আসবেই বা কি প্রকারে ? যদিও অনেকের আত্মা পবিত্রও হয়, কিন্তু শরীর তো তাদের বিকারী, শরীরও তো পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। আর যখন তা হবে, একমাত্র তখনই তাদেরকে হিজ/হার হোলীনেস্ বলা যেতে পারে। তাই গর্ব বোধ করার মত তেমন কিছু নেই এতে। যেখানে এখনও তোমরা পুরুষাধী-ই। বাবা আরও জানাচ্ছেন, সাধু-সন্ন্যাসীদেরও শ্রী শ্রী বা হিজ/হার হোলীনেস্ পদবীতে ভূষিত করা যায় না। যদিও আত্মিক-রূপে তারা পবিত্রই, কিন্তু শরীর তো তাদের পবিত্র নয়। অতএব এক্ষেত্রে তারাও অপূর্ণ। বর্তমানের এই পতিত দুনিয়ায় কেউ-ই হিজ/হার হোলীনেস্ হতে পারে না। তাদের ধারণা আত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই সর্বদাই শুদ্ধ। কিন্তু আত্মার সাথে সাথে অতি অবশ্যই শরীরের শুদ্ধতারও প্রয়োজন আছে যে। যেমন লক্ষ্মী-নারায়ণকে সতোপ্রধান বলা যায়, যেহেতু তাদের সেই শরীরও তৈরী হয় সতোপ্রধান তত্ত্বগুলির দ্বারাই। কিন্তু বর্তমানে এই দুনিয়ার তত্ত্বগুলি এখন একেবারেই তমোপ্রধান হয়ে গিয়েছে। তাই এখন কারওকেই সম্পূর্ণ পবিত্র বলা যায় না। এমন কি ছোট বাচ্চাদেরকেও না। কিন্তু (স্বর্গ-রাজ্যের) দেবতারা ছিল সম্পূর্ণ নির্বিকারী।

বাবা স্বয়ং বসে (বি.কে.) বাচ্চাদেরকে সবকিছু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলছেন, তোমরা এখন যথেষ্ট বুঝদার ও বুদ্ধিমান হয়েছো। সৃষ্টি-চক্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ জেনেছো তোমরা। পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং এই চৈতন্য-বৃক্ষের বীজ-স্বরূপ। একমাত্র ঐশ্বর্যই সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান আছে। সেই তিনিই স্বয়ং তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন। অতএব এই সৃষ্টি-চক্রের জ্ঞানকে অবলম্বন করে তোমরা যে কোনও লোককেই এই জ্ঞানে প্রভাবিত করতে পারবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে- তারাও সেই পরমধাম থেকে এখানে এসে (কর্মফল অনুযায়ী) শরীর ধারণ করে এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে যে যার নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করে চলেছে। কিন্তু এবার সময় এসেছে সবাইকে নিজ ঘরে ফিরে যাবার। আবার যার যার সময় অনুযায়ী এখানে আসতে হবে তাদের নিজ-নিজ কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করতে। এখন যে যেমন পুরুষার্থ করবে, সেই অনুসারে সে তেমন রাজ-ঘরানায়, সম্পত্তিবান ব্যক্তির ঘরে জন্ম নেবে। সবাই তাদের নিজ-নিজ পুরুষার্থের ক্রম অনুসারেই তাদের পদের বদলের সাথে সাথে ক্রমিকেরও বদল হতে থাকে। তারই নমুনা হিসাবে বলা হয়- "যেথা জয় তথা জন্ম" তাই এ বিষয়ে এখনই কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায় না। আগামী দিনগুলিতে তোমাদের যার যেমন উন্নতি হতে থাকবে, তেমনই প্রাপ্তি হবে। কিন্তু একথা সত্য যে, এই সময়ে যেসব আত্মারা তাদের শরীর ছাড়বে, তারা অবশ্যই খুব ভাল ঘরেই জন্ম নেবে। যেসব বাচ্চারা খুব ভালভাবে পুরুষার্থ করে, তাদের খুশীর বহরও তেমনি বাড়তে থাকে। যারা চাকুরীতে ব্যস্ত থাকে, তাদেরও এই আনন্দের ঘোর থাকে। তোমার নিজেকে ছাড়া সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই যে তোমার কাছে অন্ধকার। গঙ্গাজলে স্নান করে তো আর পাপকে ধোয়া যায় না। একমাত্র যোগ-অগ্নিতেই সেই পাপকে ভস্ম করা যায়। বিকারী রাবণের এই পাপের দুনিয়ার কয়েদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন এক ও একমাত্র এই বাবা, তাই তো তাকে ডাকা হয় পতিত পাবন বাবা বলে। সে যাই হোক, তোমরা কিন্তু নিজেরা নিজেদেরকে পাপী-আত্মা বলে ভাববে না কখনই। এ বিষয়ে বাবা জানান, পূর্ব কল্পেও

এইসব কন্যাদের দ্বারাই তোমাদের সবাকেই উদ্ধার করিয়েছিলাম। এর স্বপক্ষে গীতাতেও তা উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই মর্মার্থ লোকেরা তা বুঝে উঠতেই পারে না। লোকেদের তোমরা বোঝাতে পারো, বর্তমানের এই পতিত দুনিয়ায় কোনও একজনও পবিত্র নেই। কিন্তু তা বোঝাবার জন্য খুব সাহসেরও দরকার। তোমরা তো এখন বুঝতেই পারছো, বর্তমানের এই দুনিয়ার পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো। তোমাদের এই ব্রাহ্মণ কুল সবচাইতে উচ্চ-কুল। একমাত্র তোমাদেরই সেই স্ব-দর্শন চক্রের জ্ঞান আছে। এরপর (সত্যযুগে) যখন বিষ্ণুর কুলে আসবে, এই জ্ঞান তখন লুপ্ত হয়ে যাবে। যেহেতু এখন সে জ্ঞান আছে, তাই তোমাদেরকে স্ব-দর্শন চক্রধারী হিসাবে ডাকা হয়। একমাত্র তোমরা ছাড়া অন্যেরা কেউ-ই এই গুহ্য-কথা বুঝতে পারবে না। কথার কথায় তো সবাই বলে আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান, কিন্তু বাস্তবে একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই তা হয়েছো। আচ্ছা!

সকল মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদেরকে স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। বাবার যেমন কর্তব্য বাচ্চাদেরকে স্মরণ করা, বাচ্চাদেরও তেমন কর্তব্য বাবাকে স্মরণ করা। কিন্তু বাস্তবে বাচ্চারা তেমন ভাবে স্মরণ করে না বাবাকে। যদি কেউ তেমন ভাবে স্মরণ করে তবে সে অবশ্যই খুবই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। আচ্ছা মিষ্টি-মিষ্টি ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে নমন জানাচ্ছেন তাদের ঈশ্বরীয় পিতা।

রাত্রি ক্লাস : প্রথম :- ০৮-০৪-৬৮.

আমাদের এই বিদ্যালয়, ঈশ্বরীয় মিশনে কেবলমাত্র ঈশ্বরীয় কর্ম-কাযই চলে। যারা প্রকৃত দেবী-দেবতা ধর্মের হবে, কেবল তারাই আসবে এখানে। যেমন খ্রীষ্টানরা তাদের নিজেদের জন্য মিশন বানিয়ে থাকে। যারা খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা হবে, তারা খ্রীষ্টান রাজত্বে সুখ পাবে। তখন তাদের বেতনও অনেক হবে। তাই তো খ্রীষ্টানদের সংখ্যা তখন থেকে বাড়তে শুরু করে। যার সংখ্যা আজ এত অনেক। বর্তমান সময়ে ভারতবাসীরা এত বেতন ও সুবিধা ইত্যাদি দিতে পারে না। ভারত-ভূখন্ডে নৈতিক অবনতিও খুব। মধ্যম বর্গীয় কোনও কর্মচারী যদি ঘুস না নেয়, সেই কারণে তারা তাদের চাকরী খুইয়েও ফেলতে পারে। তখন যদি কোনও বাচ্চা বাবার শরণাপন্ন হয়ে জানতে চায়- "বাবা এমত অবস্থায় আমার কী করণীয়?" বাবা জানান- কূটনৈতিক যুক্তি সহকারে কাজ করতে থাকো, আর সেসব কোনও শুভ-কার্যে খরচ কোরো।

এখানে সবাই বাবাকে ডাকতে থাকে, উনি এসে যেন বাচ্চাদের এই পতিত অবস্থা থেকে (উদ্ধার করে) পবিত্র বানায়, তাদেরকে এই পাপের দুনিয়া থেকে উদ্ধার করে যেন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। উনি যখন বাবা, তখন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তো হবে ওনাকেই। আর তা কি উনি করবেন না ? ঘরে ফিরে যাবার জন্যই তো কত প্রকারের ভক্তিও করে লোকেরা। কিন্তু বাবা যখন আসবে, একমাত্র তখনই তো উনি নিয়ে যাবেন। আর ভগবান তো কেবল এই একজনই। আবার এমনও সম্ভব নয় যে, সবার শরীরেই ভগবান প্রবেশ করে তাদের মুখ দিয়ে কিছু বলবেন। আর সারা কল্পে কেবলমাত্র একবারই এই সঙ্গমযুগেই আসেন ভগবান স্বয়ং। যে কথা এত সহজে মেনে নিতে পারবে না তোমরা। কিন্তু যখন এত অপবিত্র ও পাপী ছিলে না, তখন তা অনায়াসেই মানতে। তোমরা এখন আর ভক্তি-মার্গে নেই। তোমরা তা নিজেরাই বলো। পূর্বে তোমরা অনেক পূজা-অর্চনা করত। কিন্তু এখন বাবা এসেছেন, তোমাদেরকেই পূজ্য দেবতা বানাতে। শিখ ধর্মের লোকেদেরও তোমরা

বোঝাবে এসব। একথা তো সবারই জানা, মনুষ্য থেকেই দেবতা হয়। । দেবতাদের কতই না মহিমা। দেবতারা রাজত্ব করে সত্যযুগে। কিন্তু বর্তমান সময়কালটা কলিযুগ। আর বাবা আসেন সঙ্গমযুগে তোমাদেরকে পুরুষোত্তম হওয়ার পাঠ পড়াতে। এই দেবী-দেবতারা অন্য সবার থেকে উত্তম। তাই তো দেবতাদের এত পূজা করে লোকেরা। আর যাদের তারা পূজা করে, তাদের অস্তিত্ব পূর্বেও কখনও না কখনও অবশ্যই ছিল। বর্তমানে আজ আর তারা নেই। সেসব আজ কেবলই অতীত। তোমরা এখন গুপ্ত পুরুষার্থী। অন্যেরা কেউ একথা জানেই না যে, আগামীতে তোমরাই সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে চলেছো। কেবলমাত্র তোমরাই তা জানো। বাবার এই জ্ঞানের পাঠে তোমরাই তা হতে পারবে। অতএব এই জ্ঞানের পাঠ সম্পূর্ণরূপে মনযোগ সহকারে পড়তে হবে তোমাদের। আর তার জন্য দরকার বাবাকে ভালবেসে ওঁনাকে স্মরণ করা। যে বাবা বাচ্চাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন, কেনই বা তাকে সেভাবে স্মরণ করবে না ? যেহেতু দেবতা হবার জন্য দৈবী-গুণের প্রয়োজন আছে যে।

রাত্রি ক্লাস: দ্বিতীয় :- ০৯-০৪-৬৮

দেখা যাচ্ছে বিশ্ব-শান্তির লক্ষ্যে আজকাল লোকেরা অনেক বেশী সংখ্যায় কনফারেন্স করছে। তাদেরকে এই কথাগুলি বোঝানো দরকার - দেখো তো সত্যযুগে যখন কেবলমাত্র একটাই ধর্ম ছিল, একটাই রাজত্বও ছিল, আর ছিল অদ্বৈত ধর্ম। সেখানে অন্য আর কোনও ধর্মই ছিল না। তাই এক-হাতে তো আর তালি বাজে না। আর তা ছিল সুখের প্রকৃত রামরাজ্য। তাই তো শান্তি বিরাজ করতো সেই বিশ্বে। কিন্তু, এই বর্তমান সময়ে কি করে তোমরা শান্তির আশা করছো। সেই শান্তি তো ছিল সত্যযুগে। তারপর যখন অনেক ধর্মের উপস্থিতি হলো, তখন থেকেই শুরু হলো অশান্তি। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত এর মর্মার্থ বুঝতে পারবে, ততদিন পর্যন্ত কেবল মাথাই ঠুকতে হবে। এরপর যতই সময় এগিয়ে যেতে থাকবে, সংবাদ পত্রে এই অশান্তির কত কথাই না জানতে পারবে। আর তখনই সাধু-সন্ন্যাসীদের কানে সে আওয়াজ পৌঁছবে। বাচ্চারা, তোমাদের খুব সৌভাগ্য যে, তোমাদের আগামী রাজধানীর স্থাপনা চলছে। আর সেই আনন্দের নেশাতেই তোমরা এমন বিভোর হয়ে যাও। মিউজিয়ামগুলির বাইরের জাঁক-জমক ও নতুন নতুন অদ্ভুত সব ব্যাপার-স্যাপার দেখে অনেকেই আসবে এখানে। কিন্তু ভিতরে ঢুকেই তারা চমকে উঠবে। নতুন ধরণের চিত্রের দ্বারা নতুন ধারার কথা জানতে পারবে তারা।

বাচ্চারা, একথা তো তোমাদের জানাই আছে যে, যোগ প্রক্রিয়ার অভ্যাস করা হয় মুক্তি ও জীবন-মুক্তির লক্ষ্যে। যে শিক্ষা দেওয়া কোনও মনুষ্যের দ্বারা সম্ভব নয়। তাই তোমরা তাদের লিখিত ভাবেই জানাতে পারো, এক ও একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া এই মুক্তি ও জীবন-মুক্তির যোগ প্রক্রিয়া আর কেউ তা শেখাতে পারে না। সবারই সন্নতি-দাতা একমাত্র তিনিই। একথা খুব স্পষ্ট ভাবে দৃঢ়তার সাথে লিখে জানাতে হবে। যাতে লোকেদের তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধু-সন্ন্যাসীরা কি ও কিসের যোগ শেখায় ? তারা কেবল যোগ-যোগ বলে নিজেদেরকে প্রচার করে! প্রকৃত যোগ তো কেউ-ই শেখাতে পারে না। তাই তো যতসব মহিমা তা কেবলমাত্র এই এক বাবার-ই। বিশ্বে শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রেই বলো বা মুক্তি ও জীবন-মুক্তির ব্যাপারেই বলো - তা কেবল এই এক ও একমাত্র বাবার-ই কর্ম-কর্তব্য। এমন সব বিষয়ের উপর বিচার-সাগর মন্থন করে, পয়েন্টগুলি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে অন্যদেরকেও। কিন্তু তোমাদেরকে তা এমন ভাবে লিখতে হবে, তা যেন সবার কাছেই

সহজ-সরল ও যুক্তি-গ্রাহ্য হয়। এই ভাবেই এই দুনিয়ার পরিবর্তন আনতে হবে। এই দুনিয়া এখন মৃত্যুলোকে পরিণত হয়েছে। আর নতুন দুনিয়া হবে অমরলোক। অমরলোকে মানুষ কিভাবে অমর থাকে, তাও খুব আশ্চর্যের বিষয়। সেখানে মানুষের আয়ুষ্কালও অনেক লম্বা। যার যার নিজের নির্দিষ্ট সময় অনুসারে নিজেরাই তাদের শরীর বদল করে নেয় এভাবে, যেমন ভাবে আমরা আমাদের পোষাক বদল করি। এসব পয়েন্টগুলিকেও ভালভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে তাদের। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে তাদের ঈশ্বরীয় বাপ ও দাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর শুভরাত্রি।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সৃষ্টি-চক্রের জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে নিজেকে যেমন ত্রিকালদর্শী ও স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে, অন্যদেরকেও ঠিক তেমন তৈরী করার সেবা করতে হবে।

২) বর্তমানের এই সঙ্গমযুগে শোক-বাটিকা থেকে বেরিয়ে এসে সুখ ও শান্তির বাটিকায় পৌঁছবার জন্য নিজেকে পবিত্র বানাতে হবে অবশ্যই।

বরদান :- হংস-আসনে নিজেকে বসিয়ে সর্ব প্রকার কার্য করতে পেরে সফলতার প্রতিমূর্তি বিশেষ আত্মা হও

বিস্তার:- যে বাচ্চারা হংস আসনে বসেই সব কার্য করে, তাতে তার নির্ণয় শক্তি শ্রেষ্ঠ হয়। এমত অবস্থায় সে যে কোনও কার্যই করে, তাতে অবশ্যই কিছু বিশেষত্ব থাকে। যেমন চেয়ারে বসে কেউ কোনও কার্য করে, ঠিক তেমনই নিজের বুদ্ধিকেও হংসের আসনে বসিয়ে লৌকিক কার্য করার সময় আত্মাতে স্নেহ আর শক্তির যোগান হয়। ফলে সকল কার্যই তখন সফল রূপ নেয়। অতএব স্বয়ং হংস-আসনে বিরাজমান হয়ে, নিজেকে বিশেষ আত্মা এই ভাবধারায় যে কোনও কার্য করবে, তাতেই সফলতার প্রতিমূর্তি হবে।

স্লোগান :- স্বভাবের দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচার জন্য নিজের বুদ্ধি, দৃষ্টি আর বাণীকে সরল বানাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই সময় তোমরা নিরাকারী মতামত প্রাপ্ত কর, গীতা শাস্ত্র হল নিরাকারী মতের শাস্ত্র, সাকারী মতের নয়, এই কথাটি প্রমাণ করো"

প্রশ্ন:- কোন্ ওহ্য কথাটি যুক্তি সহকারে ফার্স্টক্লাস বাচ্চারা-ই বোঝাতে পারে ?

উত্তর :- এই ব্রহ্মা-ই শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে পরিণত হন। ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা হবে শ্রীকৃষ্ণকে নয়। নিরাকার ভগবান ব্রহ্মা মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ হলেন শিশু। গীতার ভগবান হলেন নিরাকার পরমাত্মা। কৃষ্ণের আত্মা পুরুষার্থ করে এই প্রালব্ধ প্রাপ্ত করেন। এই হল খুব ওহ্য কথা - কেবল ফার্স্টক্লাস বাচ্চারা-ই যুক্তি সহকারে বোঝাতে পারে। ২০ টি নথের জোর দিয়ে এই কথা প্রমাণ করো তবেই সার্ভিসে সফল হবে।

গীত : কে এসেছে আমার মনের দ্বারে

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা শুনল এই চোখে দেখা যায়না, কাকে ? ভগবানকে। এই চোখ শ্রীকৃষ্ণকে তো দেখতে পারে। কিন্তু ভগবানকে নয়। আত্মা-ই পরমাত্মাকে জানতে পারে। আত্মা বোঝে যে আমাদের পরম পিতা পরমাত্মা হলেন নিরাকার। নিরাকার হওয়ার জন্য, এই চোখ দিয়ে না দেখার জন্যে ওঁনার স্মরণ বুদ্ধিতে স্থির হয়না। এই সব নিরাকার পিতা নিজের নিরাকার বাচ্চাদের অর্থাৎ আত্মাদের বলেন। তোমরা নিরাকারী মত প্রাপ্ত কর। গীতা শাস্ত্র হল নিরাকারী মতের। সাকারী মতের নয়। গীতা ধর্মশাস্ত্র কিনা। ইসলামীদেরও ধর্মশাস্ত্র আছে। ইব্রাহিম বলেছেন, বুদ্ধ বলেছেন, ক্রাইস্ট বলেছেন। তাঁদের তো ছবি আছে। গীতা যে সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি, তার জন্যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের ছবি দেখিয়েছে। কিন্তু বাবা বলছেন এইটি ভুল। গীতা আমার দ্বারা উচ্চারিত, আমি রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি এবং স্বর্গের স্থাপনা করি। আমি হলম নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা। আমি সর্ব আত্মাদের অর্থাৎ তোমাদের পিতা মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। আমাকে বৃক্ষপতি বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণকে বৃক্ষপতি বলা হবেনা। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ, ক্রিয়েটর। কৃষ্ণকে ক্রিয়েটর বলা হবেনা। কৃষ্ণ হলেন দৈবী গুণধারী মানুষ। কৃষ্ণকে ভগবান বলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে। ভগবান হলেন এক। কৃষ্ণকে কেউ সকলের পরমাত্মা বলা হবেনা। বাবা বলেন আমি ৫ হাজার বছর পরে কল্পের সঙ্গমে আসি। আমি সম্পূর্ণ সৃষ্টির পিতা, আমাকেই গড ফাদার বলা হয়। কৃষ্ণের নাম দেওয়াতে পরম পিতা পরমাত্মাকে জানতে পারেনি। এই একটি বিশাল ভুল করে দিয়েছে। গীতা দ্বারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম আমি-ই স্থাপন করি। আমায় শিব বা রুদ্র ভগবান বলা হয়, আর কোনো সূক্ষ্ম দেবতা বা মানুষকে ভগবান বলা হয়না। লক্ষ্মী নারায়ণ ইত্যদিকেও ভগবান বলা হয়না। বলা হয় পরমাত্মা হলেন এক। ভগবানুবাচও আছে তাহলে নিশ্চয়ই ভগবান এসেছেন এবং এসে রাজ যোগ শিখিয়েছেন। বাবা বলেন কল্প পূর্বেও বাচ্চারা আমি তোমাদের বলেছিলাম। কৃষ্ণ কখনও বাচ্চা বাচ্চা বলে সম্বোধন করবেনা। পরম পিতা পরমাত্মা-ই সবাইকে বাচ্চা বলেন। কল্প পূর্বেও বাচ্চারা আমি তোমাদের বলেছিলাম দেহি অভিমানী হও, আমি নিরাকার আমায় নিজের পিতা রূপে স্বীকার করো । সাকারী বাবা হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা কারণ ব্রহ্মা দ্বারা ভগবান ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদের রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রজাপিতা নন। ভগবান বলেন আমি ব্রহ্মা মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদের রচনা করি। কৃষ্ণ এমন বলতে পারবেনা। ব্রহ্মা হলেন বয়ঃজৈষ্ঠ, কৃষ্ণ শিশু।

ব্রহ্মা-ই কৃষ্ণ রূপে পরিণত হন। এইসব কতই গুহ্য কথা। এইসব বোঝানোর জন্যে খুব যুক্তি চাই। ফার্স্টক্লাস কন্যারা বোঝাতে পারবে। বাবা বলেন খুব তীক্ষ্ণ বাচ্চারা (পুত্র বা কন্যা) প্রমাণ করুক যে গীতার ভগবান হলেন নিরাকার পরমাত্মা। যিনি গীতা রচনা করেছেন বাচ্চাদের রাজ যোগ শিখিয়েছেন এবং স্বর্গের রচনা করেন। নিশ্চয়ই উঁচু থেকে উঁচু বাবা রাজ যোগের শিক্ষা দেবেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রালব্ধ প্রাপ্ত করেন। প্রালব্ধ দিয়েছেন পরম পিতা পরমাত্মা। কৃষ্ণ হলেন ওঁনার সন্তান। কৃষ্ণের আত্মা পুরুষার্থ করে প্রালব্ধ প্রাপ্ত করেছে। পুরুষার্থ যিনি করিয়েছেন তাঁর নাম লুপ্ত করে, পুরুষার্থ করে প্রালব্ধ প্রাপ্ত করেছে তাঁর নাম লিখে দিয়ে গিতাকেই খন্ডিত করে দিয়েছে। এক গীতা খন্ডন করে সব গুলোই মিথ্যা হয়েছে, তাই তো বলা হয় মিথ্যা মায়া মিথ্যা কায়া

সার্ভিসে বৃদ্ধি করতে বাচ্চাদের ২০ টি নথের জোর লাগানো উচিত। গীতা উচ্চারিত করেছেন কে ? গীতা দ্বারা কোন ধর্মের স্থাপনা করেছেন কে ? এই কথাটি দিয়ে তোমরা ভালো ভাবে বিজয়ী হতে পার। পরম পিতা পরমাত্মা দ্বারা স্বর্গের মালিক হওয়া যায়, কৃষ্ণের দ্বারা নয়। সুতরাং এই কথাটিতে পরিশ্রম করতে হবে। সব শাস্ত্র হল গীতার সন্তান। সুতরাং সন্তানদের কাছে কখনো বর্সা প্রাপ্ত হয়না। বর্সা তো নিশ্চয়ই পিতার কাছে প্রাপ্ত হয়। কাকা, মামা, গুরু ইত্যাদি কারো কাছে বর্সা প্রাপ্তি হয়না। বেহদের বাবার কাছেই বেহদের বর্সা প্রাপ্ত হয়। এই কথাটি এমন পরিষ্কার করে লেখা উচিত যাতে বোঝা যায় যে গীতার খন্ডন করা হয়েছে। গীতাকে ডিফেন্স করা হয়েছে , তাই ভারত কাঙাল হয়েছে। কড়ি সম হয়েছে। এমন বাক্য লেখো। ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেন কে ? স্বর্গ কোথায় আছে ? কলিযুগের পরে সত্যযুগ হবে তো তার স্থাপনা অবশ্যই সঙ্গমে হওয়া উচিত। শিব ভগবানুবাচ -- আমি কল্প কল্প সঙ্গমে দুনিয়াকে পবিত্র করতে আসি। এমন ভাবে প্রমাণ করো যে শিব পরমাত্মা সবাইকে দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন, শ্রীকৃষ্ণ নয়। গীতার ভগবানকে যে বুঝবে তারা এসে ফুল অর্পণ করবে। সবাই করবেনা, যারা বুঝবে তারা ফুল স্বরূপে নিজেরা নিজেদের অর্পণ করবে। বাবাকে কেউ ফুল দিলে বাবা বলেন আমায় এমন ফুল (সন্তান) চাই। যদি কাঁটা আমার কাছে অর্পিত হয় তবে আমি তাকে ফুলে পরিণত করি। বাবুলনাথও আমার নাম। বাবলা গাছের কাঁটা গুলি ফুলে পরিণত করি আমি, শ্রীকৃষ্ণ তো নিজেই হলেন ফুল। ঐ হল গার্ডেন অফ আল্লাহ, এ হল ডেভিল ফরেস্ট। এই স্থানটিকে বাবা দেবতাদের গার্ডেনে পরিণত করেন। তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হও। লক্ষ্মী নারায়ণের দিব্য বংশ বলা হয়। ব্রাহ্মণ কুলের বংশ বলা হয়না। এই হল ব্রাহ্মণ কুল। পরম পিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা প্রজা রচনা করেছেন, তাই এঁনাকে প্রজাপিতা বলা হয়। শিববাবাকে বা শ্রীকৃষ্ণকে প্রজাপিতা বলা হবেনা। কৃষ্ণকে কলঙ্কিত করা হয়েছে যে ১৬ হাজার ১০৮ রানী ছিল। সে তো প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা এত পুত্র ও কন্যার জন্ম হয়েছে।

জ্ঞানের সাগর হলেন একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মা। পাপের দন্ড ধর্মরাজ দিয়ে থাকেন। প্রেসিডেন্টের কাছে সর্বোচ্চ বিচারক প্রতিজ্ঞা নেবে। রাজাকে কখনও প্রতিজ্ঞা করানো হয়না কারণ রাজা তৈরি করেন ভগবান। সে হল অল্পকালের জন্যে। এখানে বাবা ২১ জন্মের জন্যে রাজ্য ভাগ্য প্রদান করেন। সেখানে প্রতিজ্ঞা করার কোনো কথা নেই। এই হল মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃষ্ণ , কোনো জঙ্গলের বৃষ্ণ নয়। পরম পিতা পরমাত্মাকে বৃষ্ণ পতি বলা হয়। কৃষ্ণ এই বৃষ্ণের রহস্য বলতে পারেন না, বৃষ্ণ পতি বুঝিয়ে দিতে পারেন। নর থেকে নারায়ণ তো বাবা-ই করবেন তাইনা , কৃষ্ণ নয়। মুখ্য ধর্ম শাস্ত্র হল চারটি , বাকি গুলি হল কাহিনী। সর্ব প্রথম কোন ধর্মটি কার দ্বারা স্থাপন হয়েছে? স্বর্গে ছিল দেবী দেবতা ধর্ম , অবশ্যই সেইটি বাবা রচনা করবেন। বাবা পুরানো দুনিয়া থেকে

উদ্ধার করেন কারণ এখানে দুঃখ আছে অনেক। গ্রাহি গ্রাহি করছে। বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার নিতে হলে এখনই নাও। সাধারণ মানুষ বর্ষা দিতে পারেনা। বাচ্চাদের সর্ব প্রাপ্তি করাতে পারেন একমাত্র বাবা। বেহদের বাবা স্বর্গের মালিক করেন। এমন এমন প্রলোভন দিতে হবে। যেমন শিকারি শিকার করার সময়ে সম্পূর্ণ আয়োজন করে শিকার সামনে রেখে শিকার করে। এখানে মাতাদের দ্বারা শিকার করাতে হবে। বাবা বলেন মাতাদের সামনে শিকার এনে রাখতে হবে। মাতা দেব সংখ্যা অনেক। নাম হয় একজনের। তোমরা হলে শক্তি সেনা। শক্তি বংশ বলা হবেনা। শক্তি সেনার মুখ্য হলেন জগদম্বা, কালী, সরস্বতী। বাকি চন্ডিকা ইত্যাদি উল্টো নামও অনেক রাখা হয়েছে। তাই বাচ্চারা তোমাদের এমন কথা গুলি ক্লিয়ার করতে হবে যে উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান তারপরে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর। প্রজাপিতা ব্রহ্মার কন্যা সন্তান হলেন সরস্বতী। ওঁনাকে জ্ঞানের দেবী বলা হয়। ফলে ওঁনার সন্তানদেরও জ্ঞানের দেবী বলা হবে। শেষে বিজয় তো তোমাদেরই হবে। কেউ আবার গীতার চেয়ে বেশি মান বেদকে দেয়। তবুও গীতার প্রচার বেশি। বাবা বলেন আমি আসি সঙ্গম যুগে। কৃষ্ণের চিত্র হল সত্যযুগের। যে রূপ ৮৪ জন্মের পর পরিবর্তিত হয়। তোমরা জ্ঞানী আত্মা তখনই হতে পারবে যখন পরম পিতা পরমাত্মা এসে জ্ঞান প্রদান করবেন। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর। ওঁনার দ্বারা তোমরা জ্ঞানী আত্মা হও। বাকি সবাই হল ভক্ত আত্মা। বাবা বলেন জ্ঞানী আত্মারা-ই আমার প্রিয়। সম্পূর্ণ মহিমা হল গীতার। ধ্যানী-র চেয়ে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। ধ্যান, ট্রান্সকে বলা হয়। এ তো হল বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হওয়া। ধ্যান করে কোনো লাভ হয়না।

বাবা বলেন আমি রাজ যোগ শিখিয়েছিলাম। কৃষ্ণকে এই প্রালঙ্ক আমি দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই আগের জন্মে পুরুষার্থ করেছে। সম্পূর্ণ সূর্যবংশী রাজধানী আমার প্রদত্ত প্রালঙ্ক-ই ভোগ করে। দিলবাড়া মন্দিরের কন্ড্রাস্ট বিষয়টি এমন ভাবে লেখা যাতে মানুষ পড়ার সাথে সাথেই যেন বুঝতে পারে। ফর্মও ভরানো উচিত যে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, অতি মিষ্টি মধুর, আমাদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেন। উনি হলেন সদগুরু, উনি ছাড়া ঘোর অন্ধকার। এমন বাবার মহিমা করলে বুদ্ধিতে প্রেম ভালোবাসা আসবে। বাবা সামনে এসে জন্ম দেবেন তবে বাবার প্রতি ভালোবাসা হবে তাইনা। তোমাদের জন্ম দিয়েছেন তাই তো প্রেম হয়েছে। বাবা বললেই স্বর্গ স্মরণে আসে। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন। আমরা ওঁনার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। বিশ্বাস করো বা না করো। বেহদের পিতা হলেন সকলের পিতা, ওঁনার কাছে নিশ্চয়ই স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে। কৃষ্ণের কাছে বর্ষা প্রাপ্ত হবেনা। বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা, অবশ্যই নতুন দুনিয়ার বর্ষা দেবেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার প্রিয় হতে বুদ্ধিতে জ্ঞান ধারণ করে জ্ঞানী আত্মা হতে হবে। বাবার সঙ্গে যোগ করতে হবে। ধ্যান করার কোনো আশা রাখবেনা।

২) মাতাদের এগিয়ে রেখে তাদের সুনাম বৃদ্ধি করতে হবে। অথরিটির সঙ্গে গীতার ভগবানকে প্রমাণ করতে হবে। ২০ টি নখের জোর লাগিয়ে সার্ভিসে বৃদ্ধি করতে হবে।

বরদান :- নিজের ভরপুর স্টক দ্বারা সবাইকে শুভ ভাবনা - শুভ কামনার উপহার প্রদাতা মাস্টার ভাগ্য বিধাতা হও

ব্যাখ্যা: তোমরা সবাই হলে ব্রহ্মার সন্তান তোমরা ভাগ্যের রেখা টেনে দিতে পারো তাই সর্বদা যেন গোল্ডেন গিস্টের স্টক ভরপুর থাকে। যখনই কারো সঙ্গে দেখা হবে প্রত্যেককে শুভ ভাবনা ও শুভ কামনার গিস্ট সর্বদা দিতে থাকো। বিশেষত্ব দাও আর বিশেষত্ব নাও। গুণ দাও, গুণ নাও। এমন গডলি গিস্ট সবাইকে দিতে থাকো। যে যেমনই মনোভাব নিয়ে আসুক তোমরা এই গিস্ট অবশ্যই দিও তবেই বলা হবে মাস্টার ভাগ্য বিধাতা।

স্লোগান - পরিশ্রমের সাথে মহান ভাব ও আত্মিক ভাবের অনুভব করা-ই হল শ্রেষ্ঠত্ব ।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য -- ১৫-০১-১৯৫৭

১) "নিজের প্রকৃত লক্ষ্যটি কি?"

সর্ব প্রথম এই কথাটি জানতে হবে যে আমাদের প্রকৃত লক্ষ্যটি কি ? সেসব তো ভালো করে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে তবেই পূর্ণ রূপে সেই লক্ষ্যের দিকে উপস্থিত থাকতে পারবে। নিজের প্রকৃত লক্ষ্যটি হল -- আমি আত্মা, আমি পরমাত্মার সন্তান। আসলে আমি কর্মাতীত কিন্তু নিজেকে ভুলে কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি, এখন পুনরায় স্মৃতি উদয় হওয়ায়, ঈশ্বরীয় যোগে যুক্ত হয়ে নিজের বিকর্মের বিনাশ করছি। তাহলে আমার লক্ষ্য হল আমি আত্মা পরমাত্মার সন্তান। কিন্তু কেউ নিজেকে দেবতা স্বরূপের লক্ষ্যে স্থির করলে তার পরমাত্মার শক্তি প্রাপ্ত হবেনা। আর বিকর্ম বিনাশও হবেনা, এখন এই জ্ঞান তো আছে, আমি আত্মা পরমাত্মার সন্তান কর্মাতীত স্থিতিতে স্থিত হয়ে ভবিষ্যতে জীবনমুক্ত দেবী দেবতা পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করব, এই লক্ষ্যে স্থির থাকলে শক্তি অর্জন হয়। এবারে মানুষ সুখ শান্তি পবিত্রতা চায়, তাও যখন সম্পূর্ণ যোগযুক্ত থাকবে তখনই প্রাপ্তি হবে। বাকি দেবতা পদমর্যাদা প্রাপ্তি হল ভবিষ্যতের প্রালঙ্ক, নিজের পুরুষার্থ আলাদা এবং নিজের প্রালঙ্কও আলাদা। সুতরাং এই লক্ষ্যে স্থির থাকবেনা যে আমি পবিত্র আত্মা শেষে পরমাত্মায় পরিণত হব, নয়। বরং আমাদের পরমাত্মার সঙ্গে যোগ করে পবিত্র আত্মায় পরিণত হতে হবে, কিন্তু আত্মাকে কখনও পরমাত্মা-য় পরিণত হতে হবে না ।

২) "এই অবিনাশী জ্ঞানের অনেক নাম রাখা হয়েছে"

এই অবিনাশী ঈশ্বরীয় জ্ঞানের অনেক নাম রাখা হয়েছে। কেউ এই জ্ঞানকে অমৃত বলে, কেউ জ্ঞানকে অঞ্জন বলে। গুরু নানক বলেছেন জ্ঞান অঞ্জন গুরু দিয়েছেন, কেউ জ্ঞান বর্ষাও বলেছে কারণ এই জ্ঞানের দ্বারা-ই সম্পূর্ণ সৃষ্টি সবুজ হয়। যে সব তমোপ্রধান মানুষ আছে তারা সতোগুণী হয়ে যায় এবং জ্ঞান অঞ্জন দ্বারা অন্ধকার মিটে যায়। এই জ্ঞানকেই অমৃতও বলা হয় যার দ্বারা যে মানুষ পাঁচ বিকারের আগুনে পুড়েছে তারা শীতল অনুভব করে। দেখো গীতায় পরমাত্মা পরিষ্কার করে বলেন কামেশু, ক্রোধেশু তার মধ্যেও মুখ্য হল কাম, যে বিকারটি পাঁচ বিকারের মধ্যে মুখ্য বীজ। বীজ থাকলেই ক্রমানুসারে ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, যার ফলে মানুষের

বুদ্ধি ব্রষ্ট হয়ে যায়। এবারে সেই বুদ্ধিতেই জ্ঞানের ধারণা হয় যখন জ্ঞানের ধারণা সম্পূর্ণ বুদ্ধিতে হয় তখন বিকারের বীজ শেষ হয়ে যায়। যদিও সন্ন্যাসীরা ভাবেন বিকারগুলি বশ করা খুবই কঠিন কথা। এই জ্ঞান তো সন্ন্যাসীদের বুদ্ধিতে নেই। তাহলে এমন শিক্ষা দেবেন কিভাবে ? শুধুমাত্র এমনই বলেন মর্যাদার সীমায় থাকো। কিন্তু প্রকৃত মর্যাদা টি কি ? সেই মর্যাদা তো আজকাল ভঙ্গ হয়েছে, কোথায় সেই সত্যযুগী, ত্রেতা যুগী দেবী দেবতাদের মর্যাদা, তাঁরা গৃহস্থ থেকেও নির্বিকারী প্রবৃত্তিতে থাকেন। এখন সেই সত্য মর্যাদা কোথায় ? আজকাল তো উল্টো বিকারী মর্যাদা পালন করছে, একে অপরকে কেবল কথার কথা বলে দেয় যে মর্যাদা রেখে চলো। মানুষের প্রথম কর্তব্য কি, সেটা কেউ জানেনা, শুধু এইটুকু প্রচার করে যে মর্যাদায় থাকো, কিন্তু এই কথাটি জানা নেই যে মানুষের প্রথম মর্যাদাটি কি ? মানুষের প্রথম মর্যাদা হল নির্বিকারী হওয়া, যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমরা এই মর্যাদায় কি থাকো ? তখন বলে আজকাল এই কলিযুগী সৃষ্টিতে নির্বিকারী হওয়ার সাহস নেই। এবারে মুখে বলা যে মর্যাদায় থাকো, নির্বিকারী হও তো কেউ নির্বিকারী হতে পারবেনা। নির্বিকারী হওয়ার জন্য সবচেয়ে প্রথমে এই জ্ঞান তলোয়ার দিয়ে পাঁচ বিকারের বীজ নষ্ট করতে হবে তবেই বিকর্ম ভঙ্গ হবে। আচ্ছা । ওমশান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ব্রাহ্মণরাই ঈশ্বরীয় স্টুডেন্ট, বাবা তোমাদের রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান দিয়ে মাস্টার বুদ্ধি - বিবেচক বানিয়েছেন, এখন তোমরা সব কিছুই জানো"

প্রশ্ন :- অন্যদের বোঝাতে পারবে এমন সক্ষমতা কোন্ বাচ্চাদের থাকবে ?

উত্তর :- যার কাছে জ্ঞানের পুঁজি সঞ্চিত আছে , যে স্বয়ং প্রতিটি কথা বুঝে ধারণ করে, সে-ই অন্যদের সক্ষমতার সাথে বোঝাতে পারবে । তোমাদের সক্ষমতার সাথে সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে ওঁনার কাছ থেকে বর্ষা নেওয়ার বিধি বলে দিতে হবে ।

গীত :-- ভাগ্য তৈরি করে এসেছি, ...

ওম্ শান্তি । বাস্তবে এই গীত গাওয়ার প্রয়োজন নেই । কিন্তু আবিষ্ট হওয়ার জন্য আওয়াজের প্রয়োজন । বাস্তবে আল্লার আওয়াজের কোনও দরকার নেই । আল্লা তো শব্দের দুনিয়ার ওপারে নির্বাণধামে যেতে চায় । অনেক গান, বাজনা, তালি ইত্যাদি শুনে আল্লা ক্লান্ত হয়ে গেছে, তাই এখন বাবাকে স্মরণ করে -- হে ভগবান আমাকে নিয়ে যাও । বাচ্চারা জানে এসব বাবা আমাদের বোঝাচ্ছেন । যেমন ঘরে বাবা আর দাদা দু'জনেই বাচ্চা - বাচ্চা বলেন । দাদা এমন বলেন না যে, পৌত্ররা এদিকে এসো । দু'জনেই বলবেন বাচ্চারা এদিকে এসো । এখানে বাবা আর দাদা, সাকার আর নিরাকার দু'জনেই একত্র । বাস্তবে সব মনুষ্য - মাত্রেই এঁনারাই বাবা আর দাদা, আর তাই সৃষ্টি রচনার জন্য অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মাকে আসতে হয় । তোমাদের নাম সুন্দর রাখা হয়েছে -- ব্রহ্মাকুমার কুমারী । আবুতেও অধর দেবী আর কুমারী কন্যাদের মন্দির আছে । এক কন্যা তো নিশ্চয়ই হবে না, তাই না ! অবশ্যই অনেক হবে । দু'জনেরই আলাদা আলাদা মন্দির আছে । অধরকুমারী কাদের বলা হয়, কুমারী কন্যা কাদের বলা হয় -- এতো তোমরাই জান । এরাই হলো শিবশক্তি । ভেতরে অনেক বড়ো মন্দির আছে , অনেক গৃহ আছে আর এটাই সাক্ষ্যপ্রমাণ করে যে , অনেক কুমারী কন্যা আর অধরকুমারীরা ছিল । চিত্র যা তৈরি হয়ে থাকে এটাই স্মরণ করিয়ে দেয় - যা ঘটে গেছে । যেমন দেবী-দেবতাদের চিত্র যারা ছিলেন বিশ্বের মালিক । এখন আর নেই । বিশ্বের রচয়িতাই ভারতকে বিশ্বের মালিক বানিয়েছিলেন, কিভাবে ? আবার তা রচিত হচ্ছে । এখন কলিযুগ, সত্য যুগে এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম । কলিযুগে অনেক ধর্ম আর অনেক প্রজার রাজ্য । তোমরা বাচ্চারা যখন শোন , বুঝতেও পার যে বাবা যথার্থ নিয়মে বোঝাচ্ছেন । কিন্তু কোনও কারণবশত ধারণা না হওয়ার জন্য অন্যদেরও বোঝাতে পার না । কিছু না কিছু বিঘ্ন আছে । আমরা ডাল স্টুডেন্টস । বাবা তো আমাদের খুব ভালো বিধিতে বোঝান ।

অনেক মানুষ, অনেক ধর্ম । পাঁচ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল, অল্প সংখ্যক মানুষ ছিল ; যারা সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশীতে এসেছিল পরমধাম থেকে নিজেদের পার্ট প্লে করতে । বাকি সব ধর্মের আল্লারা নির্বাণধামে ছিল । এখন অনেক ধর্ম, শুধু দেবী - দেবতা ধর্ম প্রায় বিলুপ্তির পথে । সত্য যুগ অবশ্যই তৈরি হবে । পরমপিতা পরমাত্মাকেই এসে স্বর্গ রচনা করতে হয় । ভক্ত যখন ভগবানকে স্মরণ করে তাদের ভক্তির ফল দান করতে ওঁনাকে আসতেই হয় । বাকি সবাইকে তিনি মুক্তিধামে নিয়ে যান ; আর কেউ এভাবে নিয়ে যেতে পারেন না । একজন গুরুও যদি সন্নতির পথ জানত তবে তাদের পিছনে লক্ষাধিক শিষ্যও যেত। ঐ যাত্রায় গিয়েও তো আবার ফিরে আসে ।

মুক্তিধামে গিয়েও আবার ফিরে আসে কেন ? একজন কেউ পথ পেলে বাকিদেরও নিয়ে যায় । এখন বাবা এসেছেন, তোমরা সবাই পথের হদিস পেয়েছ তাই না ! সবাইকে দুখের দুনিয়া থেকে মুক্ত করেন, তাই তাঁকে মুক্তিদাতা বলা হয় । ঐ নিরাকারকে আসতে হলে শরীর প্রয়োজন, আর নতুন সৃষ্টি রচনার জন্য প্রজাপিতাকেও প্রয়োজন । রচনা এখানেই রচিত হবে । ব্রহ্মারও এখানকার মনুষ্য চাই, সূক্ষ্মবতন থেকে তো আর নীচে আসবেন না । বলা হয় এখন ব্রহ্মার রাত সূতরাং ব্রহ্মামুখ বংশাবলীদেরও রাত । এখন অন্তিমে বাবা এসেছেন দিনের সূচনা করতে । ব্রহ্মার রাত শেষ হলে বি. কে দেবেরও রাতের শেষ । প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন, বাস্তবে প্রতিটি মনুষ্য আত্মাদের বাবা পরমাত্মাকেই বলা হয়ে থাকে । সবাই ঐনাকে গড ফাদার পরমপিতা পরমাত্মা বলে । সচেতন মনুষ্য যখন গডফাদার বলে, তখন কিন্তু কোনও মানুষকে স্মরণ করে না । কেউ কেউ তো বলে উনি জ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্ম । ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকরকে তো ব্রহ্ম বলবে না । প্রথম প্রথম পরিচয় দিতে হবে যে আমি বি. কে । ব্রহ্মাকেও পরমপিতা পরমাত্মা রচনা করেন ; তারপর ব্রহ্মা মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন । প্রজাপিতা যখন নিশ্চয়ই অনেক সন্তান হবে । এই রীতিতে কুল বৃদ্ধি পেতে থাকে । ব্রাহ্মণরাই বর্ণ বদল করে সত্য যুগে দেবত্ব লাভ করে, কেননা বাবাই বসে ব্রাহ্মণদের রাজযোগ শেখান । বাবা বলেন তোমরা আমার দ্বারা আমাকে আর আমার রচনাকে জানলে সব কিছু জানতে সক্ষম হও । এরপর জানার আর কিছুই বাকি থাকে না । এতো বড়ো পরীক্ষায় সফলতা লাভ করো অর্থাৎ মাস্টার সর্বস্বত্ব হয়ে যাও ।

গডলি স্টুডেন্টস শুধু ব্রাহ্মণরাই হতে পারে । দেবতারা, বৈশ্য বা শূদ্র কেউ গডলি স্টুডেন্টস হতে পারে না । ভগবানুবাচ শুধু ব্রাহ্মণদের জন্যই । যদি কৃষ্ণ ভগবানুবাচ হত তা কাদের প্রতি ? নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হত । প্রজাপিতা দ্বারাই ব্রাহ্মণ রচিত হয় । রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞও ব্রহ্মাই রচনা করেন । কৃষ্ণ জ্ঞান যজ্ঞ তো কখনও বলা হয়না । সবার প্রথমে বোঝাতে হবে যে আমাদের পড়াচ্ছেন স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের সাগর । উনিই আমাদের বাবা, শিক্ষক, সদগুরু । এখানে আর কোনও উল্টো পাল্টা প্রশ্ন করার দরকারই নেই । একজন বি. কে নয় এখানে প্রচুর সংখ্যায় বি. কে আছে । সবার প্রথমে পড়াতে হবে ঈশ্বর সম্পর্কে । ঈশ্বর ছাড়া মানুষ কিছুই জানতে পারবে না । ওদের বোঝাতে হবে যে পরমপিতা পরমাত্মা শিব ব্রহ্মা মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করছেন । একলা ব্রহ্মাই শুধু রচয়িতা নন । এই পয়েন্টস ধারণ করতে হবে । বাবার কাছে জ্ঞান আছে তাই তিনি তোমাদের প্রদান করেন । তোমরা জ্ঞান গঙ্গা, সাগর তো একটাই । ব্রহ্মাও জ্ঞান কর্তে ধারণ করেন তাই তিনিও জ্ঞান গঙ্গা । জ্ঞান কর্তৃস্থ করে যারা তাদের জ্ঞান গঙ্গা বলা হয়, এর মধ্যে পুরুষ মহিলা দুইই পড়ে । জ্ঞানের সাগর বাবা তো একজনই । এখানে দেখো জলের সাগরকে কতো টুকরো টুকরো করা হয়েছে । সত্য যুগে যখন একই সূর্যবংশী রাজত্ব ছিল, তখন সাগর কখনও খন্ডিত ছিল না । যেখানে খুশি ঘুরে আসত, ওখানে কেউ বলেনা যে, এটা আমার এলাকা এখানে কেউ এসো না বা জল নিও না । এখানে তো একজন আরেকজনকে জল দেওয়া বন্ধ করে দেয় । কত টুকরো হয়ে গেছে । এখন আমি একটাই সত্যতত্ত্ব স্বর্গের স্থাপনা করতে এসেছি । বাবাও (ব্রহ্মাবাবা) তো বিচার সাগর মন্থন করে তবেই বোঝান । ব্রহ্মাও তো বলেন সব জীবাত্মা আমার সন্তান । আদি দেব অথবা আদম সবার বাবা । এমন নয় যে ঐ সময় কোনও মনুষ্য ছিল না তাই আদম মনুষ্য সৃষ্টি করেছিল । না , নিরাকার বাবাকেই নিশ্চয়ই আদম শরীরে প্রবেশ করতে হয় , তবেই তো মুখ বংশাবলী রচিত হয় । এমন নয় যে কেউ মুখ দ্বারা , নাসিকা দ্বারা বা পবন দ্বারা জন্ম নিয়েছে । এ- সবই ভক্তি কথা । মানুষ তো কচ্ছ - মচ্ছেরও

পূজি করে । প্রথম কথা হলো আত্মাদের পিতা কে ? উনি নিশ্চয়ই স্বর্গের রচয়িতা । এখন তো নরক । এখন আমরা স্বর্গ স্থাপনার্থে রাজযোগ শিখছি , পরমপিতা পরমাত্মা দ্বারা । ব্রহ্মাও ওনার দ্বারা শিক্ষা লাভ করছেন । পরমপিতা পরমাত্মা সব আত্মাদের পিতা । ব্রহ্মা জীবাত্মাদের পিতা । আমরা ওনার মুখ বংশাবলী ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী । আমাদের জ্ঞান ; জ্ঞানের সাগর বাবাই দেন । আমরা তাঁর শ্রীমতে চলি । উনিতো শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মার মত বিখ্যাত । এমন কখনও বলা হয়না কি বিষ্ণু ও নেমে আসে, তোমরা তা মানবে না । একথা ব্রহ্মার জন্য বলা হয় । ওনাকেও জ্ঞান দেন শিব । তোমরা ও শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠছো । বাবা বুঝিয়েছেন আমিই এসে দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি । এই যে আর্যরা এতো খিটপিট করে, তাদের বলো তোমরা তো দেবতাদের মানো না , তাদের খন্ডন করো । আমরা হলাম দেবী - দেবতা ধর্মের । তোমাদের ধর্ম আলাদা, দেবী- দেবতা ধর্ম আলাদা । প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে যে , নিজ ধর্মের জন্য কিছু করে । মুসলিমদের ধর্ম আলাদা , ওরা অনেক তর্ক করে যে তোমরা এমন কেন করো ? আমাদের আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম , তারই প্রচার করি । তোমরা হস্তক্ষেপ কেন কর ? তাদেরও যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে, ওদের সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই, ওরা এসব বুঝবে না । যারাই আসবে বাবার পরিচয় দাও । আমরা বাবার কাছ থেকে বর্সা নিচ্ছি । তোমরাও নেবে তো চলে এসো । বাবা অমরলোক স্থাপন করছেন , তোমাদের পবিত্র হতেই হবে । বাবা বলেছেন রাবণের আসুরি প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করতেই হবে । আমরা শক্তি সেনা জয়ী হতে চলেছি । আমাদের ওস্তাদ কেমন করে জয়ী হতে হয়, তা শেখাচ্ছেন ; তোমরাও এলে তা বোঝাবো । তোমরাও জয়ী হতে চাও তো, শক্তিদলে সামিল হও । বাকি অনাবশ্যক কথা বোলো না । কিন্তু সক্ষমতার সাথে তারাই বোঝাতে পারবে যার কাছে জ্ঞানের পুঁজি সঞ্চিত আছে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপ দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর গুডমরনিং ।

রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

- ১) জ্ঞানকে কণ্ঠস্থ করে মাস্টার জ্ঞান সাগর অথবা জ্ঞান গঙ্গা হয়ে পতিতদের পবিত্র করার সেবা করতে হবে ।
- ২) প্রত্যেককে অনেক যুক্তি সহযোগে বোঝাতে হবে । কারো সাথে আলোচনা করা অনুচিত। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে ।

বরদান :- নতুন থেকে নতুন, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ সংকল্প দ্বারা নতুন দুনিয়ার ঝলক দেখানোতে সমর্থ শ্রেষ্ঠ আত্মা হও

নতুন দিন, নতুন রাতের কথা তো সবাই বলে, কিন্তু তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি সংকল্প নতুন থেকে নতুন, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ, উচ্চ থেকে উচ্চতর হলে চারদিক নতুন দুনিয়ার ঝলক দেখানোর আওয়াজ ধ্বনিত হবে, আর নতুন দুনিয়ার তৈরির কাজে সামিল হবে । যেমন স্থাপনার শুরুতে স্বপ্ন আর সাফাত্কারের লীলা বিশেষ ভাবে চলেছিল ঠিক তেমনই অস্ত্রিমেও সেই লীলা প্রত্যক্ষ করার নিমিত্ত হবে ।

স্লোগান :- মায়াজীত হতে চাও তো এক বাবাকেই নিজের সাথী বানাও আর ওনার সাথী হয়েই থাকো ।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য - ২১-০১-৫৭

"এই ঈশ্বরীয় সত্সঙ্গ সাধারণ সত্সঙ্গ নয়"

আমাদের এই যে ঈশ্বরীয় সত্সঙ্গ তা সাধারণ সত্সঙ্গ নয় । এ হল ঈশ্বরীয় স্কুল, কলেজ । যে কলেজে নিজেকে পড়াশোনা করতে হয়, বাকি সত্সঙ্গে তো কিছু সময় জ্ঞান শোনে তারপর যা ছিল তাই হয়ে যায়, কেননা রোজ পড়ানো হয় না যা থেকে কিছু প্রালব্ধ হয়। তাই এই সত্সঙ্গ কোনও সাধারণ সত্সঙ্গ নয় । আমাদের তো ঈশ্বরীয় কলেজ যেখানে পরমাত্মা বসে আমাদের পড়ান আর আমরা ঐ জ্ঞান ধারণ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করি । যেমন স্কুলে মাস্টার পড়িয়ে ডিগ্রি প্রাপ্তি করান ঠিক তেমনই এখানেও স্বয়ং পরমাত্মা গুরু , পিতা, শিক্ষকের রূপে আমাদের পড়িয়ে সর্বোত্তম দেবী দেবতা পদ প্রাপ্ত করান আর তাই স্কুলে আসা একান্ত জরুরি । এখানে যারা আসে তাদের এই জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা হওয়া উচিত যে , এ কোন্ শিক্ষা - এ শিক্ষা গ্রহণে আমাদের কি প্রাপ্তি হবে । আমরা তো জেনে গেছি আমাদের স্বয়ং পরমাত্মা এসে ডিগ্রি প্রাপ্তি করান আর, একই জন্মে পুরো কোর্স শেষ করতে হয় । যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই কোর্স বিধি অনুসারে পড়ে তারা পুরো পাশ করে আর যারা মাঝামাঝি সময়ে আসে, তারা পুরো জ্ঞান পায়না কারণ তাদের পূর্ববর্তী পড়া অসমাপ্ত থেকে যায়, সেইজন্যই এখানে রোজ পড়তে হয় আর এই জ্ঞান ধারণেই উঁচু পদ প্রাপ্তি হয়, তাই রোজ পড়াশোনা করতে হয় ।

২) "পরমাত্মার বিশ্বস্ত সন্তান হওয়ার জন্য কোনও সংশয় থাকা উচিত নয়"

ভগবানুবাচ বাচ্চাদের প্রতি, যখন পরমাত্মা স্বয়ং এই সৃষ্টিতে অবতরিত হয়েছেন, তখন পরমাত্মার প্রতি নিশ্চিত রূপে হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত ; কিন্তু নিশ্চিত রূপে সমর্থ সন্তানই বাবার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে পারে । এই বাবার হাত কখনও ছাড়া উচিত নয়, ছেড়ে দিলে নির্ধন হতে হবে । যখন পরমাত্মার হাত ধরেছি তখন সূক্ষ্ম রূপেও এই সংকল্প যেন না আসে হাত কি ছেড়ে দেব বা তাঁর প্রতি কোনও সংশয়ও যেন না আসে - জানিনা পার হতে পারবো কিনা ! কখনও এমন বাচ্চাও থাকে যে পিতাকে না চেনার কারণে তাঁর সামনেই বলে দেয় যে আমি কারও পরোয়া করিনা । যদি এমন ভাবনা আসে তো এমন অবিবেচক বাচ্চাকে বাবা কেমন করে সামলাবেন ! সে তো নীচে নামতেই থাকবে আর মায়াও তাকে নানা ভাবে পরীক্ষা নেবে যে এই বাচ্চা কতখানি যোদ্ধা আর শক্তিশালী । এখন এও খুব জরুরি, আমরা যত প্রভুর সমীপে যাব মায়া ততই আমাদের নিম্ন গামী করার চেষ্টা করবে । জোর পুরো হবে, যত প্রভু বলবান মায়াও ততই বলশালী হবে । কিন্তু নিজের নিশ্চয় পাক্ষা বুদ্ধি থাকা উচিত যে পরমাত্মাই মহান বলশালী, শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হবেন । প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে এই বিশ্বাসে স্থিত হতে হবে । মায়া নিজের বল দেখাবে সে প্রভুর সামনে কমজোর হবে না কিন্তু একবার যদি কমজোর হয় তবে শেষ হয়ে যাবে । সুতরাং মায়া যতই তার শক্তি দেখাক না কেন, আমরা মায়াপতির হাত কখনওই ছাড়ব না । যে তাঁর হাত ধরবে তার বিজয় নিশ্চিত । যখন পরমাত্মা আমার মালিক তখন তাঁর হাত ছাড়ার সংকল্প কখনও আসা উচিত নয় । যদি হাত ছেড়ে দাও তবে মুখামি করবে, সেইজন্যই পরমাত্মা বলেন - বাচ্চারা,

যখন আমি নিজে সমর্থ তখন আমার সাথী হয়ে তোমাকেও অবশ্যই সমর্থ হতে হবে । বুঝেছ
বাম্বারা । আচ্ছা । ওম শান্তি ।

সদা একমত, একই রাস্তা অনুসরণে একরস স্থিতি

আজ, বাপদাদা বতনে সকল বাচ্চাদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে খোলাখুলি আলাপচারিতা করতে করতে মৃদু হাসছিলেন। কোন্ কথায়? বাচ্চারা সবাই বিশ্বে চ্যালেঞ্জ করে এক সেকেন্ডে মুক্তি জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা যাবে। এই চ্যালেঞ্জই তো করছো, তাই না! তোমরা সব ব্রাহ্মণরা প্রত্যেকে তোমাদের বার্থডে'র দিব্য বুদ্ধির গিফ্ট লাভ করার অনুভব করেছ। সাথে সাথে ব্রাহ্মণ নাম-সংস্কার হয়েছিলো এবং বাপদাদার থেকে বুদ্ধির গডলি গিফ্ট লাভ করেছিলে। সেই দিব্য বুদ্ধির আধারে জ্ঞানও শুধুমাত্র সেকেন্ডের, 'রচয়িতা এবং রচনা', 'অল্ক এবং বে'। যোগও সেকেন্ডের, 'আমি বাবার আর বাবা আমার'। দিব্যগুণধারী হওয়া, এও সেকেন্ডের ব্যাপার কারণ যেমন জন্ম, যেমন কুল, সেই অনুযায়ী নিজে থেকেই একটা ধারণা তৈরি হয়ে যায় আর সহজেই হয়। যখন এটা ঈশ্বরীয় কুল তো তোমার গুণ অর্থাৎ তোমার ধারণাও ঈশ্বরীয় হবে, তাই না! ব্রাহ্মণ জন্ম উঁচু থেকেও উঁচু জন্ম যখন, তখন তো ধারণাও উঁচু হবে, তাই না? সুতরাং, তোমাদের ধারণাও সেকেন্ডের। যেমন বাবা তেমন বাচ্চা। আর সেবাও সেকেন্ডের ব্যাপার। অনুভাবী হয়ে, ধনভাণ্ডারের সর্বাধিকারী হয়ে বাবার পরিচয় দিতে হবে। যা তোমাদের নিজের কাছে আছে তা অন্যকে দেওয়া শুধু সেকেন্ডের একটা সহজ ব্যাপার। সুতরাং, বাপদাদা দেখছিলেন যে তোমরা দু'মাসের ব্রাহ্মণই হও বা অনেক দিনের ব্রাহ্মণ, সেকেন্ডের ব্যাপারে তোমরা কিভাবে চলছো! ব্রাহ্মণ হওয়ার অর্থ সেকেন্ডে বর্সার অধিকার লাভ করা। তাহলে সেকেন্ডের অধিকারী তোমরা কেন অধীন হয়ে যাও? তবে কি তোমরা কি জানো না কিভাবে নিজের অধিকারের স্থিতিক্রমী সীটে সেট হতে হয়? কেন তোমরা আরামের সীট ছেড়ে অস্থিরতার অসার সীটে বসো? তোমরা সীট ছাড়েই বা কেন, যাতে আবার সেট হওয়ার জন্য বারংবার মেহনত করতে হয়! সীট ছাড়ার সাথে সাথেই সর্বশক্তির প্রাপ্তি তোমরা খুইয়ে ফেলো। শ্রেষ্ঠ সীট অর্থাৎ তোমার স্থিতিতে সেট থেকে অধিকারী-ভাবে'র অথরিটি থাকা। যখন সীট ছেড়ে দিয়েছো তো তোমার অথরিটি কিভাবে থাকতে পারে? সীট থেকে নেমে তারপর তোমার শক্তিদে'র অর্ডার করো, এই কারণেই শক্তি তোমাদের অর্ডার মানে না। তারপর তোমরা ভাবো যে, আমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান, অথচ শক্তি আমাদের অর্ডার মানে না। দাসের অর্ডার দাস মানবে? নাকি মালিকের অর্ডার দাস মানবে? তোমাদের চেহারা তখন কেমন হয়ে যায়? দুর্বল ব্যক্তির শরীর কমজোর থাকলে রক্তের ঘাটতির কারণে যেমন চেহারা সর্বদা স্লান হয়ে যায়, সেইভাবে কমজোর আত্মা উদাস হয়ে থাকবে; সে জ্ঞান শুনবে, সেবা করবে, কিন্তু উদাস হয়ে। খুশির শক্তি এবং সর্বপ্রাপ্তির শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। দাস সদা উদাসই থাকবে। দাস আত্মা সম্বন্ধে হাসির কথা আর বিশেষ কি আছে? তুচ্ছ ব্যাপারে বলবে সে কনফ্যুজড, বিভ্রান্ত। যেমন কারও চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে গেলে, সে একটার পরিবর্তে দুটো দুটো বা তিনটে তিনটে জিনিস দেখে আর তখন সে এটা ঠিক না ওটা ঠিক তাতে দিশাহারা হয়ে যায়। এইরকম আত্মারা একটা রাস্তা অনুসরণ করার বদলে অন্য রাস্তাও দেখে। এক শ্রীমতের সাথে সাথে অন্য আরও অনেক মত শোনে। তারপর তারা ভাবে, এটা করবো না ওটা করবো! এটা যথার্থ নাকি ওটা যথার্থ! যখন আছেই এক রাস্তা, এক শ্রেষ্ঠ মত তখন তোমরা এটা করবে না ওটা, সেই প্রশ্নই তো থাকেনা। কনফ্যুজড হবে না-ই বা কেন, তোমরা তো নিজেরাই দুটো রাস্তা তৈরি করো আর নিজের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তাইতো বাপদাদা যখন তোমাদের এই বিচিত্র কর্মকাণ্ড দেখছিলেন, তিনি মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বাপদাদা বলেন, নিজের সীটে

স্থিত থাকো তো একরস থাকবে, কিন্তু যারা চঞ্চল বাচ্চাদের মতো অনবরত চক্কর লাগানোর অভ্যাসী, তারাই বলে মায়ার চক্রে তারা ধরা পড়েছে। কনফিউজড হওয়ার কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু তোমরা ব্যর্থ এবং কমজোর সঙ্কল্পের সাহারা নিয়ে নাও। যদি আধারই হয় ব্যর্থ আর দুর্বল, তবে রেজাল্ট কি হবে! হয় তোমরা আটকে পড়বে, দ্বিধাগ্রস্ত হবে অথবা নীচে পড়বে! তারপর চিৎকার করবে, বাবা আমি তো তোমার, আমাকে শক্তি দাও! যখন তুমি তোমার সীটে থাকো, তোমার সীট সদা জ্ঞানসূর্যের শক্তির কিরণের ছত্রছায়ায় থাকে। তোমরা সীট ছেড়ে দিয়ে ব্যর্থ এবং দুর্বল সঙ্কল্পের দেওয়াল খাড়া করে দাও। শুধু একটা ব্যর্থ সঙ্কল্প আসে না। সেকেন্ডে একটা ব্যর্থ সঙ্কল্প থেকে অন্য আরও অনেক ব্যর্থ সঙ্কল্পের জন্ম হয় এবং তা থেকে অনেক ইন্টের দেওয়াল তৈরি হয়ে যায়। এই কারণে জ্ঞানসূর্যের শক্তির কিরণ তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পারে না। আর তারপরে তোমরা বলো - তোমরা সহায়তা পাওনা বা শক্তি আসেনা। সেইজন্য তোমরা খুশিও থাক না আর স্মরণেও স্থিতি আসে না। আসবেই বা কিভাবে! তাই তো বাপদাদা পুরানো আর নতুন, যারা এই খেলা করছে, তাদের এই খেলা লক্ষ্য করে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। সেকেন্ডের একটা ব্যাপারকে এত জটিল কেন বানিয়ে দিয়েছ? এক রাস্তা, এক মত, সেসব ছেড়ে মনোমত, পরমত, সেগুলোকে মিশ্র কেন করো? তোমাদের নিজেদের দুর্বলতার তৈরি রাস্তা, "এইরকম তো হয়ই", "এইরকম তো সবসময়ই চলতে থাকে।" এই রাস্তাগুলো তোমরা নিজেরাই তৈরি করো আর তারপর গোলকধাঁড়ায় ঘুরতে থাকো। লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাও। এইরকম কেন করো? নাকি তোমরা ভাবছ, এটা এমনিই হয়ে যায়, তোমরা কোনো উদ্দেশ্যে করনি, কিন্তু হয়ে যায়! এটা হয়ই বা কেন? রোগ আসে কেন? কারণ সঠিক সময়ে সতর্কতা না নেওয়ায় অথবা দুর্বল হওয়ার কারণে। নাকি এটা বলবে যে রোগ নিজেই এসে হাজির হয়! কমজোর হয়োনা এবং মর্যাদার সীমা অতিক্রম করে অথবা মর্যাদার রেখা উলঙ্ঘন করে বাইরে বেরিয়ে যেওনা। এখনও কি এই খেলা চালিয়ে যাচ্ছ? বিশ্ব-কল্যাণের ঠিকদার, যাদের এতবড় অকুপেশন তারাই এই বাচ্চাদের খেলা খেলছে! আর কতদিন? বিশ্ব তোমাদের অপেক্ষা করছে, তোমরা শান্তির দূতেরা আগত প্রায়। "আমাদের দেবতা, আমাদের ওপর শান্তির আশীর্বাদ বা কৃপা করতে প্রায় এসে গেছেন।" তারা জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকে আর ঘন্টি বাজায়। কখনো কখনো তো তারা কাড়া-নাকাড়াও বাজায়। তারা আকুল হয়ে ডাকে, এসো! এসো! এইরকম দেব আত্মারা যদি নিজেদের শৈশবের খেলায় মেতে থাকে তো তাদের আকুল আহ্বান শুনবে কিভাবে? অতএব, তাদের আকুলতা শোনো আর উপকার করো। বুঝেছ তোমরা, ভাবি করতে হবে! আচ্ছা - বাবাও এখন সময়ের খেয়াল রাখেন, যদিও তোমরা রাখোনা।

যারা এক মতে এক রাস্তা অনুসরণ করে, একরস স্থিতিতে স্থিত, সদা সেকেন্ডের অধিকার স্মৃতিতে রেখে সমর্থ আত্মা হয়ে থাকে, যারা ব্যর্থ সঙ্কল্পের খেলা সমাপ্ত করে বিশ্ব কল্যাণের জন্য শ্রেষ্ঠ সেবান্বিত - এমন মহান আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

কুমারীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার:-

তোমরা সব কুমারীরা নিজেদের শিবশক্তি মনে করো? শক্তির সদা কোথায় থাকে? শিবের সাথেই তো থাকো তোমরা, তাই না! যে যাঁর সাথে থাকে সেই সঙ্গের রঙ তো অবশ্যই তার লাগবে, তাই তো! তাহলে বাবার যা গুণ আর বাবার যা কর্তব্য সেটা তোমাদেরও হবে, তাই না? বাবার কর্তব্য সেবা, তোমরা সবাই তাহলে সেবান্বিত তো? সেবা করো নাকি এখনো করতে হবে? সদা এই লক্ষ্য রাখো, বাবা সমান হতে হবে। সব বিষয়ে চেক করো, এটা বাবার কর্ম কিনা বা তাঁর

সঙ্কল্প অথবা তাঁর বাক্য কিনা ! যদি তাই হয় তবে করে যাও । যদি না হয়, তবে এটা পরিবর্তন করো, কারণ অর্ধকল্প সাধারণ কর্ম করেছে, এখন তোমাদের বাবা সমান হতে হবে । সবাই তোমরা বাবাসম বিশ্ব সেবক, তাই না ? হদের নও ! তোমাদের ভালো সাহস আছে । সাহস আর প্রবল উদ্যমে তোমরা সামনে এগোচ্ছ । তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনাই সদা সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে ।

যারা সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকে, তারা সব বিষয়ে নাস্ত্রার ওয়ান হবে । স্মরণেও নাস্ত্রার ওয়ান, জ্ঞান, ধারণা সেবা সবকিছুতে নাস্ত্রার ওয়ান । তোমরা এইরকম হয়েছ ? যাদের নাস্ত্রার ওয়ান উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে, তারা কিভাবে ঘরে থাকতে পারবে ? তারা তো বন্ধনহীন হবে, তাই না ! তোমরা সবাই কে ? খাঁচার বিহঙ্গ নাকি মুক্ত বিহঙ্গ ? পড়ার খাঁচায় বন্দী আছ ? নাকি মা-বাবার খাঁচায় ? এইরকম খাঁচায় যারা বন্দী তাদের কিভাবে নাস্ত্রার ওয়ান বলা যাবে ? এখন বন্ধনমুক্ত হয়ে যাও । শক্তিশালী আত্মাদের সামনে কেউ কিছু করতে পারেনা । যেমন, তীর আগুনের সামনে কেউ আসে না, দূরে সরে যায় । তোমরাও যোগ অগ্নিকে এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত করো যাতে কেউ তোমাদের সামনে কোনো বন্ধন তৈরি করতে না পারে । যেমন কোনো জানোয়ারকে ধাওয়া করতে হলে তারা আগুন জ্বালিয়ে দেয় ; কোনো জানোয়ার আগুনের সামনে আসতে পারবেনা । একইভাবে, তোমাদের গভীর অনুরাগের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করো । যদি এখনও বন্ধন থেকে থাকে তবে এর অর্থ দাঁড়ায়, নির্ণা আছে, কিন্তু তা অগ্নিরূপ হতে পারেনি । নির্ণা থাকার কারণেই তোমরা এখানে এসে পৌঁছেছ , কিন্তু নির্ণা অগ্নিরূপ হলে তখন তোমরা বন্ধনমুক্ত হয়ে যেতে পারো । গভীর অনুরাগ হতে হবে ফুল ফোর্সে । শক্তির ময়দানে এসো ! এতবড় গ্রুপ যখন এসেছে, তখন তো অবশ্যই কিছু বিস্ময় হবে, তাই না ! এত হ্যান্ডস বেরিয়েছে তখন বাহ্ বাহ্ তো হবেই ! আচ্ছা !

অব্যক্ত মহাবাক্য

মনকে কন্ট্রোল করে একাগ্রতার শক্তি বাড়াও :-

একমাত্র মনের একাগ্রতাই একরস স্থিতির অনুভব করাবে । একাগ্রতার শক্তি দ্বারা অব্যক্ত ফরিস্তা স্থিতির সহজ অনুভব তোমরা করতে পারো । একাগ্রতার শক্তি, মালিকভাবের শক্তি সহজে বিদ্ব থেকে তোমাদের মুক্ত করে দেবে । একাগ্রতা অর্থাৎ মনকে যেখানে চাও, যেভাবে চাও, যত সময়ের জন্য চাও তোমার মনকে একাগ্র করে নাও । তোমার মন তোমার বশে হওয়া প্রয়োজন । সাকার রূপে ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করার জন্য মনকে একাগ্র করার ক্ষেত্রে অ্যাটেনশন দাও, মনকে অর্ডারের দ্বারা চালনা করো । মালিকভাবের স্টেজের সীটে

এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেষ্ঠ স্থিতির সীটে সেট থাকো । মনে যখন কোনো কমজোর সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়, সেটা সেখানেই শেষ করো, আর তারপর শক্তিশালী হও । তোমাদের সঙ্কল্পরূপী ফাউন্ডেশন মজবুত বানাও, তবে তোমরা রুহানী আকর্ষণে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে । মনের একাগ্রতার জন্য সেকেন্ড বাই সেকেন্ড ড্রামার রেল লাইন ধরে ক্রমাগত চলতে থাকো । যে রীতিতে, যেভাবে ড্রামা চলছে তার সাথে সাথে যেন তোমার মনের স্থিতিও চলতে থাকে । একটুও যেন দ্বিধা না আসে । তোমাদের মনের ব্রেক লাগাতে বা মনের হাল ধরতে তোমাদের পাওয়ার (power) প্রয়োজন অর্থাৎ তোমাদের সঙ্কল্প শক্তি কার্যে প্রয়োগ করো । এইরকম করায় তোমাদের বুদ্ধির শক্তি ব্যর্থ যাবেনা, এনার্জি জমা হবে । তোমরা যত বেশি তোমাদের মন-বুদ্ধির শক্তি জমা করতে পারবে, ততই তোমাদের পরখ করার এবং নির্ণয় করার শক্তি বাড়বে । মনকে কন্ট্রোল করতে তোমাদের মন অর্পণ করে, পুরোপুরিভাবে স্যারেন্ডার হয়ে

যাও । তখন নিজের অনুসারে তোমার মনে সঙ্কল্প তৈরি করতে পারবে না । যারা তাদের মনই বাবাকে দিয়ে দিয়েছে তারা সহজে 'মন্মনাভব' হয়ে যাবে । মন্মনাভব হওয়ায় তোমরা সহজে মোহজিত হয়ে যাবে । মনকে সমর্পণ করা অর্থাৎ ব্যর্থ সঙ্কল্প, বিকল্পকে সমর্পণ করা । যখন তোমাদের মনে কোনো সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়, তাতে যেন সত্যতা এবং স্বচ্ছতা থাকে । ভিতরে কোনো বিকর্মের, স্বভাবের বা পুরানো সংস্কারের আবর্তনা যেন না থাকে । যারা এইরকম স্বচ্ছ হবে তারা সবার প্রিয় হবে । এমনকি এমন সত্য বাস্তবের প্রতি 'সাহেব রাজী' অর্থাৎ ভগবান সদা খুশি থাকেন । যে সময়ে যে স্থিতি তোমরা চাও সেই স্থিতি বানানোর জন্য মনকে এই ড্রিল করতে হবে, সেকেন্ডে আওয়াজে আসা, সেকেন্ডে আওয়াজের উর্ধ্বে যাওয়া । কাজ করার জন্য দেহ ভাবে আসা আবার এক সেকেন্ডে অশরীরী হয়ে যাওয়া । এই ড্রিল যখন মজবুত হয়ে যাবে তখন তোমরা সব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারবে ।

এখন সময় অনুসারে, নিজেদের সঙ্কল্পকে গুটিয়ে নেওয়ার শক্তি ধারণ করো, সঙ্কল্পের বিস্তারের লটবহর গুটিয়ে নিয়ে চলো আর একমাত্র তখনই অন্যের সঙ্কল্প তোমরা রিড করতে পারবে । চোখের লক্ষণ দেখেও তোমরা কারও মনের ভাব বুঝতে পারবে । ঠিক যেমন তোমরা বাপদাদার সামনে এসে তোমাদের মনের সঙ্কল্প এবং মনের ভাব সম্বন্ধে কিছু না বললেও বাপদাদা জানতে পারেন, সেইভাবেই তোমাদের অন্তিম কোর্স পড়তে হবে । যেখানে চাও মনকে স্থিত হতে দাও, এবং আর কোথাও যেন নিযুক্ত না হতে পারে । এমনকি মনের সঙ্কল্পেও যেন মায়ার কাছে হার মানতে না হয়, এইরকম স্থিতি বানানোর জন্য আগে থেকেই শুদ্ধ সঙ্কল্পে মনকে বিজি রাখো । মন যদি শুদ্ধ সঙ্কল্পে ভরা থাকে, তবে ব্যর্থ সঙ্কল্প আসতে পারেবে না, তোমরাও হারবে না । শুদ্ধ এবং একাগ্র সঙ্কল্পের শক্তি দিয়ে তোমরা যেকোন বায়ুমন্ডলকে বদলে দিতে পারো । কেউ কেউ যেমন নিজের ঘর সাজানোর জন্য তাদের শৈশবের ছবি থেকে শুরু করে নিজের বিভিন্ন ভঙ্গিমার ছবি রাখে । সেইরকম তোমরাও তোমাদের মনমন্দিরে নিজেদের সম্পূর্ণ স্বরূপের মূর্তি এবং ভবিষ্যতের অনেক জন্মের মূর্তি স্পষ্টরূপে সামনে যদি রাখো, তবে সঙ্কল্প অন্য কোনদিকে যাবে না, নিজে থেকেই একাগ্র হয়ে যাবে । এক একটা বিশেষ দিনে, তারা তিন মিনিট সাইলেন্স হয়ে যায়, এমনকি, যেকোন ধরনের চলন্ত ট্রাফিকও তখন থেমে যায় । তারা সমস্ত কাজকর্ম স্টপ করে দেয় । একইভাবে, তোমরা যখন কোনো কার্য করছো বা কারও সাথে কথা বলছো তখন মধ্যে মধ্যে তোমাদের সঙ্কল্পের ট্রাফিক স্টপের অভ্যাস করো । এক মিনিটের জন্য হলেও মনের সঙ্কল্পকে থামাও, শরীর দ্বারা তোমরা কর্ম করাকালীন কিছুক্ষণের জন্য সেই কর্ম বন্ধ রেখেও এই প্র্যাক্টিস করো তো সঙ্কল্প শক্তিশালী হয়ে যাবে ।

পাস উইথ অনার একমাত্র তারাই হতে পারে যারা নিজের সঙ্কল্পের দ্বন্দ্ব অথবা শাস্তির উর্ধ্বে থাকে । ধর্মরাজের শাস্তির বিষয় তো পরে । কোনো কোনো বাচ্চা তাদের ভুলের জন্য নিজেদের শাস্তি দেয় । তারা ব্যর্থ সঙ্কল্পের রচনা করে তাতে বিভ্রান্ত হয়ে যায়, তখন আকুল হয়ে ডাকে, এখন এসবেরও উর্ধ্বে থাকার প্রতিজ্ঞা করো । তোমাদের মেজরিটির কম্পলেন্ট(অনুযোগ) যে, ব্যর্থ সঙ্কল্পের তুফান তোমাদের কমপ্লিট হওয়ার ক্ষেত্রে বিঘ্ন তৈরি করে । এই কম্পলেন্ট তখনই শেষ হবে যখন রোজ অমৃতবেলায় তোমাদের ডাইরিতে সারাদিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বানাবে । যখন নিজের মনকে প্রত্যেক মুহূর্তে অ্যাপয়েন্টমেন্টে বিজি রাখবে, ব্যর্থ সঙ্কল্প তখন তার মাঝে তোমার সময় নিতে পারবে না । সুতরাং, সময়ের বুকিং করার বিধি শেখো । বাবার সমান হওয়ার কাছাকাছি যত আসবে, ততই সর্ব আত্মাদের মনের সঙ্কল্পের ক্যাচ করতে পারবে । এইজন্য, তোমাদের সঙ্কল্পের মিস্রচার থাকা উচিত নয়

। সঙ্কল্পের ওপর কন্ট্রোলিং পাওয়ার প্রয়োজন । যেভাবে তোমরা বাহ্য কাজকর্ম কন্ট্রোল করো, সেইভাবে মনের সঙ্কল্পের কার্যকলাপ কন্ট্রোল করো, এইজন্য সদা স্মৃতিতে রাখো, ১) আমি প্রতিটা মুহূর্ত, প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা কাজে স্টেজে আছি । ২) আমার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ স্টেটাস কি ?

বর্তমান নিয়মানুসারে এখন মন্টার মাধ্যমে মহাদানী হও, তবেই এক সেকেন্ডে মনের সঙ্কল্পের ওপর বিজয়ী হবে । যে যতই অনিষ্টজনক সঙ্কল্প করুক না কেন, যদি এক সেকেন্ডও তাদের মন একটা সঙ্কল্পে স্থির না থাকে তাহলে তোমরা তোমাদের বিজয়ের শক্তি দ্বারা টেম্পোরারি সময়ের জন্যও তাদের শান্ত এবং চঞ্চল থেকে অনড় বানাও । যখন তোমাদের সঙ্কল্পের একাগ্রতা আসবে, তখন সঙ্কল্প দ্বারা তুমি যেকোনো কাউকে ডাকতে পারবে, যে কোনো কাউকে কার্য করানোয় প্রেরণা দিতে পারবে । বাটন টিপলে যেমন টেলিভিশনে সমস্ত দৃশ্য সামনে দেখা যায়, ঠিক সেভাবেই তোমরা যে সঙ্কল্প যার জন্য করবে, তার বুদ্ধিতে একটা ক্রিয়ার ছবি আঁকা হয়ে যাবে । এইজন্য শ্রীমতের যে আশ্রয় তোমাদের প্রাপ্তি হয়েছে সেটাই সঙ্কল্পে চলতে দাও এবং কোনকিছু যেন মিশ্র না হয় । তোমরা আলমাইটি গভর্নমেন্টের মেসেঞ্জার, কারও সাথে কোনকিছু ডিসকাস করাকালীন তোমার মনকে ডিস্টার্ব হতে দিওনা । কোনো ব্যাপারে নিজের চেহারায় বা মনের স্থিতিতে কোনো তফাৎ থাকতে দিওনা । সদা মন্ত্র স্মরণে রেখো । যখন কোনো পরিস্থিতি তোমার সামনে আসে তখন আত্মিক দৃষ্টির নেত্র এবং মন্ত্রনাভব'র মন্ত্র প্রয়োগ করলে সেই পরিস্থিতি সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

বরদানঃ- 'বাবা' শব্দের ডায়মন্ড 'কী' (চাবি) দ্বারা সর্ব ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত করে পরমাত্ম স্নেহী ভব

যারা পরমাত্মার স্নেহী বাচ্চা, তাদের বাপদাদা ডায়মন্ড শব্দের এক খুব সুন্দর উপহার দেন, সেই শব্দ হলো 'বাবা' । এই চাবি সদা সাথে রাখলে সর্ব ধনভাণ্ডারের প্রাপ্তি হয়ে যাবে । এই চাবির 'কী চেন' হলো, সদা সর্ব সম্বন্ধে স্মৃতির প্রতিমূর্তি হয়ে থাকা । এইসঙ্গে প্রতিজ্ঞার কঙ্কন এবং সর্ব গুণের শৃঙ্গারে সেজে থাকো, তবেই বিশ্বের সামনে ফরিস্তা রূপ বা দেব রূপে প্রখ্যাত হবে ।

স্লোগানঃ- অতীতকে সরিয়ে, বাপদাদার কাছে থাকো তো তোমরা পাস উইথ অনার হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই পুরানো দুনিয়ায় প্রতি কোনো রকম আশা না রেখে ভবিষ্যতে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য কেবল নষ্টমোহা হও, বাবাকে স্মরণ করো আর পবিত্র থাকো"

প্রশ্ন :- বাবা কোন্ সহজ সরল রাস্তা বলেন, কোন্ বিষয়ের সঙ্গে বাবার কোনো সম্পর্ক নেই ?

উত্তর :- বাবা বাচ্চাদের শান্তিধাম আর সুখধামে যাওয়ার সহজ সরল রাস্তা বলেন -- তিনি বলেন বাচ্চারা, শুধু বাবাকে স্মরণ করো আর পবিত্র থাকো । বাকি তোমাদের সামনে যদি কোনো বিপদ আসে, দুঃখ বা রোগ আসে, যদি দেউলিয়া হয়ে যাও, এ সমস্ত কিছুই তোমাদের নিজের কর্মের হিসেব, এর সঙ্গে বাবার কোনো সম্পর্ক নেই । বাবা যুক্তি বলে দেন, কিন্তু কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া প্রত্যেক বাচ্চার নিজেদের কাজ ।

প্রশ্ন :- কোনো কোনো বাচ্চারা কোন্ একটি কারণে সেবার উপযুক্ত হয় না ?

উত্তর :- তাদের হালকা পারিবারিক নেশা থাকে, মায়ার পোকায় আক্রান্ত থাকে -- এই কারণে তারা সেবার উপযুক্ত হতে পারে না ।

গীত :- চলে গেছে দুঃখের দুনিয়া

ওম শান্তি । খুশী আর দুঃখ । এখন হল রাবণ রাজ্য । মানুষ তো জানে না যে রাবণ রাজ্য কাকে বলা হয় । বাবা এসে বাচ্চাদের বোঝান যে, দুঃখ কখন থেকে শুরু হয় আর খুশী কখন হয় । এই রাবণ রাজ্যে যেমন দুঃখও আছে তেমন খুশীও আছে । এখনই খুশী এখনই দুঃখ । বাচ্চা জন্মালে খুশী আবার মারা গেলে দুঃখ । সন্ন্যাসীরাও বলে থাকেন - এখানকার সুখ কাক বিষ্ঠার সমান । তাহলে অবশ্যই তারা বলবেন এ হলো দুঃখের দুনিয়া । কিন্তু তারা জানেই না যে সদা সুখ, যেখানে দুঃখের নামমাত্রও থাকে না, সে হলো সত্যযুগে । এ তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছো যে, বরাবর এখন হলো রাত । রাত দুঃখকে বলা হয়, একে রাবণের রাত বলা হয় । রাবণ আসার পরে ভক্তি শুরু হয় । বিকারও আরম্ভ হয়ে যায় । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, আমরা সর্বদা এখন সর্বদা খুশীতে থাকার পুরুষার্থ করছি । বাবা বোঝান যে বাচ্চারা, ভবিষ্যতে উঁচু পদ পাওয়ার পুরুষার্থ করো আর কোথাও কোনো কিছুর প্রতি আশা রেখো না । বাচ্চারা তো এই কথা জানেই না যে বেহদের বাবার থেকে তারা কি পায় । বাবা এসেই তা বলেন । দুনিয়া এই কথা জানে না যে পরমাত্মার থেকে তারা কি পায় । তারা ভাবে যে দুঃখ - সুখ তিনিই দেন । বাবা বলেন, আমি তো সদা সুখই দিতে আসি । তোমরা কেবল আমার শ্রীমতে চলো । আমি তো তোমাদের শান্তিধাম আর সুখধামের রাস্তা বলতে এসেছি । সেই রাস্তায় চলা তো তোমাদের কাজ আর কি ঝঞ্জাটই বা তোমাদের সামনে আসে ? সমস্ত দুনিয়াই তো ঝঞ্জাটের মধ্যে আছে । বাবা বলেন, আমি তো তোমাদের সিধাসাদা পথ বলে দিই । এ তো খুবই সহজ । বাকি যে সমস্ত বিপদ বা ঝঞ্জাট আসে, দুঃখ আসে, রোগ ইত্যাদি আসে, জীবনে দেউলিয়া আসে এ সমস্তই তোমাদের কর্মের হিসেব । তাই প্রত্যেকেই তা ভোগ করতেই হবে, এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই । এই সময়ও কেউ এমন পাপ করে যে দুঃখ ভোগ করতে হয় । আমি তো তোমাদের পথ বলে দিতে এসেছি । আমার আদেশ

হলো যে, আমাকে স্মরণ করো কেননা এখন ফিরে যেতে হবে। বাকি লড়াই - ঝগড়া করে তো আয়ু হারিয়ে ফেলেছো। আমি তো তোমাদের সোজা পথ বলে দিই যে আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র থাকো। কেমন ভাবে থাকবে, এই যুক্তিও তিনি বলে দেন। বাকি মাথা ঠোকা বা পুরুষার্থ করা তো তোমাদের কাজ। এই সমস্ত কর্ম বন্ধন হলো বাচ্চারা তোমাদের। বাবা বলেন, গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকতে হবে। বাবা জানেন, কোনো স্ত্রীর তার স্বামীর প্রতি বা সন্তানের প্রতি অনেক মোহ থাকে, এর থেকে ছাড়া পাওয়া বা নষ্টমোহা হওয়া এ হলো বাচ্চাদের কাজ।

বাবা তো কেবল দুটি কথা বলেন -- যদি সম্পূর্ণ বর্ষা নিতে হয় তাহলে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে আর দ্বিতীয় যোগে থাকতে হবে। কোনো বিষয়ে কেউ যদি তোমাদের সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করে - সে তোমাদের কর্মের হিসেব নিকেশ। বাকি তোমরা পবিত্র থাকবে, এতে গভর্নমেন্টও তোমাদের আটকাতে পারে না। বাবা তো পথ বলে দেন যে তোমাদের ঘরবাড়ি ত্যাগ করতে হবে না। গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকতে হবে আর যোগে থাকতে হবে। মানুষ ভাবে পবিত্র থাকা খুবই মুশকিল কেননা এমন শিক্ষা কেউই কখনো দেয় নি। যদিও অনেকেই ব্রহ্মচারী থাকেন কিন্তু এখানকার নিয়ম হলো গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকতে হবে। কুমারী তো পবিত্রই, তার জন্য অনেক সহজ পবিত্র থাকা। গৃহস্থ জীবনে আর যেও না। এতে কেবল হিন্মতের প্রয়োজন। তোমরা বলতে পারো যে ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য আমরা পবিত্র থাকতে চাই, এতে ভারতেরই কল্যাণ। পবিত্রতার আশীর্বাদী বর্ষা আমরা পেয়ে যাবো। এ হলো বর্ষা নেওয়ার কথা। সত্যযুগে ছিল পবিত্র দুনিয়া। সঙ্গম যুগে যারা পবিত্র হতে পারে তারাই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। এতে সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রশ্ন নেই যে সবাই কি করে পবিত্র হবে। এখন সকলেরই শেষ সময়। এখন সকলকেই হিসেব নিকেশ শেষ করে ফিরে যেতে হবে। সকলেই তো এসে আর জ্ঞান গ্রহণ করবে না। যারা সহজ রাজযোগ শিখবে তারাই আশীর্বাদী বর্ষা পাবে। সম্পূর্ণ দুনিয়া কেন, সম্পূর্ণ ভারতও এই জ্ঞান শুনে ধারণ করতে পারবে না। বাকি কোনো ঝগড়া যদি থাকে তা তো বাচ্চারা তোমাদের যোগবলের দ্বারা মেটাতে হবে। তাদেরই মার খেতে হয় যাদের কিছু মমত্ব থাকে, যারা নষ্টমোহা হতে পারে না, তাদের সেই শক্তি থাকে না। বাবার কাছে থবর এসেছিলো যে এক গোপীকা অনেক চোখের জল ফেলেছিলো। কিন্তু কাল্লাকাটি করলে কি হবে? বাবা তো অনেক যুক্তি বলেছেন। পতিকে বলো, আমি পবিত্র থাকতে চাই আর বাকি সমস্ত সেবা করার জন্য তৈরী। যুক্তি দিয়ে নিজেদের মুক্ত করতে পারো। কিন্তু প্রথমে নিজের মনের মমত্ব দূর হওয়া দরকার। মায়েদের তাদের পতি আর বাচ্চার প্রতি অনেক মোহ থাকে। এরপর তারা বলে, কেউ এর থেকে মুক্ত করুক। কিন্তু এতে চিত্তকার করার বা কাল্লাকাটি করার কোনো প্রয়োজন নেই। এ হলো বোঝার কথা। মনে করো কোনো বাচ্চার স্ত্রী আছে বা সন্তানও ভালো, বাবা তো বলবেন, গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র হয়ে দেখাও এই অন্তিম জন্মের জন্য। তাই পতিকে বুঝিয়ে বশ করার প্রয়োজন। না হলে জবাব দিতে হবে। কিন্তু যখন নষ্টমোহা হবে তখনই তা সম্ভব। কেউ চাইলে এক সেকেন্ডেই নষ্টমোহা হতে পারে, না হলে জীবনভর হতে পারবে না। অনেককে ছাড়ার পরও মমত্ব দূর হয় না, তখন সেই মমত্ব টানতে থাকে, তখন সেই অবস্থা আর থাকে না, তাই বাবা বলেন আগে নষ্টমোহা হও। এরপর যদি কর্ম তোমাদের কাটতে থাকে তাহলে বাবা কি করবে? সবার জন্য রাস্তা একটাই, অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। যদি পবিত্র না থাকতে দেয় তাহলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যে কোনো সেবায় লেগে যাও। এখানে তো স্বচ্ছ মন চাই। এমন নয় যে, ঘর ছেড়ে এলে, ব্রাহ্মণ কুলে থাকলে তারপর কোনো না কোনো পারিবারিক সম্পর্কে ফেঁসে গেলে। এমনও অনেক আছে যাদের হালকা পারিবারিক নেশা থাকে। তাদের অবস্থার উদ্ধরণ

হয় না। তারা সেবার যোগ্য হয় না কেননা অন্দরে পোকা লেগে থাকে। মায়া তাদের ছাড়েই না। তারা লেখে যে -- বাবা, মায়ার অনেক তুফান আসে। তাহলে অবশ্যই হালকা নেশা আসবে। এখানে কমল পুষ্পের সমান থাকতে হবে। দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কথাই নেই। সকলেরই নিজের নিজের কর্মের বন্ধন, তাহলে ওষুধও তার নিজের নিজের। কেউ রোজগারের জন্য জিঞ্জের করে তখন বাবা তার পোতামেল দেখে রায় দেন। এমনও কেউ আছে যাদের ব্যবসা এমন যে পাপ করা ছাড়া শরীর নির্বাহ হয় না। এখন সময়ই এমন হয়ে গেছে। কারোর কাছে অনেক পয়সা আছে তাই পাপ করার দরকার হয় না। বাবা বলেন, শান্ত হয়ে বসে যোগের কামাই করো কিন্তু কোনো কাজ করার আগে রায় নিতে হবে। এমন নয় যে কাজ করার পর বললে, এই বিষয়ে ফেসে গেছি, এখন কি করবো? বাবা বোঝাতে থাকেন, যদি অর্থ অনেক থাকে তাহলে শান্তিতে বসে বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নাও। কাজ কারবারের ঝামেলা ছাড়া। প্রতি পদে শ্রীমতে চলা অত্যন্ত জরুরী। নিজেদের মধ্যে খুবই মিষ্টি সম্পর্ক রাখতে হবে। না হলে তোমরা বাপদাদার নাম বদনাম করবে। বাপদাদা বা সংগুরু নাম যারা বদনাম করায় তারা উঁচু পদ পেতে পারে না। নিজের হাতে নিয়ম ওঠানো ঠিক নয়। না হলে সবাই বলবে, ঈশ্বরীয় কুলেও কি এমন বাচ্চা হয়? বাবা বলেন, কাউকেই দুঃখ দিও না। ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা তুমি কতো মিষ্টি, তুমি আমাদের রাজার রাজার রাজা, স্বর্গের মালিক বানাও। আমরা তোমার শ্রীমতে অবশ্যই চলবো। আমরা আসুরী মতে চলবো না। বাবাকে স্মরণ না করলে বাবা বুঝে যান, এদের কড়া আসুরী সংস্কার আছে। এরা রাজ্য - ভাগ্য কি নেবে? নিজের চলন তো দেখো। না হলে বাচ্চারা তোমাদের মতো ভাগ্যবান এই দুনিয়ায় আর কেউ নেই। বাবা তো বলবেনই - তোমরা প্রকৃত সন্তান হও। এমন চলন দেখাও যাতে বাবাও খুশী হন। বাবার বাচ্চাদের প্রতি অনেক খেয়াল থাকে যে কিভাবে বাচ্চাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করাবেন।

বাবা বোঝান যে, তোমরা জাগতিক ব্যবসা বাণিজ্য করো কিন্তু ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে বাবার সঙ্গে মিষ্টি - মিষ্টি কথা বলা উচিত। বাবা আপনি তো কামাল করে দিয়েছেন। ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহী তো আপনিই দেন। আমি তো আপনার কাছে বলিহারি যাবো। তাহলে বলিহারি যেতে হবে, কেবল বললেই হবে না। যত সময় বাবার স্মরণে থাকবে তার প্রভাব সারাদিন চলতে থাকবে। অনেক বি.কে আছে, যারা ভোরবেলা ওঠে না, তো ধারণাও হয় না। ভোরবেলা ওঠার যদি অভ্যাস হয়ে যায়, তখন দেখা কেমন সেবা পরায়ণ হয়ে যাও। যার সার্ভিসের শখ থাকে সে যেখানে খুশী সার্ভিস করতে পারে। গালি তো পাবেই। একশোর মধ্যে একজন বের হবে। এতে লজ্জা হলে হবে না। সার্ভিস তো অনেক জায়গায়, শুধু করার লোক চাই। বাবা তো যুক্তি বলতেই থাকেন। নেশা থাকা উচিত। আর সকল নেশায় হয় লোকসান, নর থেকে নারায়ণ বানানোর নেশা ছাড়া। এই নেশা একমাত্র বাবাই চড়ান। বাকি আর কারোর কাছে এই গুণের নেশা নেই। পতিত দুনিয়া আর পবিত্র দুনিয়ার খবরও কেউ জানে না। পতিত দুনিয়াতে অবশ্যই পতিতরা থাকে তখনই তারা পবিত্র দেবতাদের পূজা করে। সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে তো পবিত্র মহারাজা মহারানী ছিলো। দ্বাপর থেকে রাবণের রাজধানী শুরু হয়। বাচ্চারা জানে যে শিব বাবা আমাদের ভালো কর্মই শেখান, আর পদেরও সাক্ষাৎকার করান। এ হলো প্রত্যক্ষ ফল সাক্ষাৎকারের। বাবা যখন স্বয়ং এসেছেন শেখানোর জন্য তখন শেখার কতো উৎকণ্ঠা থাকা উচিত। এমন বলা হলো কর্মবন্ধন, একেও কমজোরী বলা হয়। কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যুক্তিও বাবাই বলতে থাকেন। কিন্তু এমন রায় তিনি পোক্ত বাচ্চাদেরই দেবেন নাকি কাঁচা বাচ্চাদের দেবেন। কোনো কোনো সংসারে আবদ্ধ মেয়েরাও পুরুষার্থ

করে জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা পতিকে বশ করে তাকে নিয়ে আসে, মারও অনেক খায় । বলা হয় না - যতই বাধা আসুক, ধর্ম ছাড়া উচিত নয় । তাই এই প্রতিজ্ঞাও করা হয় এবং তা ধরে থাকা উচিত । এর অভ্যাসও করা উচিত । মায়া হলো অতি প্রবল, এর উপর বিজয় পেতে হবে, সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে । এমন নয় যে স্বর্গে যা হোক পদ পাই । না তা নয়, পুরুষার্থ উঁচু পদ পাওয়ার জন্য করা উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :-

১) নিজের হাতে নিয়ম ওঠাবে না । নিজেদের মধ্যে অনেক অনেক মিষ্টি ভাবে থাকতে হবে । কাউকেই দুঃখ দেবে না । ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে বাবার সঙ্গে মিষ্টি - মিষ্টি কথা বলতে হবে ।

২) সেকেন্ডেই নষ্টমোহা হতে হবে । পবিত্র থাকার যুক্তি বের করতে হবে । হিন্মত রাখতেও হবে । জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে ।

বরদান :-- পরমার্থ আধারে ব্যবহারকে সহজ করে ভাগ্যবান আত্মা হও

অর্ধ কল্প ব্যবহার, ভক্তি আর ধর্মক্ষেত্র সবেতেই পরিশ্রম করেছো এখন পরিশ্রম মুক্ত হয়েছো । এখন ব্যবহারও পরমার্থ আধারে সহজ হয়ে গেছে । নিমিত্ত ভাবে সবকিছু করছো । নিমিত্ত ভাবে সবকিছু করলে সর্বদা সহজ অনুভব হবে । ব্যবহার নয়, এ হলো খেলা । মায়ার তুফান নয়, ড্রামা অনুসারে এগিয়ে যাওয়ার উপহার । তাহলে পরিশ্রম তো দূর হলো । এমন পরিশ্রম থেকে নিজেকে মুক্ত করা আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা -- এমন স্মৃতিতে থাকো ।

স্লোগান :- জীবনে মাধুর্যের গুণ ধারণ করাই হলো মহত্ব

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা তোমাদের সসীম ও অসীমের জ্ঞান প্রদান করে, এইসব থেকে অনেক দূরে ঘরে অর্থাৎ পরমধামে নিয়ে যান, সত্যযুগ ত্রেতা হল সসীম, দ্বাপর কলিযুগ হল অসীম"

প্রশ্ন:- বাবা প্রদত্ত জ্ঞানে কে শক্ত হয়ে থাকতে পারে ?

উত্তর :- যে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়। পবিত্র না হলে জ্ঞানের ধারণা হয়না। পবিত্র গোল্ডেন এজেড বুদ্ধিতেই সম্পূর্ণ জ্ঞানের ধারণা হয় , সে-ই বাবার মতন মাস্টার নলেজফুল হয় ।

প্রশ্ন:- পুরুষার্থ করতে করতে বাচ্চারা তোমাদের কোন্ স্টেজ বা কিরূপ স্থিতি হবে ?

উত্তর :- এখনও পর্যন্ত যা উল্টো সঙ্কল্প বিকল্প উৎপন্ন হত সেসব শেষ হয়ে যাবে। বুদ্ধি যোগ একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত হবে। বুদ্ধি স্বর্ণ পাত্রে পরিণত হবে। বাবা যে রত্ন গুলি প্রদান করেন সেসব ধারণ হতে থাকবে ।

ওমশান্তি। মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের রুহানী বাবা রোজ বসে বোঝাচ্ছেন। এইসব তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের সমাগমে এই সৃষ্টি চক্র নির্মিত। সসীম ও অসীমের উর্ধ্বে অর্থাৎ পেরিয়ে যেতে হবে। বলা হয় কিনা -- সসীম ও অসীম পেরিয়ে। সুতরাং বুদ্ধিতে এই জ্ঞান রাখতে হবে যে সসীম ও অসীম পেরিয়ে যেতে হবে। বাবার উদ্দেশ্যেও বলা হয় -- সীমা ও অসীম পেরিয়ে। এর অর্থও বুঝতে হবে। রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের এই বিষয়ে বোঝাচ্ছেন -- জ্ঞান , ভক্তি ও পরে বৈরাগ্য। এই কথা তো জানো যে জ্ঞান হল দিবস যখন হয় নতুন দুনিয়া। সেখানে ভক্তি হয়না। সেই টি হল সসীম অর্থাৎ সীমাবদ্ধ দুনিয়া , সেখানে মানুষের সংখ্যা খুব কম হয় , কালান্তরে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়। অর্ধকল্পের পরে ভক্তি আরম্ভ হয়। যখন জ্ঞান অর্থাৎ দিবস হয় তখন কোনো সন্ধ্যাস ধর্ম নেই, বৈরাগ্য নেই। সন্ধ্যাস বা ত্যাগ সেখানে হয়না , এই সব কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। ধীরে ধীরে সৃষ্টি বৃদ্ধি হয় । জীব আত্মাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। আত্মারা পরম ধাম থেকে আসতে আরম্ভ করে। সৃষ্টি সীমাবদ্ধতা দিয়ে শুরু হয়, এই সময় সৃষ্টি হল অসীম। কিন্তু বাবা হলেন সসীম ও অসীম পেরিয়ে , সবকিছুর উর্ধ্বে। সসীম সৃষ্টিতে বাচ্চাদের সংখ্যা খুব কম থাকে, তারপর সৃষ্টির বৃদ্ধি হয়। এখন এসবের উর্ধ্বে যেতে হবে। একেই বলা হয় অসীম , প্রথমে আত্মারা ছিল সীমাবদ্ধ। সত্যযুগ ত্রেতায় পার্ট প্লে করেছে। কোথায় ৯ লক্ষ মানুষ , আর কোথায় এখন ৫-৬ শত কোটি সংখ্যায় এসে পৌঁছেছে অসীম দুনিয়ায়। মানুষ পরীক্ষণ করে আকাশ কত দূর , সমুদ্র কত গভীর , যার অন্ত পাওয়া সম্ভব নয়। উপরে যাওয়ার কত চেষ্টা করে। এতখানি ইন্ধন নিয়ে যেতে হবে যাতে ফিরে আসা যায়। অসীমে যেতে পারবেনা , সীমা পর্যন্ত যেতে পারবে। সসীম ও অসীমের উর্ধ্বে - এর রহস্য বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন। প্রথমে নতুন দুনিয়া হল সসীম অর্থাৎ সীমাবদ্ধ দুনিয়া। সংখ্যা খুব কম। তোমাদের রচনার আদি মধ্য অন্তের নলেজ থাকা উচিত। এই নলেজ কারো নেই। বাবাকেই জানেনা। এই সব রহস্য বাবা বুঝিয়ে দেন , তিনি হলেন সসীম ও অসীমের উর্ধ্বে। অর্থাৎ বাবা বসে তোমাদের রচনার আদি মধ্য অন্তের রহস্য বলে দেন। তারপর বলেন বাচ্চারা এইসব পেরিয়ে যাও। সেখানে তো কিছুই নেই। আকাশ শুধু আকাশ ,

জল শুধু জল। জমি ইত্যাদি নেই , একেই বলা হয় সসীম ও অসীম পেরিয়ে। যার কোনো অন্ত কেউ পায়না। বে-অন্ত , বে- অন্ত অর্থাৎ অনন্ত , অনন্ত কথায় বলে কিন্তু প্রকৃত অর্থ জানেনা। বাবা সম্পূর্ণ বিষয়টি বুঝিয়ে দেন কারণ তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন। বুঝে বুঝেই বিচ্ছিন্ন স্বরূপ মালার মুক্তো রূপে পরিণত হয়েছে। কোনো মানুষ রচয়িতা ও রচনার আদি মধ্য অন্তের রহস্য বোঝেনা। বাবা-ই বোঝান। বলেন আমি সসীমের দর্শন করি এবং অসীমের ভ্রমণও করি। এত গুলি ধর্ম আছে , এমন ভাবে স্থাপনা হয়। সত্যযুগ হল সীমাবদ্ধ সৃষ্টি , কলিযুগ হল সীমাহীন। তারপর সীমাবদ্ধ ও সীমাহীন সৃষ্টি পেরিয়ে হল আমাদের শান্তিধাম , মিষ্টি মধুর নিবাস স্থান, সুইট হোম। সত্যযুগও হল সুইট হোম। সেখানে শান্তিও আছে , রাজস্বও আছে। সেখানে সুখ ও শান্তি দুই-ই আছে। পরমধাম ফিরে গেলে সেখানে থাকবে শুধু শান্তি, সুখ থাকবেনা। এখন তোমরা সুখ ও শান্তি দুই-য়ের স্থাপনা করছ। সেখানে অশান্তির নাম গন্ধ নেই। অশান্তি হয় পাঁচ বিকারের জন্যে, সডি কথা দুনিয়ায় কেউ জানেনা। অর্ধকল্প পরে রাবণের রাজ্য হয়। তারা কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দেয়। কিছু বোঝেনা তাই ব্রষ্টাচারী , দুঃখী ও পতিত হয়েছে। একটুও সভ্যতা নেই।যে দৈবী সভ্যতা ছিল , তার পরিবর্তে অসভ্যতা , অসুরী গুণ সম্পন্ন হয়েছে।

এই হল বেহদের ড্রামা। এখন বলা হয় হৃদ - বেহদ পেরিয়ে অর্থাৎ সীমাবদ্ধতা ও অসীমের উর্ধ্বে, অনেক দূরে দূরে যায়। মানুষ তো এই খেলা জানেনা যে কে সবচেয়ে বড় ? উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান , তাই বলা হয় প্রভু তোমার মতি গতি তুমি-ই জানো। বাবা বসে বোঝান যে আমার বুদ্ধি কতদূর যায়। সসীম ও অসীম ছাড়িয়ে অনেক দূরে সেখানে কিছুই নেই। বাচ্চারা তোমাদের থাকার জায়গা হল সেই ব্রহ্মান্ড , ব্রহ্ম মহা তত্ত্ব। যেমন আকাশ তত্ত্বে এখানে বসে আছ , কিছুই দেখা যায়না । শূন্য আর শূন্য। রেডিওতে বলা হয় আকাশবাণী। এবারে আকাশ খুব বিশাল , তার কোনো অন্ত নেই। তার বাণী মানুষ কিকরে বুঝবে। এই যে আকাশ তত্ত্ব রয়েছে , এই মুখ দ্বারা এই শূন্য স্থান দ্বারা যে বাণী শোনা যায় , তাকে বলা হয় আকাশবাণী। বাণী মুখ দ্বারা অর্থাৎ শূন্য স্থান দ্বারা বেরিয়ে আসে। বাণী কখনও নাক কান দিয়ে বেরোবেনা। সূত্রাং বাবাও এই শরীরে বিরাজিত হয়ে এই মুখ দ্বারা-ই বাচ্চারা তোমাদের বোঝাচ্ছেন। তোমরা বাচ্চারাই জানো বাবা কে । যেমন আমরা হলাম আত্মা , তেমনই বাবা হলেন উঁচু থেকে উঁচু আত্মা। সবার নম্বর অনুযায়ী পার্ট রয়েছে। উঁচু থেকে উঁচু হলেন বাবা তারপর নীচে এলেই , নম্বর অনুযায়ী খেলায় সবাই মগ্ন। নতুন দুনিয়ায় প্রথমে লক্ষ্মী নারায়ণ , তারপর ওঁনাদের সঙ্গে যারা নরুন দুনিয়ার বাস করে , মালা দেখ। উপরে ফুল উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান তারপরে মেরু যুগল। এর পরে দেখ কিভাবে মালার বুদ্ধি হয়।

এইসবই হল পড়াশোনা তাইনা। সম্পূর্ণ পাঠ বুদ্ধিতে থাকে। বীজ এবং বৃক্ষ। বীজ রয়েছে উপরে। রচয়িতা বাবা বসে রচনার আদি মধ্য অন্তের রহস্য তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এই হল সৃষ্টি রূপী কল্প বৃক্ষ, এর আয়ু হল একুরেট, যাতে এক সেকেন্ডেরও তফাৎ হতে পারেনা। তোমরা কত জ্ঞান প্রাপ্ত কর , এই জ্ঞানের পথে তারা-ই শক্ত হয়ে থাকতে পারে যারা পবিত্র হয়। তা নাহলে জ্ঞান ধারণ হতে পারেনা। পবিত্র পাত্র , গোল্ডেন এজেড বুদ্ধি হলে নলেজ ঠিক তেমনই ধারণ হবে যেমন বাবার কাছে আছে। নম্বর অনুযায়ী মাস্টার নলেজফুল হয়ে যাবে। এই রহস্য বাবা ছাড়া কেউ বোঝাতে পারেনা। না-ই দেবতাদের মুখে শোনা যাবে , না পতিত মানুষের মুখে। বাবা-ই শোনান , তাও এখন এই সঙ্গমে -ই তোমরা শুনতে পাও। বাবা কেবল একবার-ই পিতা টিচার সদগুরু রূপ

ধারণ করেন। পাট প্লে করেন তারপর আবার ৫ হাজার বছর পরে সেই পাট প্লে করবেন। প্রলয় তো হয়না। সুতরাং প্রথমে বাবা, উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিব তারপর মেরু উঁচু থেকে উঁচু মহারাজা মহারানী। অতঃপরে শেষে গিয়ে আদি দেব , আদি দেবী হবেন। সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, কিন্তু নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। এই জ্ঞান তোমরা কাউকে শোনাতে তাদের আশ্চর্য হবে। বাবা হলেন নলেজফুল, তিনি ছাড়া এই জ্ঞান কেউ দিতে পারেনা। বাচ্চাদের এইসব ধারণ করা সহজ , কোনো মুশকিল নেই কিন্তু স্মরণের যাত্রা হল মুখ্য। সোনার পাত্রে রত্ন ভরা থাকতে পারে। উঁচু মানের রত্ন কিনা। এই বাবা অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবা ছিলেন রত্নের ব্যবসায়ী । আসল রত্ন হলে রূপোর বাস্কে কাপাস তুলোয় মুড়ে রাখতেন। সেসব আবার খুলে দেখাতেন যেন খুব ফাস্ট ক্লাস বস্তু । ভালো জিনিস ভালো পাত্রেই মানায়।

তোমাদের এই কান হল পাত্র, এর দ্বারা তোমরা শোনো। ধারণ করতে হলে সোনার পাত্র চাই অর্থাৎ বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে পুরোপুরি হওয়া উচিত। বুদ্ধি যোগ ঠিক না হলে কোনো কথাই মনে থাকবেনা। উল্টো সঙ্কল্পও উৎপন্ন হওয়া উচিত নয়। তুফান বন্ধ। পুরুষার্থ করতে করতে এই স্টেজ হবে। বুদ্ধিকে সব দিক থেকে সরিয়ে আমার সঙ্গে যুক্ত রাখলে সোনার পাত্রে পরিণত হবে, অন্যদেরও দান করতে থাকে। ভারত হল মহাদানী , ভারতে ধন ইত্যাদি অনেক দান করা হয়। এইসব হল আবার অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান , যেসব বাবা বাচ্চাদের প্রদান করেন। দেহ সহ দেহের সম্বন্ধ গুলি থেকে বুদ্ধি সরিয়ে এক বাবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আমরা হলাম বাবার আপনজন । ব্যসা। বাবা মুখ্য উদ্দেশ্য বলে দেন। পুরুষার্থ করা বাচ্চাদের কর্তব্য তবেই উঁচু পদের অধিকারী হবে। মনে কোনোরকম উল্টো সঙ্কল্প যেন না আসে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। সসীম ও অসীমের গন্ডি ছাড়িয়ে সব রহস্য বুঝিয়ে দেন। আমি সীমাবদ্ধতা ও অসীম পার হয়ে যাই , তোমরাও সীমাবদ্ধতা ও অসীমের উল্লেখ থাকে , যেখানে সঙ্কল্প ইত্যাদি কিছু নেই। তারপরে তোমরাও ঐ পারে চলে যাবে। গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন হতে হবে। হাত রইবে কাজে মন শিববাবার কাছে এই পথে চলাকালীন অনেক বাচ্চারা ভেঙে পড়ে। ফেল হয়। তোমরা সব কিছু জানতে পারবে। ভালো মহারথীদের মায়া গ্রাস করেছে। আজ তারা নেই। বাবাকে ছেড়ে তারা মায়ার আশ্রয় নিয়েছে। যারা পড়াশোনা করে তারা উঁচুতে উঠে যায় আর যিনি পড়ান তিনি মায়াবী হয়ে যান। যেমন ট্রেটর হয় তারা অন্যের কাছে আশ্রয় নেয়। যেদিকে পাওয়ারফুল দেখে সেদিকে চলে যায়। তোমরা জানো সর্ব শক্তিশালী তো হলেন একমাত্র বাবা , তিনি হলেন সর্বশক্তিমান। আমাদের উঁচু মানের পড়াশোনা করিয়ে বিশ্বের মালিক করে দেন। অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই যার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। এমন কোনো জিনিস নেই যা তোমাদের কাছে নেই। তাও আবার নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। বেহদের বাবা ছাড়া এই কথা কেউ জানেনা। তোমরাই পূজনীয় ছিলে তোমরাই পূজারী হয়েছ। এবারে পুনরায় পূজনীয় হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। বাবার স্মরণে যত থাকবে মায়ার ঝড় ঝঞ্ঝা শেষ হতে থাকবে। হাতিমতাই-এর নাটক দেখানো হয়। মুহলরা অর্থাৎ ছোট গোলক বিশেষ , মুখে রাখলে মায়া পালিয়ে যেত। মুখ থেকে মুহলরা বের করলেই মায়া এসে পড়ত। বাবা বোঝান বাচ্চারা নিজেদের আত্মা ভাই-ভাই ভাবো। শরীর -টা না থাকলে দৃষ্টি যাবে কোনদিকে। এত টুকু পরিশ্রম তো করতে হবে। কল্প কল্প তোমাদেরই পুরুষার্থ চলে। পুরুষার্থ দ্বারা তোমরা নিজের ভাগ্য নির্মাণ কর।

বাবা বাচ্চাদের মুখ্য কথা বলেন নিজেকে আল্লা ভেবে নিজের পিতাকে অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো। এই কথা শুধু তোমরাই জানতে পারো। যদিও তারা বলে গড ফাদার , আমরা সবাই ব্রাদার্স। কিন্তু বুঝতে পারেনা। গায়নও করে সর্বের সদগতি দাতা রাম , সর্বকে সুখ দান করেন একমাত্র পিতা। রামকে বাবা বলা হয়না। বাবা এক শরীর ধারীকে দ্বিতীয় অশরীরীকে বলা হয়। সর্ব প্রথম হল অশরীরী তারপরে শরীরী হয়। প্রথমে আমরা বাবার সঙ্গে থাকি তারপর পাট প্লে করতে লৌকিক দেহধারী পিতার কাছে আসি। এইসব হল রুহানী কথা। ঐ লৌকিক দৈহিক পড়াশোনাকে ভুলে যেতে হবে। সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে আছে। এখন হল সঙ্গমযুগ , আমাদের এখন নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। পুরানো দুনিয়া শেষ হবে। এবারে নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্যে দৈবী গুণ অবশ্যই ধারণ করতে হবে, পবিত্র হতে হবে। বাবাকেও অবশ্যই স্মরণ করতে হবে এবং পুরোপুরি স্মরণ করতে হবে যাতে পাপ ভস্ম হয়। বাবা বলেন আমায় স্মরণ কর তাহলে পবিত্র হবে , একেই বলা হয় যোগ অগ্নি। বাবার শ্রীমং অনুসারে চলতে হবে। বাকি সম্পূর্ণ দুনিয়া তো রাবণের মতানুযায়ী চলছে। সেই হল বিকারী মতামত। এইটি হল নির্বিকারী মত। পাঁচটি বিকার আছে তাইনা। সর্ব প্রথম দেহ অহংকার তারপরে কাম , ক্রোধ ... মানুষ অহংকারকে শেষে রাখে । বাস্তবে অহংকারকে তো সবচেয়ে প্রথমে রাখা উচিত। পরে পরে অন্য বিকার আসে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন কল্প কল্প অনেক বার বুঝিয়েছেন। প্রতি ৫০০০ বছর পরে বোঝান। বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে পারো বাবা আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাসী করে তুলছেন অর্থাৎ রচয়িতা ও রচনার নলেজ বলে দেন তাই ওঁনাকে ক্রিয়েটর বলা হয়। যদিও এই ক্রিয়েশন হল অনাদি তবুও একমাত্র যিনি বুঝিয়ে দেন , ওঁনার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। এই ড্রামা হল অনাদি ভাবে নির্মিত , কেউ তৈরি করেনা। ওই হদের ড্রামা অর্থাৎ দৈহিক ড্রামা শুটিং করা সহজ। কিন্তু এই হল বেহদের ড্রামা। এই ড্রামা অনাদি রূপে শুটিং হয়ে আছে , অলরেডি তৈরি করা। এই ড্রামায় একটুকু তফাৎ হয়না। বেহদের ড্রামার চক্র চলতে থাকে। আমরা তমো প্রধান থেকে সতো প্রধান হই আবার সতো প্রধান থেকে তমো প্রধানে পরিণত হই। মুখ্য কথা হচ্ছে পবিত্রতার। পবিত্র দুনিয়ায় অনেক সুখ , পতিত দুনিয়ায় আছে অনেক দুঃখ। অর্ধকল্প সুখধাম , অর্ধকল্প দুঃখধাম এই রহস্য তোমাদের বুদ্ধিতে আছে , অন্যরা কেউ জানেনা। আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) উল্টো সঙ্কল্প বিকল্প থেকে মুক্ত হতে বুদ্ধিযোগ সসীম ও অসীম ছাড়িয়ে পরম ধামে যুক্ত করতে হবে। দৈহিক দৃষ্টি সমাপ্ত করে আল্লা ভাই ভাই - এই অভ্যাস পাকা করতে হবে।

২) অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান করতে হবে । বুদ্ধিকে স্বর্ণে পরিণত করতে অন্য সব দিক থেকে সরিয়ে একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

বরদান :- প্রতিটি গুণ বা শক্তিকে নিজ স্বরূপ প্রদানকারী পিতা সম সম্পন্ন হও।

ব্যাখ্যা: যে বাচ্চারা বাবার মতন সম্পন্ন হবে তারা সর্বদা স্মৃতি স্বরূপ , সর্বগুণ ও সর্ব শক্তি স্বরূপ হয়ে থাকে। স্বরূপের অর্থ হল নিজের রূপ যেন ঐরকম হয়। গুণ ও শক্তি পৃথক হবেনা, বরং রূপে-ই সমাযিত থাকবে। যেমন দুর্বল সংস্কার বা কোনো অবগুণ বহু কালের স্বরূপ হয়েছে , ফলে ধারণ করতে পরিশ্রম হয়না। তেমনই প্রতিটি গুণ ও শক্তি যেন নিজস্ব স্বরূপ হয়ে যায় , স্মরণ করতে যেন পরিশ্রম না হয় বরং স্মৃতি সমাযিত থাকে তবেই বলা হবে বাবার মতন।

স্লোগান - " বাবা "" শব্দটি সর্ব খাজনার চাবি, তাই সর্বদা যজ্ঞ রেখো।